কলিকাতা

৩৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ স্বর্ণপ্রেসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এবং

ময়মনসিংহ—ব্রাহ্মপল্লী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

# সূচী

# নিরালা।

---

## বনফুল।

### ( ১ )

"বেঁধে ফেলি ছাগলটাকে ; কি বল প্রণতি ? কেমন সুন্দর বাচ্চা তিনটী ওর ”

প্রণতি  দুধ দুইতে, না, আর কিছু মতলব আছে ?

প্রণতি একটু হাসিল  নগেন সে হাসির অর্থ বুঝিবার জন্য কোনই আগ্রহ দেখাইল না, কারণ জানিবার জন্যও একটুকুন ব্যস্ত হইল না, এক গাছি দড়ী আনিতে দৌড়িল

ছাগলটী হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, রং তার কালো ; মকমলের মতন তার কান্তি  মা নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছেন, ছানা তিনটী সমুখের পা হেট করিয়া মহা উৎসাহে চুক্ চুক্ দুধ খাইতেছে  দুধ দিয়া মার আনন্দ অধিক, কি দুধ খাইয়া ছানাগুলির আনন্দ অধিক, প্রণতিভূষণ তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিল না  সে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল— মার দুধ দেওয়া এবং বাচ্চার দুধ খাওয়া  প্রণতির সম্মুখে সৃষ্টি স্থিতির যেন একটী আদি রহস্য মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে

নগেন দড়ী লইয়া আসিল, ছাগলটীর গলায় পরাইল। তখনও সে দুধ দিতেছিল, একটুকুও নড়িল না। বাচ্চাগুলি স্বচ্ছন্দে দুধ খাইয়া

আনন্দে ঘুরিয়া ফিবিয়া ডিগ্‌বাজি খাইয়া নাচিতে লাগিল। তিনটী বাচ্চার রং সাদা, মাঝে মাঝে কালো দাগ কালীব ছিট্‌ দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট তিনটী তূলাব পিণ্ড যেন বাতাসে ফুব্‌ ফুব্‌ কবিয়া উড়িতেছে

দড়ী লম্বা, নগেন দূবে খুঁট পুতিয়া দিল ছাগলটী একবার ডাকিল, তার কিছুক্ষণ পর আব একটু উচ্চে, তাবপব আরও উচ্চে

সুসঙ্গেব উত্তবে গারো পাহাড়ের মধ্যে সিজু উপত্যকা বৈশাখ মাস কিছুদিন হইল দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, নূতন ঘাস গজাইয়াছে, গাছে গাছে নূতন পাতার বড় বাহাব চারিদিকে বনে বনে নানা জাতি ফুল ফুটিয়াছে, বাতাস সুগন্ধে ভবপুব সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; তাব বক্ত ছটা এখনও পশ্চিম আকাশ ছাড়িয়া যায় নাই পূর্ব্বদিকে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আভা দেখা দিয়াছে মাঠে গাভীগুলি বাড়ীর পানে যাইবার জন্য বাখালেব প্রতীক্ষায় ডাকিতেছে; কাক বকের দল দূর আকাশে আঁকিয়া বাঁকিয়া উড়িয়া যাইতেছে গাছের ডালে ডালে তখনও শত শত টীয়া, ময়না প্রভৃতি কলরব কবিতেছে আশে পাশে, মাথার উপবে দশটা পাখী "বউ কথা কও" বলিতে বলিতে চলিয়াছে সকলের উঁচু ডালে বসিয়া ঐ সেই পাখী জোড়ায় জোড়ায় জেদ কবিয়া ক্রমেই সুব চড়াইয়া বলিতেছে—"চোক্‌ গেল" "চোক্‌ গেল', "চোক্‌ গেল"

চাঁদের আলো উজ্জ্বল হইয়াছে—চোক গেল কি পাখীর রূপের ঝিলিকে? সোমেশ্বরী সিজুর প্রাণের সই সোমেশ্বরী নদী, বুকের উপব লক্ষ লক্ষ টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি নাচাইয়া চলিয়াছে—পাখীর চোক্‌ গেল কি ঢেউএব ঠমক দেখিয়া? পাখীর চোক যাইতে বসিয়াছে, যাক্‌। নগেন নামে মানুষটীব চোক্‌ কিন্তু আর থাকে না

ছাগল এক বার, দুই বার তিন বার ডাকল। তিনের বারের উচ্চ ডাক একখানি দূর কুটীরে পৌঁছিল পৌঁছাইবার, জন্যই যেন সে, ডাক ক্রমে উচ্চে চড়াইয়াছিল ডাক শুনিয়া একটী বালিকা দ্রুত দৌড়িয়া ছাগলটীর দিকে আসিতে লাগিল চাঁদের আলো তার মুখে পড়িয়াছে, সকল শরীরে পড়িয়াছে; তার কটি হইতে উরুর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এক টুকরা নানা রংএর মোটা কাপড় মাত্র, আর সব খোলা। বালিকা দৌড়িয়া আসিতেছে—না, তা নয়—চাঁদের আলোক যেন মূর্ত্তি ধরিয়া, মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া—নাচিতে নাচিতে আসিতেছে চুল তার কালো, পা দুখানি পদ্মের মতন, বয়স তার বারো তেরো, পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য, শ্রী তার নগেন্দ্র নন্দিনী উমার ন্যায় উজ্জ্বল মধুর ও মনোহর।

বালিকা আসিয়াই ছাগলটীর গলার দড়া খুলিয়া দিল, গারো ভাষায় যাহা বলিল উহার অর্থ এই ঃ—বাবু, নিত্যই তুমি আমার ছাগল বাঁধ, আর নিত্যই আমি আসি, নিত্যই এই সময়ে।"

নগেন গারো ভাষা জানে, সে বলিল—"কেন, ছাগল বাঁধলে কি হয়?"

বালিকা। আমায় এসে নিয়ে যেতে হয়, তুমি দেরী করিয়ে দেও, মা বাবা বকে

নগেন বকে? তোর এতটা একা যেতে ভয় হয়?

বালিকা কটির কাপড়ের অন্তরাল হইতে একখানি ছোট গারো দা বাহির করিল। রূপার মতন চক্‌চকে দা খানি তার বাঁট দায়ের তিন গুণ বালিকা দা খানি তার কচি হাতে ঘুরাইতে লাগিল, কঠিন লোহার দা যেন তার কচি হাতে পড়িয়া কাঁচা হইয়া উঠিল

প্রণতি এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদেরে দেখিতেছিল, নিকটে আসিয়া বলিল, "দুধ দোয়া হয়েছে? কতটুকু পেলে? ছাগলের দুধ বলকারী"

প্রণতির মুখে দুষ্টু হাসি খেলিতেছিল নগেন তা দেখিয়াও দেখিল

না, শুনিয়াও শুনিল না, বালিকাটীকে বলিল, "আমি তোমায় রেখে আস্‌বো ?

বালিকা "না গো না" বলিতে বলিতে ছাগল নিয়া, বাচ্চা তিনটী নিয়া, যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

এক ছাগল, তিন বাচ্চা, এক বালিকা চাঁদের আলো ফাঁক করিয়া যাইতেছে যতদূর দেখা গেল, নগেনের চোকের পলক পড়িল না প্রণতিরও না।

---

## ( ২ )

কয়েক বৎসর হইল উপেক্ষিত জাতিকে তুলিয়া ধরিবার জন্য শিক্ষিত সমাজের অতিশয় আগ্রহ দেখা যাইতেছে ইংরেজীতে ইহার নাম হইয়াছে—ডিপ্রেষ্ট ক্লাশ মিশন এই উদ্দেশ্যে নানা স্থানে সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁদের যত্নে নানা দল নানা স্থানে যাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে

প্রণতিভূষণ রায় এবং নগেন্দ্রনাথ দত্ত উপেক্ষিত জাতির উন্নতি বিধান-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা কোন সভা সমিতির অধীন নহেন। দুই জনেই আবাল্য সুহৃৎ উভয়েই সুখ্যাতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন ইহাঁরা ধনী না হইলেও অর্থের ইহাঁদের অভাব নাই

প্রণতি অবিবাহিত চাণক্যশ্লোক তাঁহাকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে কি না, কিম্বা কিছুদিন পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কি না, কামিনীতে তাঁহার গভীর অনাস্থা

নগেন্দ্রনাথের বিবাহ বাল্যকালে হিন্দুমতে হইয়াছে নগেন্দ্র ব্রাহ্ম

হইবার পর তাহার শ্বশুর শাশুড়ী কন্যাকে জামাতার সঙ্গে যাইতে দিতে সম্মত হন নাই। অনেক করিয়াও নগেন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই; স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক হন নাই। নানা ভাবিয়া চিন্তিয়া নগেন্দ্রনাথ এই মিশনে মন দিয়াছেন। মিশন দুই বন্ধুতে

---

## ( ৩ )

মিশনের ক্ষেত্র গারো পাহাড়ের পাদমূলে সিজু উপত্যকায়। সিজু অতি মনোরম্য স্থান। সোমেশ্বরী নদী সুন্দর, উহার উভয় তীরে বন উপবন সুন্দর। হরিণের দল মন হরণ করে। মেঘ দেখিয়া ময়ূর যখন নাচিতে থাকে তখন সোমেশ্বরী তরঙ্গে তরঙ্গে তাল বাজায়, পাহাড়গুলি পলক না ফেলিয়া নাচ দেখে, অটল হইয়া বাজনা শোনে। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গারোর চাংগুলি দূর হইতে দেখিতে নানা রংএর খোলা ছাতার মতন।

১৮৯৭ সন হইতে ইংরেজদের দৃষ্টি এই উপত্যকার উপর বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ঢাকার প্রসিদ্ধ গার্থ সাহেবের উৎযোগে একটী কমিটী গঠিত হইয়া গারো পাহাড় পর্য্যন্ত রেল খুলিবার প্রস্তাবনা চলিতে থাকে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মেসার্স রথ্ চাইল্ড এণ্ড কো অনেক অর্থ ব্যয় করেন। দরংগিরি পর্য্যন্ত রেল খুলিবার এবং কয়লা ইত্যাদি তুলিবার সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যয় পাঁচ কোটি টাকা অনুমান করা হয়। প্রফেসার গেডিও, মিঃ ডন্‌ষ্টোন, মিঃ বারক্লে প্রভৃতি সাহেবগণ এবং কতিপয় সাহসী বাঙ্গালী কর্মচারী গারো পাহাড়ের বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করেন।

১৯০৫ সনে গার্থ সাহেবের মৃত্যুর পর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে-

কর্ত্তৃপক্ষ দরংগিরি পর্য্যন্ত রেলবিস্তারে যত্নবান হন আঠার বৎসরের চেষ্টায় গারো পাহাড়ের বহু স্থান ভ্রমণকারিগণের গম্য এবং সভ্য জাতির বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে

সিজুতে একটী খৃষ্টমিশন ছিল কিছুদিন হইল তাহা অন্যত্র উঠিয়া যাওয়ায় প্রণতি এবং নগেন্দ্র এই সিজুকে তাহাদের কর্ম্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রম্য স্থানে তাঁহাদের রমণীয় বাঙ্গলা বাঙ্গলার সম্মুখে ক্ষুদ্র একটী ফুলের বাগান সঙ্গে ভৃত্য সৎসাহসী, বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান লালধারী সিং প্রচুর খাইতে পাইয়া কতকগুলি গ্রাম্য কুকুর এই আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে প্রহরীর কার্য্য ইহাদের দ্বারা উত্তমরূপে চলিয়া থাকে

মিশনের মূলধন ইহাঁদের বলিষ্ঠ দেহ, মধুর প্রকৃতি, নগেন্দ্রের একটী আড়বাঁশী এবং প্রণতির একটী খঞ্জরী ও মিষ্ট গলা আসবাব উপকরণ —কয়েকখানি বেঞ্চ, কয়েকটা মাদুর, দোয়াত, কলম, কালী ও কাগজ। তাঁহাদের সঙ্গে একটী ফটোগ্রাফের কল, একটী গ্রামোফোন ও ছায়া-বাজীর যন্ত্রাদি আছে সিজুতে আসিয়া তাঁহারা দুইটী ময়না পালিতে আরম্ভ করিয়াছেন একটী সোণাকাণী, একটী রূপাকাণী

সংস্কার এবং ধর্ম্মপ্রচার মূল লক্ষ্য হইলেও শিক্ষাবিস্তার ইহাঁদের প্রধান কার্য্য। তাঁহাদের বিশ্বাস এই—এ, বি, সি, ডির বীজ একবার গারোদের পেটে পুতিয়া দিলে কালে ঐ ছাব্বিশ অক্ষর ছাব্বিশ দ্বিগুণে বায়ান্ন আকারে সভ্যতার ফল—নব ধর্ম্ম, নব সমাজ, কোট পেণ্ট, বুট্ হ্যাট্, শাড়ী সেমিজ, জেকেট ও পেটীকোটের কাণ্ড, শাখা ও পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে গঞ্জাং, ফেমা, সেংরাং প্রভৃতি কয়েকটী বালক তাঁহাদের বাঙ্গলায় পড়িতে আসে। বালিকা আসে একটী—ফিশা প্রণতি ও নগেন্দ্রের কাজ—খাও গাও, বেড়াও, লেখাও আর

পড়াও। কিছুদিন হইল নগেন্দ্রের একটী নূতন কাজ জুটিয়াছে— ছাগল ধর

ছাগল নগেনকে পাছে বা পাগল করে পেণ্ডিতের একটা মহা চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

---

## ( ৪ )

নগেন্দ্র ফিশা, তোর কি একা একা পড়্‌তে ভাল লাগে?

ফিশা আর তো কেউ আসে না, আসতে চায় না নারোজীকে বল্‌ছিলাম, সে আসে না, ছাগল চরায়, চাং হইতে ঝুলাইয়া পা নাচায় (আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া) ঐ যে পাথরটা সোমেশ্বরীতে পড়িয়া আছে, উহাব উপরে বসিয়া জলে পা দেয়, কল্ কল্ করিয়া সোত ওর পাব উপর দিয়া যায়, তাই ও বসিয়া বসিয়া দেখে, হাসে, গায় অনেকক্ষণ।

নগেন্দ্র। কে কে আছেরে ওর?

ফিশা ওর মা আছে বাবা আছে। ওর মার নাম নগ্‌গান, বাপের নাম থোমা

আলাপে আলাপে তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ফিশা অন্য সব বালকদের সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল

এই সমস্ত সংবাদই নগেন্দ্র জানিত তথাপি ফিশার সঙ্গে নারোজীর কথা পাড়িতে ঐ সব জিজ্ঞাসা—জানা কথা জিয়ানো।

পর দিন নগেন্দ্র থোমাকে ডাকাইয়া গারো ভাষায় খুব মিনতি করিয়া জানাইল, তাহার কিছু ছাগলের দুধের দরকার, নিত্য আধ পোয়া। দর কশিয়া নগেন্দ্র থোমাকে কিছু টাকা আগাও দিল

চোঙ্গায় ছাগলের দুধ আসিতে লাগিল খোমা দিয়া যায়, ভোরে বিকালে ছাগল স্বয়ং আসে ঐ সেই খানে বাচ্চা তিনটাকে দুধ দেয় ভাল টক্ ছাগলটার! ঐ খানে না হইলে যেন বাচ্চাকে তার ভাল দুধ দেওয়া হয় না। দুধ দেয়, বাঁধা পড়ে, নারোজী আসিয়া তারে লইয়া যায় দুধ লইয়া নারোজী একদিনও আসে না

---

( ৫ )

ছাগলটার দুধ ছাড়াইতে প্রায় তিন মাসের অধিক গেল নগেন্দ্র প্রভৃতি সকালে বিকালে গারো ছেলে কটী এবং ফিশাকে এই সময়টা লেখাইল ও পড়াইল। নারোজী প্রতিদিন আসিয়াছে ঐ সন্ধ্যায়; ঝিলিক্ দিয়া আসিয়াছে, ঝিলিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে

তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। সোমেশ্বরীর জল পাথর ঠেলিয়া, গাছ পালা লইয়া মহা সোরগোল করিয়া ছুটিয়াছে। শীতের সে শেয়াল পার-হওয়া সোমেশ্বরী আর নাই সিজুর কাছে মধ্যস্থলে একখানি দ্বীপ রাখিয়া নদী গরমের সময় দুই ধারায় বহিত। এখন সব একাকার 'নৈরাকার' হইয়া গিয়াছে কি তার গর্জ্জন, কি তার ফেণা, কি তার তরঙ্গ, কি তার আস্ফালন।

সে দিন বন্যার পঞ্চম দিন ছিল, বেগ অনেকটা কমিয়াছে রাত্রে বড় জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। সিজু বেড়াইতে অনেক সাহেব অনেক মেম আসিয়াছেন অনেকগুলি কোঁদা নৌকা জুড়িয়া পাটাতন করা হইয়াছে। তাহার উপর চাঁদোয়া। পাটাতনে গলিচা বিছাইয়া কৌচ, মেজ, মাচিয়া সাজান হইয়াছে। মদ আছে সোডা আছে, বিসকিট, ফল ফুল অনেক, অনেক রকমের।

ঐ জ্যোৎস্নায় সাদা পদ্ম ফুলের মতন সাদা মেম, মোম বাতির মতন সাদা সাহেব সকল কৌচ মাইচায় বসিয়াছেন গারো মাঝিরা খুব হুঁসিয়ার হইয়া নৌকা চালাইতেছে সাহেব মেমেরা চলিয়াছেন যেন মন্দাকিনীতে দেব-দেবীগণ থোমা এক মাঝি, নম্‌গানও ঐ নৌকায়, নারোজী একটা মাইচায় বসিয়া আছে। আধ হাত পাশের একখানা নানা রংএর কাপড়ে তার কোমর হইতে উরাস্ত পর্য্যন্ত ঢাকা মিস্ রোজ তাঁহার লেক-কার-চিফ দিয়া নারোজীর যৌবন সংবৃত করিয়া দিলেন নারোজীকে যেন বিছুটিতে ধরিল সে টান মারিয়া উহা খুলিয়া ফেলিল, মিস্ রোজ, মিস্ ফেয়ার প্রভৃতি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সাহেবেরা একবার দেখিতেছিলেন সোমেশ্বরীর তরঙ্গ, আর একবার দেখিতেছিলেন নারোজীর তামাসা। মেমেরা পরাইতেছেন, আর নারোজী খুলিয়া ফেলিতেছে।

বাঃ, সুন্দর পাটাতন! কেমন রাজ হাঁসের মতন ভাসিয়া চলিয়াছে! সোডার বোতল ঠাস্ ঠাস ফুটিতেছে। হাতে হাতে সেম্পেনের গ্লাস ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। তীরে বহু লোক ছুটিয়া চলিয়া তামাসা দেখিতেছে, স্বপ্নের মতন। পাটাতন যেন পাখীর মতন ছুটিয়াছে। এই দর্শকের দলে নগেন্দ্র ও প্রণতি আছেন

নগেন্দ্র। বাঃ! নারোজী দেখ্‌ছ, ঐ নৌকায়।

প্রণতি। এই নূতন দেখ্‌লে? আগে একদিন এইরূপ বা'চ হয়েছিল, সে দিনও ও ছিল

নগেন্দ্র। ওরা তো তবে খুব সাহেব ঘেষা

প্রণতি। পাদ্রিগণ ওদেরে প্রায় ভজিয়েছিল আর কি। তা তুমি জান না মিশন উঠে যাওয়ার পর তাদের চেষ্টা থেমে যায় ওরা যে গারো সেই গারোই থেকে গেছে

নগেন্দ্র আমরা কেন আবার চেষ্টা দেখি না? কোট, পেণ্ট, গাউন যদি হেরে যেয়ে থাকে, কিম্বা হারবার সুযোগও না হয়ে থাকে, আমরা কেন ধুতি, চাদর, সাড়ী, সেমিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করি না?

প্রণতি তা দেখ্‌তে পার, কিন্তু নারোজী মেয়েটা বড় দুষ্টু

নগেন্দ্র দুষ্টু বলেই তো অত মিষ্টি দুষ্টু বলেই আমার অনেকটা ভরসা হয় এবার সাহেব মেমদের পালা গেল ঐ পাটাতনে আমাদের একটা পার্টি দিলে হয় না? ওরা সব থাকবে, আরও সব চাংএর অনেকে

প্রণতি—তা বেশ

আলাপে আলাপে বন্ধু দুই জন পার দিয়া হাটা-পায় চলিলেন সোতের টানে পাটাতন তখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সাহেব মেমদের ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় একটা জগন্নাথের রথ, তার উজান ভাটি নাই সোমেশ্বরীতে সাহেব বিবির রথ ভাটায় গিয়াছে ভাল; উজানে পাহাড়িয়া গারোর পাহাড়িয়া বল পরাস্ত হইয়া যাইতেছে ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি একটা হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে, বেঞ্জোর সুর, মেমদের সরু গলা, সাহেবদের মোটা তানে নৈশ আকাশ, পাহাড়ে পর্ব্বতে তখন যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল

---

## ( ৬ )

বর্ষা গিয়াছে, শরৎ গিয়াছে; এখন শীত নগেন্দ্র কি এক মন্ত্র জানিত! নারোজী এখন তাঁদের স্কুলে পড়ে—"ঐ পাহাড়ের নেঙটা মেয়ে।" মেয়েটীকে সংবৃত করিবার তো কোন উপায় দেখা যায় না স্বভাবের শিশু—ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, আসে, বসে, পড়ে কি তার

মেধা কি তাব বুদ্ধি অন্যে দশ দিনে যা পাবে না, দুদিনে নারোজী তা শিখিয়া ফেলে। এমন ছাত্রীব প্রতি শিক্ষকের স্নেহ ঠেকায় কে ?

সকাল বেলা ছাগল লইয়া নারোজী পাঠশালায় আসে; ছাগল ওদিকে ঘাস খায়, নারোজী লেখে, পড়ে। দু'পর না হইতে সে ছাগল লইয়া বাড়ী যায় আবার বিকালে ঐরূপ আসে ও যায় ফিশাও সঙ্গে আসে, সঙ্গে যায় লেখা পড়ায় সে কিন্তু অনেক পেছনে

বিবিও বাঙ্গালীর সঙ্গে থাকিতে থাকিতে বাঙ্গালী হয় নারোজী তো গারো। ধীরে ধীরে তাহাকে বাঙ্গালীব চাল চলতিতে পাইয়া বসিতে লাগিল। কিন্তু সে তো কোন বাঙ্গালীর ঝি বউ দেখে নাই। নগেন্দ্রের সঙ্গে কতকগুলি ফটো ছিল অনেক পুরুষের, অনেক মেয়েদের নারোজী সে সব দেখিয়াছে মেয়েদের ফটো অনেক বার শাড়ী বা তাহাকে দেয় কে, পরেই বা সে কিরূপে ? ও বাঙ্গলায় বা বাঙ্গলার আশে পাশে কোথাও শাড়ী নাই ওর মা বাপ পাছে কিছু বলে। পাইরদার ধুতি শাড়ীর মতন নারোজীকে পরিতে দিতে, কি নগেন্দ্র, কি প্রণতির সাহসে কুলাইল না।

শীত তখন যায় যায় যাইবার কালে শেষ জানানি জানাইয়া যাইতে লাগিল। হাড় ভাঙ্গা শীত এ দিকে ঐ শীতে ম্যালেরিয়া উপস্থিত এ চাংএ, ও চাংএ অনেক গারো মরিতে লাগিল চিকিৎসা পত্র কিছু নাই গারো মাদল বাজায়, শেওড়া গাছে পূজা দেয়, আর মরে

থোমাকে ঐ কাল রোগে ধরিল নারোজী আসিয়া কাঁদিয়া প্রণতিকে বলিল তাঁহাদের সঙ্গে হোমিওপেথী ঔষধ ছিল। সে ঔষধ থোমা খাবে না, নিশ্চয়। নগেন্দ্র একটু চিনি লইয়া উহাতে ঔষধ ঢালিল; ঐ চিনি শেওড়া গাছের তলে রাখিয়া আসিয়া নারোজীকে বলিল, 'ঐ চিনি, যা, তোর বাপকে খাইয়ে দে "

ঔষধ খাইয়া খাইয়া গারোর নাড়ী ঔষধ খোর হইয়া যায় নাই যাই খাইয়ে দেওয়া, অমনি উপকার ঔষধ অব্যর্থ

খোমা উঠিতে না উঠিতে নমগান পড়িল ঐ ঔষধ খাইয়া নমগানও ভাল হইয়া গেল

স্বামী স্ত্রী, এই বাঙ্গালীদের হাতে প্রাণ পাইয়া জনমের তরে মেয়ে সহিত যেন দাসখৎ লিখিয়া দিল

উহাদের চাং গেল, সেখানে উঠিল ছোট্ট একখানি বাঙ্গলা নেঙটী গেল, হইল খাটো ধুতি ; কটিবাস ঘুচিল, উঠিল মোটা আধি নারোজীর পেটে এ, বি, সি, ডির বীজ একটু পড়িয়াছিল কিছুদিন হইল নগেন্দ্র নারোজীর জন্য একখানি সুন্দর শাড়ী আনাইয়া দিয়াছিল নারোজী শাড়ী ধরিল কেমন সুন্দর তার শাড়ী পরা। পরিতে পরিতে খসিয়া যায়, খসিয়া যাইতে যাইতে আবার পরে আশীর্ব্বাদের ফুল পড়ে, আবার গায় মাথায় উঠে শাড়ীপরা নারোজী—কেমন সুন্দর তারে দেখায়।

---

## ( ৭ )

সোমেশ্বরী দুইবার ভরিয়া দুইবার শুকাইয়া গেল ছাগলটা দুইবার বাচ্চা দিল। এই দুই বারের দুধ নগেনই খাইল। নারোজীর বয়স দুই বৎসর বাড়িয়া গেল এখন সে চৌদ্দ কি পনেরতে আপন মনে, আপন মতে থাকিলে সে এই দুই বৎসরে যতটা বাড়িয়াছে ততটা বাড়িত কিনা বলা যায় না বিধাতার হাতে কি একটা হাওয়ার হাতুড়ী ছিল ; তিনি সেই হাতুড়ী দিয়া মেয়েটীকে খুব তাড়াতাড়ি বড় করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন

নারোজী শাড়ী পরিত, আবার সময়ে সময়ে ফেলিয়া দিত। আবার

পরিত, আবাব ফেলিত। ভাই বেরাদর, বোন্ বউদের মধ্যে শাড়ী তার ভাল লাগিত না, বাঙ্গালীর কাছে আসিলে তার শাড়ীতে মন যাইত। কিন্তু যে বয়সে আসিয়া নারোজী পৌঁছিয়াছে, পাহাড়েব মেয়ে, পাহাড়ের স্বভাব সংযমের মধ্যে থাকিলে, হয়ত, সে পাহাড়ের সুলভ সঙ্কোচহীনতার মধ্যেই থাকিয়া যাইত কিন্তু তিনটী বাঙ্গালীর ছয়টী চোক্ ছয়টী চোকের ছত্রিশ রকম দৃষ্টি নগেন্দ্র, প্রণতি, লালধারী অতি সাধু লোক। তথাপি তাদের ছত্রিশ রকম দৃষ্টি নারোজীর মনে পলকে পলকে সঙ্কোচ সাড়া দিতে লাগিল। তখন শাড়ী ভিন্ন আর তার গতি থাকিল না। নারোজী এখন শাড়ীই পরে

শাড়ী পরিতে তাহার যেমন বাধিয়াছিল, বই পড়িতে তাহার তেমন বাধে নাই খুব মন দিয়া দুইটী বৎসর পড়িয়াছে এবং লিখিয়াছে। মা সরস্বতী, বোধ হয়, এত শীঘ্র কোন মেয়েকে এত অধিক আশীর্ব্বাদ করেন নাই নগেন্দ্রের স্নেহ ঐ আশীর্ব্বাদ আরও এগিয়ে দিত

জ্যৈষ্ঠ মাস, বড় গরম সন্ধ্যা, তবু গরম থামে নাই। চাঁদ উঠিতেছে, বাতাস বহিতেছে, বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, তবুও ঠাণ্ডা নয় পাহাড়ের গরম, গরম বলিতেও গরম নয় চাঁদ ঠাণ্ডা, বাতাস ঠাণ্ডা, সোমেশ্বরীর ফটিকের মতন জল ঠাণ্ডা। তিনে মিলিয়া এখন বেশ্ ঠাণ্ডা।

দুইখানি পাথর আসিয়া সোমেশ্বরীর মধ্যে পড়িয়াছে বর্ষায় ডুবিয়া যায়, এখন জলমাত্র ছুঁইয়া আছে মধ্যে বেশ্ একটু ফাঁক ফাঁকে ঘাস জন্মিয়াছে ঐ ঘাসের উপর পাথরের কোলে আরও ঠাণ্ডা। চাঁদের আলোতে, হাল্কা বাতাসে, স্রোতের কাছে ঘাসের উপর বসিয়া নারোজী ও সিংবং। সিংবং সুগঠিত যুবক, গারো। তাদের মধ্যে যে আলাপ হইতেছিল তার বাঙ্গলা এই ঃ—

সিংবং শাড়ীটা খুলে ফেল্‌রে নারোজী

নাবোজী। খুলবো কি করিয়া ?

সিংবং এই যে চোপড়

নাবোজী মন্ত্র মুগ্ধের মতন চকিতে শাড়ী খুলিয়া চোপড় পড়িল উভয়েই গারো।

নারোজী শাড়ী খানিতে ম্যাচের আগুন ধরাইয়া দিল

নদীর জলে আগুনের ছায়া ধক্ ধক্ করিতেছে, পাথরের গায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে দুইটী পাহাড়িয়া প্রাণীকে পাহাড়ের যোগাই দেখাইতেছে

শাড়ী জ্বলিয়া গেল ; নাবোজী কিছুই বলিল না

সিংবং আর শাড়ী পরিস্ নারে নাবোজী, আর নবাব কাছে যাইস না রে নাবোজী।

নাবোজী কেন্, গেলে কি হয় ?

সিংবং নবাব চোকে জোনাক জ্বলে রে. ওর শোয়াসে বোড়া সাপের টান, তোরে টানবো রে টানবো তোরে কুজ্ঞান কইরা লইয়া যাবো রে নারোজী !

নারোজী সে বাঙ্গালী, আমি গারো ; আমারে দিয়া তার কি কাম ?

সিংবং কাম আছে রে আছে তুই যাইস্ না আর নবাব কাছে.

নারোজী লেখা পড়া শিখাবে কে ?

সিংবং কেউ শিখাবে না শিখিয়া কাম নাই

নাবোজী। আমি যাবো, আমি শিখ্‌বো

এত ঠাণ্ডায়ও সিংবং গরম হইয়া উঠিল

নাবোজী একটু ঘনাইয়া আসিয়া বলিল—সিংবং, শোন্, একটা গান গাই

শিমুল ফুলের মধু নয়,
দোরোণ ফুলে মধু
এক রতি বইলা হেলা,
কইবো না রে বঁধু
সোমেশ্বরীর বালু না রে,
খালে বিলের কেদা।
তোর পায়ে লইগা আমি,
হইয়া থাকমু মেদা। *

সিংবং গানে আরও গরম।

সিংবং। তোর গলার মধ্যে বাঙ্গালী ঢুক্‌চে।

*নারোজী সিংবংএর গায়ে তার হাত খানি তুলিয়া দিল সিংবং জল*

নারোজী সুযোগ খুঁজিতেছিল। সিংবংএর কোমরে একখানি গারো দা ছিল; পলকে নারোজী তা খুলিয়া লইয়া মধ্য-নদীতে উড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

সিংবং উঠিয়া দাঁড়াইল, সাপের মতন ফোঁপাইতে লাগিল।

বলচু বিবালো বিজ্জি মংজা,
দোরণ বিবালো বিজ্জি।
ছুরানে মানা,
মিছিয়া নামনেকা
সেমসাংনে আংছে অংজা,
ছিদেক্‌নে ছামিবেক
নাংনি মাহকো আজ্ঞা,
মাবাকে মংনোয়া।

নাবোজী দুটা মিঠা কথার ধুলা পড়িয়া গর্জ্জন থামাইয়া দিয়া বলিল, ভাবিয়া লাভ কি, আর দুই বছর অপেক্ষা কর্ সিংবং

সিংবং দুই বছর, ঠিক দুই বছর, নাবোজী, ঠিক্ দুই বছর

নাবোজী। ঠিক্ দুই বছর

তখন চাঁদ অনেক উপরে উঠিয়াছে। দুইজনে আপন আপন ঘরে চলিয়া গেল

---

( ৮ )

নগেনের উপর সিংবংএর জাতক্রোধ সে গাবো দা কোন্ সুযোগে নগেনের গলায় বসাইয়া দেয় তাহার ঠিক নাই কিন্তু সে তা দেয় নাই। সিংবং তিনটা বাঙ্গালীকে তিনটা ষণ্ডের মতন দেখে, আর ভাবে, নাবোজী দুই বছর অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে

নারোজী ঠিক করিয়াছে, সিংবংকে সে হাতের মুঠায় ময়দার মতন রাখিয়া দিবে সেইরূপেই রাখিয়াছে নারোজী বলিয়াছে, সে সিংবংকে লেখা পড়া শিখাইবে সিংবং তার কাছে লেখা পড়া শিখিতেছে। সিংবং চরায় মহিষ, মহিষের কত বাচ্চার সিং বাহির হইয়া গেল সিংবং পড়ে বই, কিন্তু বিদ্যার তার একটী অঙ্কুরও গজাইল না তবু সিংবং নারোজীর কাছে পড়ে

নাবোজী নগেন্দ্রকে, নগেন্ দা বলিয়া ডাকে নগেন্দ্রের বাঙ্গলায় এলবাম্ আছে; এলবামে কত ফটো! স্ত্রীলোক এবং পুরুষের নারোজী ইনি কে, তিনি কে, জানিয়া লয় গাবো মেয়েদেরও ছবি আছে। নারোজী এদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়েদের ছবি মিলাইয়া দেখে। আর একই বয়সের একটী সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখিয়া নারোজী জিজ্ঞাসা

করিল, "নগেন দা, এ কার ফটো?" নগেন্দ্র "ঐ একজনের ছবি" বলিয়া কথাটা চাপিয়া দিল, বাঁশীতে একটা গান ধরিল। প্রণতি আসিয়া খঞ্জরী বাজাইল; নারোজীর আনন্দের সীমা থাকিল না।

নগেন্দ্র একদিন নদীর ধারে গান করিতেছিল—অনেক রাত্রে। নারোজী পরদিন আসিয়া শুনিল, নগেন্দ্র গান গাইতে নদীর ধারে গিয়াছিল। সে মুখে কিছু বলিল না, এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিল, "নদীর ধারে এত রাতে গান গাইতে যান! নদীর ধারে কে আছে, কা'কে গান শুনান? আমার দাদা আপনি, বন্ধু আপনি। এই দুটার মধ্যে কোন্‌টা আপনি, বলুন তো?"

একদিন প্রণতি ও নগেন্দ্র, নারোজী এবং আরও কয়েকজন লইয়া রংরাম ঝরণা দেখিবার জন্য যাত্রা করিল। সিংবংও তাহাদের সঙ্গে। ঝরণাটী সিজু হইতে প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে। চড়াই উৎরাই জন্য প্রায় তিন ঘণ্টার পথ।

গজারী গাছের সারি উঁচু টিলায় দুর্ভেদ্য দুর্গের মতন দাঁড়াইয়া আছে। ঐ ওদিকে ঢালু জমিতে কাপাসের ফুল লক্ষ লক্ষ। পাখী কত! হরিণ কত। পাখী গাহিতে গাহিতে উড়িয়া যাইতেছে; হরিণের দল মানুষের গন্ধ পাইয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে।

নারোজী যাইতেছে তার দাদার সঙ্গে, তার বন্ধুর সঙ্গে। সিংবং যাইতেছে দু'বছর পরের তার সঙ্গিনীর সঙ্গে।

ঝরণায় পৌঁছিতে বেলা ৩টা হইয়া গেল। সেখানে আহার, বিহার বিশ্রাম করিবার পর এখন ফিরিবার পথে—পথ নূতন।

ক্ষুদ্র একটী সোতার উপর বাঁশের পোল। উপরে বাঁধা একটা বাঁশ ধরিয়া পার হইতে হয়। নারোজী ভয়ে বাঁশে পা দিতে পারিতেছে না। যাতে না নড়ে সিংবং এম্নি ভাবে বাঁশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া। নারোজী

নগেন্দ্রের হাত-ধরা ; বাঁশ দুলিতেছে, তারা দু'জনে হাত ধরাধরি করিয়া পা টিপিয়া চলিয়াছে এ কি স্পর্শ! যে স্পর্শে নারী জন্ম সার্থক হয় এ কি আশ্রয়! যে আশ্রয়ে লতিকা দাঁড়ায় ও বাহিয়া যায় এ কি উত্তাপ! যে উত্তাপে পদ্ম ফুটিয়া উঠে এ তো ভাই নয়, এ তো বন্ধু নয়, এ যেন আর কি, আর কে .

নারোজী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িতে না পড়িতে নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া ওপারে পার হইয়া গেল সিংবং ভাবিতে লাগিল সে কেন নারোজীকে হাত ধরিয়া পার করিল না কিন্তু একটী বিশ্বাসে তার মন নীচে উপরে বাঁশের মতনই দুলিতে লাগিল—নারোজী পাহাড়িয়া গারো নয়—বাঙ্গালী

নারোজী, নগেন্দ্র, সিংবং তিন জনে যে মনটী লইয়া রংরাম ঝরণা দেখিতে গিয়াছিল সে মনটী লইয়া আর ফিরিতে পারিল না বাঁশের পোলে তিন জনকেই ভারি একটা ঝাঁকুনী দিয়া দিয়াছে

---

## ( ৯ )

নারোজী গত সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া যখন আলোকে আঁধারে গা ঢাকিয়া নগেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া যায় তখন নগেন্দ্র ভাবিল—এ কি হইল, সে তো সে নয়। নগেন্দ্র, নারোজীর চলা-পথে দুই চার বার যাওয়া আসা করিল কে যেন তার মনের দুয়ারে জরুরী একটা তার দিয়া গেল—আহা, ঐ আলোক ■ আঁধার—যা দুফাঁক করিয়া নারোজী চলিয়া গেল—ঐ আলোক আঁধার কেন গঞ্জীর মতন তার গায় লাগিয়া থাকিল না! নগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল তিন বার ভগবানের নাম জপ করিল—বলিল প্রভো, স্নেহের ঠাণ্ডা জলটুকুন শুষিয়া লইয়া প্রেমের আগুন জ্বালাইও না, পুড়াইও না প্রভো!

পর দিন প্রাতে নারোজী যখন পড়িতে আসিল, তখন সে নগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া আর আগের মতন কথা কহিতে পারিতেছে না। নগেন্দ্র—নাম জপে কত কুলায়—সে ও পারিতেছে না।

প্রাতে পড়া এক রত্তিও হইল না। টেবিলের উপর যে এলবাম খানি ছিল, নারোজী উহার পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"ন—দা—এই বউটীর ফটো খানা আমায় দেও না।"

নগেন্দ্র। কি হবে ও-বউ দিয়ে তোর?

নারোজী। হবে আর কি, তোমার এখানে থাকে, না হয় আমার ওখানে থাক্‌বে। বলিতে বলিতে নারোজী ফটো খানি খুলিয়া মাথার দিক্ পায়ের দিকে বসাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

গারো মেয়ে, বউর ফটো সে আদায় না করিয়া ছাড়িল না। কেবল তা নয়, নগেন্দ্রের এক খানি অতি সুন্দর ফটো ছিল—কেবিনেট সাইজ, তাহাও লইয়া গেল।

---

## ( ১০ )

সোমেশ্বরী। ডুবাই?

ঝড়। ডুবাও।

ঝড়। ভাঙ্গি?

সোমেশ্বরী। ভাঙ্গ।

সত্যি ঐ এক রাত্রিতে ঝড় মহাবেগে সোমেশ্বরীকে ভয়াল ভীমা প্রলয়ঙ্করী করিয়া তুলিল; সোমেশ্বরী মহা তাণ্ডবে উছলিয়া উঠিল। ভাঙ্গিল গাছ, ভাঙ্গিল ঘর, ডুবিল বাগান, ভাসিল বাঙ্গলা।

নগেন্দ্র প্রভৃতি, লালধারী খোমার বাঙ্গলায় যাইয়া আশ্রয় লইল।

একটা শাল বনের আড়ালে বলিয়া সে দিকে ঝড় তেমন জোড়ে বয় নাই, অনেকটা উঁচুতে বলিয়া সোমেশ্বরী তারে পায় নাই

নগেন্দ্র ভাবিল ঝড় না লক্ষ্মী, নাবোজী ভাবিল বন্যা নয় কত কালের পুরাণো বঁধু

প্রণতির ডায়রীতে ঐ ঝড়ের বেলাটার বর্ণনা যা লেখা আছে তা এই :—

"পশ্চিম আকাশ জুড়িয়া কাক ডিমের মত কালো মেঘ সাজিয়াছে পাহাড়ে আকাশে এক আকার ঠাকুর, কি তোমার নব ঘন রূপ .

পলকে পলকে বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে ; দেব, এ কি তোমার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চাহনি ঝড়ের তাড়নায় মেঘ ধুনিয়া বুনিয়া মহাবেগে উড়িয়া আসিতেছে মহাদেব, এ কি তোমার রুদ্র ভৈরব দ্রুত পদক্ষেপ ! ও গো কি তোমার প্রকট রূপ ! ঐ প্রকট রূপে ভেঙ্গে দেও আজ, সব ভেঙ্গে দেও ভাঙ্গিয়া তুমি যেমন সুন্দর, গড়িয়া বুঝিবা তুমি তেমন সুন্দর নও "

বাঞ্ছাকল্পতরু, প্রণতির বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়াছেন , নগেন্দ্রের জন্য যে আর এক নন্দন কানন সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, প্রণতি সে সম্বন্ধে ডায়রীতে কিছু লেখে নাই তার পর পৃষ্ঠা সাদা পরের তারিখে অন্য কথা .

পঞ্চম তারিখের ডায়রীতে লেখা—প্রাতে নগেন্দ্র, ও আমি, খোমা নমগান ও নাবোজীর নিকট বিদায় লইয়া ময়মনসিংহ যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম

পাঁচ দিনে নগেন্দ্রের নন্দনকানন ভাঙ্গিয়া গেল সিজু হইতে চলিয়া আসিবার দিন প্রণতি বলিয়াছিল 'মিসন ঘর যখন নাই, তখন

কিছুদিন হেড কোয়ার্টার ময়মনসিংহে যাইয়া থাকা যাউক, লালধারী থাকুক, ঘর দুয়ার আবার ঠিক করুক্।”

নগেন্দ্র আপত্তি করিতে পারে নাই, আপত্তি করেও নাই। তার চিত্ত লইয়া সে মহা প্রমাদ গণিতেছে, দূরে যাইয়া যদি দম লইয়া বাঁচিতে পারে।

বিদায়ের দিন নারোজী দেখিল, ঝড় যেন তখনও বহিতেছে। সোমেশ্বরী যেন তখনও পার ভাঙ্গিতেছে ঝড় কতকাল বহিবে, নদী কতকাল ভাঙ্গিবে কে জানে।

---

## ( ১১ )

ময়মনসিংহ আসিয়া নগেন্দ্র এক দিন তাহার এলবাম্ দেখিতেছিল। নগেন্দ্র নারোজীর ফটো তুলিয়াছিল ঐ ফটো এলবামে ছিল। ফটোখানি সে খুলিয়া লইল, দেখিল উহার পীঠে ছোট্ট দুই টুকরা কাগজে লেখা :—

আঙ্গা নাংনি নথল।
নায়া আংনে সেকবা *

নগেন্দ্র ছত্র দুইটী পড়িয়া দিশাহারা হইয়া গেল। নারোজী কেন তাহাতে প্রাণ সঁপিয়া দিল, যে বাসনা পুরিবার নয় সে বাসনা কেন সে মনে পুষিল। ইহার প্রতিকারের তো কোন পথ নাই।

যদি তার স্ত্রী না থাকিত সম্ভবতঃ নারোজীকে সে বিবাহ করিত।

* আমি আপনার দাসী।
তুমি আমার স্বামী

যদি সে হিন্দু হইতে পারিত তবেও তুই স্ত্রীতে বাধা ছিল না মুসলমান হইলেও নারোজীকে লইতে পারিত। ইহার কোনটাই সম্ভবপর নয়। এ পাহাড়ের পতঙ্গ তবে পুড়িয়া মরিবার জন্যই হইয়াছে—সারা জীবনই পুড়িবে এ আগুন তো নগেন্দ্র নিজে জ্বালাইয়াছে এজন্য তার উপেক্ষিত জাতির মিসন দায়ী, নারোজীকে শিক্ষিতা করিবার জন্য তার দুরন্ত যত্ন দায়ী।

নগেন্দ্রের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল কোথাও তাহার শান্তি নাই নদীতে স্নান করে—ব্রহ্মপুত্রে যেন গলিত লোহার তপ্ত তরল স্রোত এভিনিউ রোডে হাটে, মনে হয়, ঘন গাছ গুলিতে ঢাকা রাক্ষসী সুরঙ্গটা যেন এখনই তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে নদীর তীরে নিরালা কোন বেঞ্চে যাইয়া বসে; কোথা হইতে অতর্কিতে কে একজন অপরিচিত আসিয়া সঙ্গ লয়। সঙ্গ তার ভাল লাগে না, সে অমনি উঠিয়া যায়। কখনও শ্মশানে—সেখানে বৈরাগ্য অপেক্ষা বিভৎসের উপদ্রব বেশী—আশ্রয় ঘর খানির দেয়ালগুলি কুৎসিত কথা ও কবিতার চিত্রপট হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশান হইতে বাসায়—বাসায় আসিয়াও তিলার্দ্ধ নিশ্চিন্তে তিষ্ঠিতে পারে না।

এই অবস্থায় একদিন একখানি পত্র আসিল পত্র নারোজীর প্রিয় নগেন দা, কি শ্রীচরণেষু কিম্বা অন্য কোন সম্বোধন নাই। এই ছাপার আখরে পাহাড়িয়া মেয়েব হাতের লেখার সে ছাঁদ দিতে পারিব না, কিন্তু ভাষা এই লিখিয়াছে :—

"যাইয়া একটু সংবাদও দিলেন না এত দিন গেল। আমি তো না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি যদি আপনাকে অন্তরেব সহিত ভাল না বাসি তবে কেনই বা আপনার কাছে পত্র লিখিতেছি। আমি যদি আপনাকে ভাল না বাসি তবে ঈশ্বর সাক্ষী। আমার এক

প্রতিজ্ঞা। আপনি যদি সে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য না করেন ঈশ্বর গ্রাহ্য করিবেন।

আমি যার জন্য পাগল হই, সে তো জানে না, ঈশ্বর তুমি জান। আমার প্রাণের পাখী কোথায় উড়ে গেল, কোন্ গাছের শাখায়? সে গাছের নাম কি? পাখীর গান কি রকম? এই পাখীর গান শুনিতে বড় ভাল লাগে।

হে প্রাণের পাখী আবার উড়ে এস কেন আমাকে এত কষ্ট দেও সে পাখীকে আমি বড় ভালবাসি। প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। দিন রাত্রে সব সময় মনে হয়, একবারও ভুলি না।

হাতের লেখা দেখিয়া নাম জানিতে পারিবেন।"

নগেন্দ্র পত্রের উত্তর দিল না। এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। নারোজীর দীর্ঘ নিশ্বাস আর একখানি পত্রে পুরিয়া আবার আসিয়া পৌঁছিল। –

"আপনি আমার সুখের সাথী দুঃখের সাথী আমার প্রাণের সখাকে ছেড়ে কোথায় যাব? আর অন্যকে চাই না যদিও আমার প্রাণ যায় তবুও না। আপনি যদি সমাজ হইতে বাহির হইয়া না আসেন তবে আমার উপায় কি হবে? পাপ হইলেও পুণ্য হইলেও আপনার কাছে যাব

আপনি আমার নাম রাখিয়াছিলেন বনফুল। এ ফুল আপনার বাগানের ফুল সে বাগানের মালী আপনি সে ফুলের মালা আপনার গলায়ই দিব

ঈশ্বর যদি দেন গো পাখা।
উড়িয়া গিয়া করতাম গো দেখা।
আমি বড় ভালবাসি সেই মধুর হাসি যাতে জুড়ায় জীবন।

আপনি কি সত্যই আব আসিবেন না আচ্ছা তাও মনে থাকিয়া যাইবে সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা হয়। দেখিলেও তো দেখিয়াছি, মনের সাধ মিটে না।

এ জীবনে তবে বুঝি আমার আর আশা নাই; আমার চেয়ে কত রূপী গুণী দেবী পুষ্পময়ী মেয়েরা আছে, তাহাদেরে দেখিলে আপনি ওম্নি ভুলিবেন। সে সময় আমি আর আপনাব থাকবো না, তারাই আপনার সব হবে। আমি আব কি, আমার তো কোন রূপও নাই, গুণও নাই, আমি দেবীও না, পুষ্পময়ীও না, মুক্তিদেবীও না

আমি আপনার জন্য প্রাণ দিব। যদি গলায় ছুরিও বসাই তবু আপনার জন্য প্রাণ দিব। আমার মা নাই, বাপ নাই, আপনি বিনা কেউ নাই।

আপনার

বনফুল

নগেন্দ্র কয়েকদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্র দিল, কয়েক ছত্রে

স্নেহেব বোন,

তোমার দুই পত্রই পাইয়াছি। মন শান্ত কর, সিংবংকে বিবাহ করিয়া সুখী হও আমি কবে যাইব, যাইব কি না, ভগবান জানেন

শুভার্থী তোমার দাদা

শ্রীনগেন্দ্র।

এক সপ্তাহ পরে বনফুলেব আর এক পত্র আসিল :—

স্বামী,

সত্যই কি আর আসিবে না। আচ্ছা তাও মনে থাকিয়া যাইবে। প্রতিদিন কতবার যাইয়া যাইয়া দেখি, ঘর দোর সে সব ঠিক

করিতেছে। ভাবি—সব তো ঠিক হইয়া গেল। আজিই হয়ত আসিবে। হায় তবে কি আর আসিবে না। আচ্ছা এখানে না হলে সেখানে দেখা হবে

পায়ে ধরি, বিবাহের কথা আর লিখিও না। আমার বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি তো সে মেয়ে নই। আমি যাকে প্রাণ মন দিয়াছি, এ প্রাণ তাকে ভিন্ন অন্তকে দিব না। কখনই দিব না আমার প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর দেখিয়াছেন। আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি তোমার জন্ম প্রাণ দিব।

তোমার

বনফুল

বনফুলের ভাব এত সাধের বনফুলের পরিণাম ভাবিয়া নগেন্দ্র পাগলের মতন হইয়া উঠিল। একবার ভাবে, কেন, সে তো আমাকে ভাইর মতন দেখিতে পারে। আবার ভাবে তাও কি হয়? চিরদিন বন্ধু বলিয়া ভাবিতে পারে। আবার ভাবে, মাছ জলে ডুব দিয়াছে, মাছ কি কখনও ডানা ধরিয়া গাছে বসিতে পারে যা হবার নয়, হয় না, হবে না। নগেন্দ্রের সমস্ত চিন্তাই বিধবার ন্যায় নিরাশ্রয়, বন্ধ্যার ন্যায় নিষ্ফল

তবে কি নগেন্দ্র আবার সিজুতে যাইবে? বনফুলের বড় আগ্রহ সে যায় কিন্তু নিজের চিত্ত যদি সে সামাল দিতে না পারে। একবার ভাবিল, যাইয়া তাহাকে লইয়া আসা যাউক কলিকাতায় কোন ভাল লোকদের হাতে দিলে তাহারা তাহার একটা গতি করিবে দিয়াছে সে মন আমার প্রতি; এমনও তো হয়—বোঁটা ছিড়িয়া তুলিলেও কুঁড়ি বেশ ফোটে বনফুল মনের মতন কাহাকেও বিবাহ করিয়া সুখী হইতে

পারিবে। অনেক ভাবিয়াও নগেন্দ্র কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিল না। তার সিজু যাওয়া হইল না।

প্রণতি সব বুঝে। সে দেখিল—চিনির পাত্রে পিপ্‌ড়া উঠিলে ঝাড়িয়া উহা অন্য স্থানে রাখাই নিরাপদ। প্রণতির মত—নগেন্দ্র এখন সিজু হইতে দূরে থাকুক্।

---

( ১২ )

নাবোজী প্রতিদিন যাইয়া দেখিত, মিশন ঘর পুনরায় উঠিল কিনা। আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে একদিন যাইয়া দেখিল,—মিসন ঘর প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে—ঠিক তেমনটাই হইয়াছে। কেবল জল ঝড়ের বেগে যে সকল ফুলের গাছ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাদের স্থান পূর্ণ হয় নাই। বাগানের আর সে শোভা নাই। লালধারী সংবাদ দিল, বাবুরা আজ কালই আসিবেন।

পরদিন নাবোজী যাইয়াই দেখিল, উঠানে প্রণতি দাঁড়াইয়া আছেন। নাবোজী অর্দ্ধেক বাঙ্গালী অর্দ্ধেক পাহাড়িয়া মেয়ের মতন প্রণতিকে প্রণাম করিল। নগেন্দ্রকে কোথাও দেখিতে পাইল না। বারান্দায় দুইটী ট্রাঙ্ক তখনও রহিয়াছে। নাবোজী মনে করিল—নগেন্দ্র অবশ্যই আসিয়াছে। তাহাকে অবাক্ করিবার জন্য হয়ত কোন্ আড়ালে লুকাইয়া আছে। সে প্রণতিকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছে না—নগেন্দ্র আসিয়াছে কিনা। অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, নগেন্দ্রকে দেখা গেল না। নাবোজীর কলিজাটাকে কিসে যেন চাপিয়া ধরিল। সে বারান্দায় উঠিয়াছিল, বসিয়া পড়িল।

এই সময়ে প্রণতি তাহাকে একখানি পত্র দিল। পত্র সেখানে সে

খুলিল না, খুলিতে পারিল না হাতে যেন বল নাই, চোখে যেন দৃষ্টি নাই শিরোনাম পড়িতে পারিল না সে ধীরে ধীরে পত্রখানি হাতের মুঠায় করিয়া ধীরে ধীরে নদীর ধারে চলিয়া গেল

সূর্য্য অস্ত যায় যায় নারোজী সেই স্থানে, যে স্থানে সিংবংএর সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছিল—যে স্থানে সিংবং নরেন্দ্রের দেওয়া শাড়ী পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল। নারোজী ঐ স্থানে বসিয়া পত্রখানি পড়িল পত্র অতি ছোট নগেন্দ্র তাহাকে শান্ত হইতে লিখিয়াছে, প্রণতির নিকট যাইয়া পড়িতে মিষ্ট কথায় উপদেশ দিয়াছে

নগেন্দ্রের পত্র একদিকে তাহার ভাল লাগিল, আর একদিকে তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল সে পত্রখানি বাঁ হাতের মুঠা হইতে বাহির করিয়া কখনও বুকে কখনও মুখে কখনও ঠোঁটে ছোঁয়াইতে লাগিল

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে নারোজী ভাবিতে লাগিল—সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—আবার উঠিবে, তার জন্য যেন আর উঠিবে না। রাখাল সব ঘরে গিয়াছে, আবার তাহারা গরু চরাইতে আসিবে, সে যেন তা আর দেখিবে না। পাখী সব চলিয়া গিয়াছে, আবার আসিবে, সে যেন আর তাদের গান শুনিবে না নারোজীর কাছে যেন 'আবার' শব্দটী অনন্তের অভিধান হইতে মুছিয়া গিয়াছে সে আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, ঘরে চলিয়া গেল

রাত্রি গেল, ভোর হইল, সূর্য্য উঠিল, রাখাল গরু লইয়া মাঠে গেল, পাখী সব গাইতে লাগিল প্রণতি ময়মনসিংহ হইতে সিজু যাইবার পর নগেন্দ্রের মন অতি অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল সে সঙ্কল্প করিল নারোজীকে সে নিজে যাইয়া লইয়া আসিবে, কলিকাতায় কাহারও নিকট রাখিয়া দিবে ঐ পরদিন—নারোজীর ঐ পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে

সঙ্গে, রাখাল বালকদের মাঠে আসিবাব সঙ্গে সঙ্গে, পাখীদের প্রভাতি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্র সিজুতে উপস্থিত। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল "প্রণতি দা" প্রণতি নগেন্দ্রেব এক ডাকেই জাগিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল—"এই না আসবে না, এসে পড়্‌লে যে"

নগেন্দ্র এসে তো পড়্‌লাম, মিসন ঘর তো বেশ্‌ মেরামত হয়ে গেছে, ছেলে মেয়ে গুলো সব ভাল তো, পড়্‌তে সুরু করেছে তো ?

প্রণতি। নাবোজীরা সব ভালই আছে। তোমাব পত্র তাকে দিয়াছি

এই সময়ে লালধাবী তার কামরাব দুয়াব খুলিয়া আসিয়া নগেন্দ্রকে সম্মান জানাইল।

শরতের প্রভাত আকাশ অতি পরিষ্কার, বাতাস অতি মিষ্ট, সূর্য্যদেব গায় লাল চন্দন মাখিয়া উঠিতেছেন ; দূর হইতে শুনা যাইতেছে —"বাবুজি, "বাবুজি" দূরে দেখা যাইতেছে—খোমা দৌড়িয়া আসিতেছে তার পেছনে নমগান, তার পেছনে স্ত্রী, পুরুষ, বালক আরও অনেক জন

সকলের বিষাদ, বিলাপ ও আর্ত্তনাদে আশ্বিনের এমন সুন্দর প্রভাতের সুন্দর মুখে যেন কালী ঢালিয়া পড়িয়াছে।

প্রণতি ব্যাপাব কি, কি হয়েছে ?

খোমা রাত্রি আধ প্রহর আছে, দুয়াব খুলিবার শব্দ শুন্‌লাম, মনে কর্‌ল'ম—ন'রে'জী ব'হিরে য'ইতেছে ব'হিরেই গি'য়'ছে অ'ধ ঘড়ী যায়, এক ঘড়ী যায়, সে আর ঘরে আসিল না, আমার নারোজী আমি বাহির হইলাম, নমগান বাহির হইল, কোথাও নারোজী নাই। লণ্ঠন লইয়া তল্লাস, নারোজী কোথাও নাই ডাকিলাম আর সকলকে ; সকলে তল্লাস, কোন বাড়ী, কোন ঘরে, কোন ঝোড়ে

জঙ্গলে নারোজী নাই নারোজী—আমার। নারোজী, তবে, বাবুজি, এখানে।

প্রণতি। নারোজী তো এখানে আসে নাই কাল বিকালে একবার আসিয়াছিল

নগেন্দ্র তবে না-রো-জী খোজ, খোজ কোথায় নারোজী।

একজন আসিয়া সংবাদ দিল সোমেশ্বরীর পারে নারোজীর শাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে।

ছুটিল নগেন্দ্র সোমেশ্বরীর সেই দিকে—হাঁ সেই শাড়ী, নগেন্দ্র যে শাড়ী জোড়া দিয়াছিল তার একখানি। শাড়ীখানির প্রত্যেক সুতা যেন কার অবহেলা, কার তাচ্ছিল্যের সাক্ষী দিবার জন্য আলু থালু হইয়া পড়িয়া আছে কাদার উপর চলন্ত দু'পায়ের দাগ আছে—নদীর দিকে যাইয়া অদৃশ্য হইয়াছে

প্রণতি সেই ছোট্ট পা দুখানি—তবে হায়!

তার মুখে আর কথা সরিল না।

নগেন্দ্রের সম্মুখে ঘুরিতেছে সব পৃথিবী—গা কাঁপিতেছে, পা পিছলিতেছে।

এই সময়ে কে দূরে ডাঙ্গা হইতে চেঁচাইয়া বলিল—"পাওয়া গেছে "

সকলে সেই দিকে ছুটিল। খোদার উঠানে উপস্থিত

বৃন্ত হইতে সদ্যঃছিন্ন ফুল্ল কুসুমের ন্যায়,—ইষ্ট পূজার পোষাকে স্নাত শুদ্ধ সেবিকার ন্যায় নারোজী—নারোজী—উঠানে শয়ান। চুলে জল, কাপড়খানি—গারো মেয়ের যেমন থাকে—কাপড়খানি ভিজিয়া উরুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বুকে একখানি কাপড়—পেচাইয়া বাঁধা। নারোজী জলে ঝাঁপ দিয়াছিল—সোমেশ্বরীর স্রোত, কোথায় তাহাকে লইয়া

চলিয়াছিল, নদীতে পড়া একটা গাছের ডালে বাধিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় পাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনা হইয়াছে মুখখানি তেমনি প্রসন্ন, ওষ্ঠ সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমনি ভাব—কি যেন বলিতে চাহিতেছে

প্রণতি প্রতীক্ষা করিতেছিল, নগেন্দ্র প্রতীক্ষা করিল না, পলকে বুকের বাঁধ খুলিয়া দিল

কাপড়ের পরতের পর পরত, তার মধ্যে এক টুকরা হরিণের ছাল, হরিণের ছালের ভিতর একখানি ফটো নারোজীর বুকে আঁটা বাঁধা ছিল, পরত খুলিতে খুলিতে বাহির হইয়া পড়িল ফটো নগেন্দ্রের একটু ভিজে নাই, একটু বিবর্ণ হয় নাই বাঁধা ছিল, আহা, বনফুলের বুকের সঙ্গে আঁটা ফটো খানির পীঠে লেখা :—নয়া আংনে সেকবা

আর সকলে নিশ্চল নগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

নারোজী গত রাত্রেই মৃত্যুর অমৃত ক্রোড়ে নিদ্রা গিয়াছিল। সে নিদ্রা অনন্ত প্রেমের রাজ্যে যাইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে নারোজী পাহাড়ের মেয়ে—বনের ফুল, অঞ্জলি পড়িবার জন্য হয়ত নগেন্দ্রের পায়ের অন্বেষণে ইহারই আশে পাশে, কোন্ বাতাসে, কোন্ লতা পাতার আড়ালে, কোন্ বনে, কোন্ পাখীর সনে, এখনও উড়িয়া বেড়াইতেছে।

---

# নবাব ফকির।

## ( ১ )

যমজ যোড়া বাড়ী দুই খানি বাড়ীই দেখিতে একই রূপ। উভয় বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনা এক। ভিতর বাড়ীর আঙ্গিনা, মাঝে একটী দেয়ালে ভিন্ন ভিন্ন দেয়ালে দুইটী দুয়ার। উভয় বাড়ীর লোক যে যাহার ইচ্ছামত একে অন্যের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে পারে

বাহিরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে দক্ষিণের দিকের বাড়ীতে থাকেন শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় সবজজ, বাম দিকের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মুনসেফ্

যোড়াবাড়ী সবজজ ও মুনসেফ্ কাছারীতে দুই জন দুই এজলাসে বসিলেও অন্যত্র থাকেন মাণিকজোড়ের মতন বৈঠক ও বেড়ান এক সঙ্গে ভিতরের আঙ্গিনায় প্রাচীরের ব্যবধান থাকিলেও গৃহিণী দু'টীর প্রাণে চুল পরিমাণেও দূরতা নাই

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই কন্যা সবিতা ও কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই পুত্র হরেন ও নরেন।

বিধাতা উভয় বন্ধুতে যোড়া মিলাইয়াছিলেন ভাল।

উভয় গৃহস্থ ব্যবহার করিতে পারেন, ভিতর বাড়ীতে এমন একটী ছোট পুকুর আছে বাঁধা ঘাট একটী পুকুরের তিন দিকে লিচু বাগান। বাগানটী কেন, সমস্ত যোড়াবাড়ী খানি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা

জ্যৈষ্ঠ মাস। কোন গাছের লিচু এখনও সবুজ, কোন গাছের লাল ছিট ধরিয়াছে, কোন গাছের লিচু থোপায় থোপায় লাল সালুর নিশাণের মতন ঝুলিয়া আছে। প্রত্যেকটী গাছ জালে ঢাকা ঢাকিলে কি হয়!

কাকে মানে না, দেখিতে না দেখিতে ঠোঁটে করিয়া লিচু লইয়া পলাই-তেছে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গাছের তলায় লিচুর আশায় আনাগোনা করে, কখনও চাহিয়া লয়—কখনও জিবের ফুস্‌লানিতে—তাদের কোন দোষ নাই—জিবের ফুস্‌লানিতে ফুস্ করিয়া দুই একটী লিচু পাড়িয়া মুখে দিতেছে লিচুর রং যত লাল ধরে, ইহাদের জিবেও লাল তত জমিতে থাকে। লোভ সংবরণ সম্বন্ধে রচনা লেখা সহজ গাছে লাল লাল লিচু ঝুলিতেছে দেখিয়া, রসনাকে সংযত করা সহজ নয়। রাত্রিতে দেয়াল টপ্‌কিয়া দুষ্ট লোকে লিচু চুরী করিতে আসে পাহারা আছে, তবু লিচু চুরী হয় রাত্রে বাদুড়ের উপদ্রব বড় বেশী জাল ও ঠক্‌ঠকীতে তাদেরে ঠেকিয়ে রাখা দায়

একটা গাছের লিচু খুব পাকিয়াছে। আজ কাছারী খোলা, স্কুল বন্ধ বেলা ২টা দুই গৃহিণী এক বিছানায় ঘুমাইয়া আছেন নরেন ও কবিতা তাদের পাশে ঘুমে হরেন ঐ লিচু গাছে, সবিতা তলায়।

হরেন, পাকা পাকা লাল লাল লিচু পাড়িতেছে, সবিতাকে দিতেছে, নিজে খাইতেছে বড় গরম, লিচুগুলি লাগিতেছে খুব মিষ্টি

হরেন আঠারোর মাথায় উঠিয়াছে, সবিতা তেরোর আগায় পা দিয়াছে। যোড়াবাড়ী, উভয়ের পাশে পাশে যোড়া, হরেনের মা লক্ষ্মীতে, সবিতার মা কমলায় প্রাণে প্রাণে যোড়া এ দুজনে মনে মনে যোড়া থাকিবে বিচিত্র কি ?

হরেন দুই থোপা লিচু লইয়া ঘাটে আসিয়া বসিল। এক থোপা তার হাতে, আর এক থোপা সবিতার হাতে উভয়ে আপন আপন থোপার লিচু ধীরে ধীরে খোসা ছাড়াইয়া খাইতেছে লিচুর খোসার ওপীঠ সিন্দুরের মতন কেমন খাসা লাল; ফলটী কেমন রসাল ও

কোমল সবিতার ওঠখানি হয়ত একটু বেশী বা কম লাল, হয়ত একটু বেশী রসাল বা একটু বেশী কোমল হরেন দুই একটা লিচু খোলা ছাড়াইয়া সবিতার মুখে দিতে লাগিল সবিতা হরেনের ওঠের দিকে তাকাইয়া ছিল কিনা এ কথা বলিতে পারি না, সেও তাহার হাতের ছাড়ান লিচু নিজের মুখে না দিয়া হরেনের মুখে দিতেছে জ্যৈষ্ঠের গরম ইহাদের কাহারও গায় লাগিতেছে না

হাতের লিচু ফুরাইয়া গেল, হরেন আবার লিচু পাড়িতে উঠিল হরেন গাছে, সবিতা তলায়।

সবিতা ডাকিল—হরেন্?

ডাকটা যেন লিচু গাছের গোড়া কাঁপাইয়া, ডাল কাঁপাইয়া, লিচুর থোপার ভিতর দিয়া, হাতের শিরা ধরিয়া হরেনের প্রাণে কেমন একটা টান মারিল। হরেন্ গাছে থাকিতে পারিল না, নামিয়া পড়িল।

সবিতা আবার ডাকিল—হরেন্ সবিতা হরেণকে কখনও কোন সম্বন্ধ পাতিয়া ডাকিত না নাম ধরিয়াই ডাকে। হরেন্ ডাকে সবিতা, শুধু সবিতা

সবিতা। হরেন্?

তিন ডাকে হরেনের উত্তর বেশ্ গুছাইয়া আসিল, সে বলিল—"হরেন্, তাতো হবার নয় "

সবিতা তবে ধরেন্।

হরেন্ সত্যি, সত্যি, সবিতা?

সবিতা। সত্যি, সেবিতা

হরেন্। সত্যি!

সবিতা আমাকে তেমন মেয়ে জেনো না, সত্যি, সত্যি সত্যি, তিন সত্যি

উভয়ে যেন কাহার মন্ত্রে যন্ত্রের মতন চলিতে লাগিল, সবিতা দুর্ব্বা দিয়ে দুইটী আঙটী তৈয়ার করিল, একটী নিজে লইল, অপরটী হরেনকে দিল কোন্ অতি গুপ্ত মন্ত্রের মোহে পড়িয়া উভয়ে আঙটী বদল করিয়া ফেলিল

হরেন্ সবিতার মাথার একগাছি চুল চাহিয়া আঙটীতে জড়াইয়া পরিল সবিতা হরেনের লালপাইড় ধুতির একটী লাল সুতা বাহির করিয়া আপন আঙটীতে জড়াইল

হরেন্ বলিল "দিনে কি হিন্দুর বিয়ে হয় ?"

সবিতা। আঁধার হইতে আলো সাক্ষী ভালো।

উভয়ে এক এক থোপা লিচু লইয়া যার যার কামরায় চলিয়া গেল

দু'মায়ের দুজনের একজনও তখন জাগেন নাই

---

## ( ২ )

সেদিন দিনে দু'পরে হিন্দুর ঘরে ঢোল সানাই, বাদ্য ভাণ্ড কিছু নাই, বিনা পুরোহিতে হরেন ও সবিতার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজটা হইয়া গেল তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিল না তাহাদের দৈনিক জীবনের আচার আচরণের কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না পরস্পর কথা বার্ত্তা তেমনি আগের মতন সরল সহজ, চাহনি তেমনি আগের মতন সহজ সরল

সবিতাকে বেহালা শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষক আছেন। সন্ধ্যায় তিনি বেহালা শিখাইয়া যান স্কুলের সময় সে স্কুলে যায় হরেণও স্কুলে পড়ে, বিকালে ফুটবল খেলে

"হরেণ" ও "ধরেণ" ডাকিয়া, "সবিতা" ও "সেবিতা" বলিয়া, কখনও কখনও সময় সুযোগ বুঝিয়া যে, দু'জনে হাস্য কৌতুক না হয় তা নয়

রামতারণ বাবু পাকা সবজজ, হরিধন বাবু পাকা মুন্সেফ এ জেলায় প্রায় লোকেরই জমা জমি টাকা পয়সা আছে—দেওয়ানী মোকদ্দমার বড় বাহুল্য বাহুল্য বলিয়াই এই দুই জন সুদক্ষ বিচারককে এই জেলার সদরে রাখা হইয়াছে

দু'টী বৎসর উভয়ের একই সহরে কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে রামতারণ বাবু রাজসাহীতে বদলি হইলেন কলিকাতা গেজেট, মাণিক-যোড়ের মর্য্যাদা রাখিল না বিদায় কালে উভয় পরিবারের প্রাণে বড় বাজিল গবর্ণমেণ্টের চাকুরী—জেলায় জেলায় এমনি ভাবে সারা কাল ঘুরিতে হয় গেজেটের মুখে মায়ার বাঁধ—নিশার স্বপন

সবিতা চৌদ্দে, হরেন আঠারোতে তারা কিন্তু স্বপ্ন ভাবিতে চাহিল না, পারিলও না সবিতা যখন রেলগাড়ীতে, গাড়ী যখন হুইসল্ দিয়া ছুটিল, তখন হরেনের যেন পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল। সবিতা যতক্ষণ সম্ভব জানালা দিয়া হরেনকে দেখিল

হরেন বাসায় ফিরিয়া দেখিল—সেই দুর্ব্বার আঙটী বাক্সের সেই স্থানেই আছে—দুপুরের সেই মধুর স্মৃতিতে পরিপূর্ণ সবিতা রাজ-সাহীতে যাইয়া প্রথমেই দেখিয়া লইল—সেই আঙটী দুর্ব্বাষ্টমীর দুর্ব্বার ন্যায় নিত্য

---

## ( ৩ )

কলিকাতার এক মেয়ে স্কুলে স্নানের ঘণ্টা পড়িয়াছে। প্রতি-স্নানের ঘরে ক'জন স্নান করিবে, কত সময় মধ্যে প্রত্যেকের স্নান শেষ করিতে হইবে, সব ঠিক আছে

স্নানের ঘরের চারিদিক বেল বকুল, যুঁই জাতি, গোলাপ গন্ধরাজ,

নিরোলা নাগেশ্বর এবং নাইটকুইন ইত্যাদি সাবানের গন্ধে ভরপুর গন্ধে অন্ধ দুই চারটা আলও এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

সুশীলা স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া হাত নাড়িয়া নাক কুঁচিয়া বলিল "দিদি, বাসি কাপড় পরতে আমার গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করছে "

অনিলা এই সবে নূতন এসেছিস্, ক'দিন গেলে সব সয়ে যাবে এখন তুই তো আর ঠাকুর পূজো কত্তে যাচ্ছিস নে, যে, বাসি কাপড়. সব কাপড় সাত দিন পর ধোপায় যাবে

সুশীলা ক্যেন, নিত্য ধু'লে কি হয় ?

অনিলা। কত সময় যাবে ওতে। এত সময় কোথা পাবে বোন্, কাচে কে, রোদে দেয় কে, কোথায় দেয়, তোলে কে ? এক রাজ্যির মেয়ে, কে ঠিক ক'রে গুছিয়ে রাখে !

চুল শুকাবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই সব মেয়ে একটু সময়ের জন্য দাঁড়াইয়াছেন। সবাই এলোকেশী।

সুপ্রভা ওগো এলোকেশীরা, শুনচো, আজ বামুন ঠাকরুণ আসেন নি, রান্না হয় নি এক কাপড় তিন দিন পরলে চলে, এক খাওয়ায় তো তিন দিন থাক্, দু'বেলাও তো চল্‌বে না, এখন উপায় !

অনিলা ঝিকে দিয়ে বাজার থিকে কিছু খাবার আন্‌লেই হবে এখন

হিমানী। খাবার আনবে ? বড় মেম সাহেবের কড়া হুকুম, কোন ঝি, মেয়েদেরে খাবার এনে দিলে তার জরিমানা হবে

নির্ম্মলা। লুকিয়ে খাবার আনা এক কথা, ঝি অবধি লুকিয়ে যাওয়া আর এক কথা

হিমানী। মোহিনী ঝিকে শেত মাছি ক'রে পাঠাতে পার যদি, দেখ

নজিবুন্নিসা   বাব্বা, বড় মেম সাহেব নাকের উপর দু দু জোড়া সোণার চসমা। পিপড়েটার অবধি লুকিয়ে যাবার আসবার যোটী নেই মেয়েরা এমনি একদিন ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে খাবার আনবার যোগাড় কর্‌ছিল—টের পেয়ে বল্লেন—"কবে কোন্ দিন Nurse হ'য়ে সখের সেনার সখের ছাউনীতে যেতে হবে, এই খিদের জ্বালায় মোমের পুতুলটীর মতনই গ'লে পড়লে চল্‌বে কেন ?" আরও বল্লেন "ওতে ক'বে বোর্ডিংএর দুর্নাম বেড়োয় "

ললিতা। উন্নিসা, আপনি তা তো বল্‌তেই পারেন। তাঁর তো সকালে তিনটী ডিম, দুপেয়ালা চা, আধ বাক্স বিসকিট, দুই শ্লাইচ টোষ্ট সাবাব হ'য়ে গেছে, আপনিও কিছু চোখ, আই মিন, কিছু ভাগ পেয়েছেন কিনা, তা তো বল্‌তেই পারেন। মা বাপ বাড়ী রেখে এসেছি, খিদে তো আব বাড়ী রেখে আসি নি।

শুশীলা   স্নানের কষ্ট, খাবার কষ্ট, উঠ্‌তে নিয়ম, বস্‌তে নিয়ম, ঘুমুতে নিয়ম, দিদি, আমি কিন্তু বাড়ী চলে যাব।

অনিলা   দেখ্ না, মা কি লেখেন

শুশী । তুমি কি মাকে এখানকার কষ্টের কথা লিখেছ ? লিখ্‌লে কি ক'রে ? ওঁরা যখন সব পত্র প'ড়ে দেন, তখন কি আর তোমার পত্র ডাকে দিয়েছেন ?

অনিলা   তুই তার বুঝ্‌বি কি ? মেয়েদের খেতে নাই ব'লে আসবার সময় মা, ডিম, মাংস, পেঁয়াজ ও রসুন খেতে বারণ ক'রে দেছেন, এখানে কিন্তু ও সব চল্‌ছে খুব   পেঁয়াজের তো কোন অভাবই নেই পেঁয়াজের রস দিয়ে ওকথা ক'টা পত্রের নীচে লিখে দিয়েছি, মার সঙ্গে কথাই আছে, তিনি আগুনের উপর ধর্‌লেই সব পড়তে পারবেন।

ইতিমধ্যে ক্লাস বসিবার জাম্নী ঘণ্টা পড়িয়া গেল   কতক মেয়ে

যোগাড় যন্ত্র করিয়া কিছু খাইয়া নিল, কতক মেয়ে না খাইয়াই স্কুলে গেল।

স্কুলের পর বিকালে টেনিস্ খেলা। জাল টাঙ্গাইয়া দু'দিকে দু'দল মেয়ে দাঁড়াইয়াছেন। হেঁসেলে হাতা ধরিতে গেলে হয়ত এঁরা মূর্চ্ছা যাইতেন, টেনিসের হাতল কিন্তু চলিতেছে খুব। পাতলা বল ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে; মেয়েরা দুব্ দুব্ করিয়া দৌড়িতেছেন, দেখিতে বেশ্।

বড় মেম সাহেব মিস্ গুপ্ত খেলা দেখিতেছিলেন এমি সময় দ্বারোয়ান একখানা পত্র লইয়া আসিল।

বড় মেম সাহেব। পত্র হামারা পাস্ নেহি, ছোট মেম সাহেব কা পাস ল্যে যাও

ছোট মেম সাহেব মিস্ সেন সব পত্রের মালিক। ডাকের হউক, ওম্নি হউক, যত পত্র আসে, আগে তাঁর কাছে যায় তিনি সব বিলি করান

দ্বারোয়ান পত্র লইয়া ছোট মেম সাহেবের নিকট গেল। মোটা—লেপাফা স্কোয়ার উপরে মোটা সুন্দর লেখা।

ছোট মেম সাহেব তখন Jane Eyre পড়িতেছিলেন বিলাতি বোর্ডিং এবং তাঁহাদের এই বোর্ডিংএর তুলনা করিতেছিলেন তিনি বইখানি রাখিয়া বাঁ হাতের অনামিকা এবং মধ্যমার ফাঁকায়, বক যেমন হা করিয়া মাছ ধরে, তেম্নি ভঙ্গীতে পত্র খানা ধরিয়া লইলেন

এ তো পাকা আঁব নয় যে আঙুল কি দাঁত বসাইয়া খুলিয়া ফেলিবেন, শক্ত লেপাফা, শক্ত আঁটা—কাঁচির শরণ লইতে হইল। শিরোনামার নাম এখানে কাহারো আসল পূরা নামের সঙ্গে মিলিতেছে না। নামের আগা মিলিতেছে তো লতা, মন্নী, প্রভা মিলে না, দু টোই মিলে তো পদ্ধতিটা মিলিতেছে না

খাম তিনি কাঁচি দিয়া কাটিয়া পত্রখানা ওসার হইতে বালিশের মতন বাহির করিয়া ফেলিলেন, পড়িলেন

যে লোকটী ফটকে দ্বারোয়ানকে এই পত্র দিয়াছিল সে তাহাকে উত্তর আনিতে বলিয়াছিল উত্তরের ভরসায় দ্বারোয়ান দাঁড়াইয়াছিল। মেম সাহের কড়া সুরে বলিলেন—"এয়সা খৎ কভি মৎ ল্যাও"

দ্বারোয়ান বহুত আচ্ছা খাম, খুপসুরৎ হরফ, উস্‌কা আন্দর সে ক্যে হ্যায়, হাম ক্যেসে সমজেগা এয়সা কেতনা চিট্টি আতা, কেতনা চিট্টি যাতা আদমি জবাব কা ওয়াস্তে ঠার হেয়।

ছোট মেম সাহেব। পাকড়ো উস্‌কো।

দ্বারোয়ান যাইয়া দেখিল উত্তরের অপেক্ষায় কোথাও কোন লোক দাঁড়াইয়া নাই যে পত্র দিয়াছিল সে চলিয়া গিয়াছে

ছোট মেম সাহেব পত্র খানা আবার পড়িলেন, আবার খামে পুরিলেন। আবার দু'মিনিট পরে খুলিলেন আবার পুরিলেন। অবশেষে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন

তখন প্রায় সন্ধ্যা তিনি আপন কামরায় যাইয়া, কিছুক্ষণ টেবি-লের কাছে বসিয়া থাকিলেন, শেষে তাঁর কবিতার খাতায় লিখিলেন :—

কেহ ব'সে মল্‌ছেন ক'সে
বাহুলীনে কাণ
হারমোনি'মে কেহ তুল্‌ছেন
হরেক রকম তান
সোণার বরণ কারো আঙুল
যেন চাঁপার কলি।
সেতারেতে তুল্‌ছেন তিনি
পিরিং পিরিং বুলি

এসরাজেতে ছড় লাগিয়ে
কেহ গাচ্ছেন "বন্দে"
সাথে সাথে হাতের চুড়ী
বাজ্‌ছে নানা ছন্দে
সাঁজের বেলায় আন্‌ মনেতে
গালে দিয়ে হাত
গুণ্‌ গুণিয়ে কেহ গণ্‌ছেন
দেবদারুর পাত ॥

দ্বারোয়ান যখন ছোট মেম সাহেবের কাছে, তখন একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী ভিতর হইতে বাহির হইয়া স্কুলের ফটক পার হইয়া চলিয়া গেল যে লোকটী দ্বারোয়ানের হাতে পত্র দিয়াছিল, সে ঐ ভাড়াটীয়া গাড়ীর নম্বর ১২৬ টুকিয়া লইয়া চম্পট দিয়াছে।

ছোট মেম সাহেব ঐ কবিতাটী ঐ সন্ধ্যায়ই সব মেয়েদেরে শুনাইয়া দিলেন মেয়ে মহলে খুব একটা হাসির ঢেউ উঠিল মিস্‌ সেন বাহবাও পাইলেন খুব

অনিলা দূরে দাঁড়াইয়া দ্বারোয়ানের পত্র দেওয়া, ছোট মেম সাহেবের পত্র পড়া, পত্র ছেঁড়া, কবিতা লেখ, সব লক্ষ্য করিতেছিল ছেঁড়া কাগজের টুকরাগুলি সে কুড়াইয়া নিল। মেয়েরা যখন শত মুখে 'কবিনীর' প্রশংসা করিতে লাগিল তখন ঐ টুকরাগুলি লুকাইয়া রাখা এবং মুচ্‌কি হাসি ব্যতীত অনিলার মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার থাকিল না

পার্সিবাগান লেনের ৩৪ নং বাড়ীর সম্মুখে একটী মুসলমান ফকির এক গোছা পত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ফকিরের পীঠে ঢাকের মতন করিয়া ঝুলান এক খানি জড়ান লেপ, দাইন পায়ের জানুতে এক টুকরা নেকড়া বাঁধা ; নেকড়ার দুই মাথা রাম ছাগলের কাণের মতন দুলিতেছে ; এক পায়ে জুতা নাই, অন্য পায়ে ছেঁড়া চটী

ফকিরকে দেখিয়াই ছেলে মেয়ের দল দৌড়িয়া আসিল

১নং বালক আজ কার চিঠি ফকির সাহেব ?

১নং বালিকা আমায় একখানা দেও না, নয়ান ফকির।

নয়ান ফকির বালিকার হাতে চিঠি দিল বালকটী তাহা ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল। মাছ লইয়া চিল উড়িয়া চলিলে তার পেছনে যত রাজ্যের চিল, যত রাজ্যের কাক যেমন ছোটে, বালক বালিকার দল ঐ ১নং বালকের পেছনে তেম্নি দৌড়িল

নয়ান ফকির এই সময়ে পাশের বাড়ীতে যাইয়া তাহার হাতের পত্র ঐরূপ বিলি করিতে লাগিল তারপর তার পাশের বাড়ী, তারপর ঐ পাশের বাড়ীর পাশের বাড়ী প্রতি বাড়ীতে বালক বালিকা তেম্নি ছুটিল পত্র লইয়া তেম্নি কাড়াকাড়ি

৩৪ নং বাড়ীর মেয়েটী যে পত্র লইয়াছিল, তাহাতে লেখা :—

বেনে বাড়ী ঘুঘুর ছা।
ঘুঘুর ঘুঘুর করে রা

পড়িয়া ছেলে মেয়েদের খুব আমোদ হইয়াছে প্রতি বাড়ীতে এইরূপ। ছেলে মেয়েদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে—

প্রশ্ন— ও বুড়ী শীতলী
খোলার পীঠে কি করলি।
উত্তর— খোলার পীঠে ছেলের খেল।
শীতলীরে বাঘে নিল

ছেলে মেয়েদের মুখে মুখে নয়ান ফকিরের পত্রে লেখা কবিতা। ফকির প্রতিদিন কত কি কবিতা ও নক্সা লিখিয়া আনে তার ঠিক নাই

নয়ান ফকিরের পত্র বিলি করা প্রতিদিন

ছেলে মেয়েদের কৌতূহল ক্রমে কমিয়া আসিল এখন পত্র দিলে তারা লয়, কোন দিন খোলে, কোন দিন খোলে না কোন দিন পড়ে, কোন দিন পড়ে না

৩৪নং বাড়ীর একখানি পত্র একটী ছেলে লইয়া বারান্দায় টেবিলে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কেহ খোলে নাই, বাড়ীর একটী বড় মেয়ে উহা লইয়া গেল, পড়িল। মেয়েটীর মুখখানি অতি উজ্জ্বল পত্র পড়িয়া মেয়েটীর ওমন উজ্জ্বল মুখ খানি কোয়াসায় ঘোর আয়নার মতন মলিন হইয়া পড়িল মেয়েটী প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—ফকির কাল আসিলে হয়।

নয়ান ফকির পরদিন আসিল, আবার পত্র বিলি আজ ঐ পত্র আগু বাড়িয়া ঐ বড় মেয়েটী নয়ান ফকিরের হাত হইতে লইল

ফকির কোন কথা কহিত না, আকার ইঙ্গিত তার ভাষা। চোক তার সকল দিকেই ঘুরিত সার্চ্চলাইটের মতন বড় উজ্জ্বল নয়ান ফকির সেই উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখিল—মেয়ে সেই সবিতা, বেশ বড়, অনেক সুন্দর। সবিতার চোকের দৃষ্টিও এমনি যে, এক বাণে একটা বড় বাঘ মারিয়া ফেলিতে পারে

ফকির কথা কয় না, কোন কথা কহিল না সবিতা নিঃশব্দে ফকিরের হাত হইতে পত্র লইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেল

---

( ৫ )

রাজসাহীতে যাইবার পর সবিতা তাহার লক্ষ্মী মাসিকে পত্র লিখিত উহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে থাকিত—"সকলের কুশল লিখিবেন।" হরেন্দ্র রাজসাহীতে তাহার কমলা মাসিকে পত্র লিখিত উহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে থাকিত "সবিতা কেমন আছে " এইরূপ পত্র অনেক দিন চলিল সকলগুলি পত্র একত্র করিলে দেখা যাইবে, পোষ্টা-ফিসের বার মাসের শিলমোহর উহাতে আছে হরেন্দ্র ও সবিতায় পত্র চলিত না

একটী বৎসর গেল সবিতার একটী ভাই হইয়াছে দুই মেয়ের পর একটী ছেলে ছেলের প্রতি যত্ন অনেক বেশী।

সবিতা বিবাহের যোগ্যা। যোগ্যার উপরেও তার বয়স অনেক উঠিয়াছে কিন্তু বিবাহ দিতে তো বহু টাকা চাই বহু কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ রামতারণ বাবু তো তেঁতুলের বিচির মতন অনায়াসে ছড়াইয়া দিতে পারেন না

সবিতার রূপ আছে, গুণ আছে রাজসাহীতে যে বালিকা-স্কুলে সে পড়িত, উহার শিক্ষক মহাশয় সবিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার অত্যন্ত সুখ্যাতি করিতেন। রামতারণ বাবুকে তিনি প্রায়ই জানাইতেন—মেয়েটী লেখা পড়ায় অদ্বিতীয়া হইবে রাজসাহীতে অধিক পড়া যায় না। সবিতার জেদ হইল, সে কলিকাতায় যাইয়া কোন বড় স্কুলে পড়িবে

পিতা হিন্দু অথচ হিন্দু নন, অথচ হিন্দু সবিতার জেদের জন্যই

হউক কিম্বা মেয়ের বিবাহ কিছু দূরে ফেলিবার জন্যই হউক, পিতা তাহাকে কলিকাতার এক স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ স্কুলে তাহার এক মাসতুত বোন পড়িত—নাম অনিলা

অনিলার সঙ্গে ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতার এক স্কুলে আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে যে দিন ঐ স্কুলে মেয়ে মহলে নানা কথার আলোচনা হইয়াছিল সে দিন সবিতা সেই স্কুলেই ছিল কিন্তু সে জটলার মেয়ে নয়, জটলায় সে দিন সে যোগ দেয় নাই। বোর্ডিং তাহার ভাল লাগিত না। সে সেই দিনই ৩৪ নং পার্শি বাগানে মাসীর বাড়ী চলিয়া যায়। নয়ান ফকির ঐ বাড়ীতে তাহাকে পত্র দিয়াছে

যে পত্র সবিতা আপন কামরায় বসিয়া পড়িতেছিল উহাতে লেখা ছিল :—

নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং
যথা দূর্ব্বা তথা কুলং

কাক-তালীয়ের ন্যায় সে দিন দূর্ব্বাষ্টমী ছিল। কিন্তু সবিতা পঞ্জিকার কথা কি জানে? সোজা সংস্কৃতটুকু সে বুঝিল আর মনে পড়িল—সেই দূর্ব্বার আঙ্টার কথা, হরেন্দ্রের সঙ্গে সেই বিবাহের কথা হরেন্দ্রকে সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে নাই, মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই ভুলিবার চেষ্টার নাম মনে রাখিবার সোজা পথ মূল ভাবনার কথা—নয়ান ফকির এ দূর্ব্বার শ্লোকে লিখিল কেন খেপা ফকিরের খেপা খেয়াল. সে কত কবিতাই না লিখিয়া লিখিয়া বিলায়. হইতে পারে এই কবিতা উহারই এক ছিটা।

সবিতা তাহার বাক্স খুলিয়া দেখিল সেই দূর্ব্বার আঙ্টা সেই হরেন্দ্রের কাপড়ের লাল জড়ান সুতায় অতি যত্নেই আছে

হরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে; ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেলে থাকে। হোষ্টেলটী ছাত্রদের একটা মস্ত উপনিবেশ বিশেষ তত্র নানা দিগ্‌দেশদাগত্য ছাত্রা নিবসন্তি

হরেন্দ্র এত দিন কলিকাতায় আছে, সবিতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সে কখনও তাহাদের স্কুলে যায় নাই। সবিতা পার্সি বাগান লেন ৩৪ নং বাড়ীতে থাকে, সেখানেও তাহার সঙ্গে দেখা করে নাই সবিতা জানিত, হরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে, সে কখনও তাহাকে পত্র লেখে নাই।

কয়েক মাস হইল হোষ্টেলের একটী বি এ শ্রেণীর ছাত্রের সঙ্গে হরেন্দ্রের পরিচয় হইয়াছে পরিচয়ে প্রণয়ও হইয়াছে কি কারণে, হরেন্দ্র জানে না, সে ঐ হোষ্টেল ছাড়িয়া অন্যত্রে চলিয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে হরেন্দ্রের আর দেখা নাই ছাত্রটী অতি সুমানুষ, অতি সুপুরুষ। হরেন্দ্র তাহাকে অনেক খুঁজিয়াছে। কলিকাতার কোথাও তাহার দেখা পায় নাই।

একদিন হোষ্টেলে এক খানা পোষ্টকার্ড আসিল। উহা অমনি পড়িয়া আছে। বিলি হয় নাই। উপরে নাম লেখা শ্রীমান বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই সেই ছাত্র, হরেন্দ্র যাহাকে খুঁজিতেছিল।

কার্ড খানা হরেন্দ্র পড়িয়া ফেলিল। কার্ডের শেষ ক'ছত্রে লেখা— "রামতারণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তার গুণের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, তোফা মেয়েটী কিন্তু। পণের টাকা-গুলি দশগুণ করিলেও মেয়ের গুণের ভার অনেক বেশী হবে।"

হরেন্দ্র পত্র খানা বিছাব মত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, ঘরে আসিয়া বা্ক্স খুলিয়া দেখিল, বাক্সে তাহার এত যত্নের হুর্ব্বাব আঙুটীটী নাই

---

( ৭ )

নয়ান ফকির কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। সে মৌনী কি মূক বুঝবার যো নাই ফকিব হাত দেখিতে জানে, হাত দেখে ; আকাব ইঙ্গিতে কেমন কবিয়া হাতের বেখায় অদৃষ্টের কথা বুঝায়, সে এক অতি মজার ব্যাপাব

ছেলে মেয়েরা তাহাকে এতই আপনাব ভাবে, ফকির আসিলেই হাত বাড়াইয়া দেয় জিজ্ঞাসা করে "আমি এবার পাস হবো কি না" "আমার দেশ বেড়ান এবাব হবে কি না" কোন কোন দুষ্ট ছেলে কথন কোন ছোট মেয়ের হাত খুলিয়া ধবিয়া জিজ্ঞাসা কবে—"দেখ তো ফকির সাহেব, এর বরের রং কালো হবে কি না" ফকির অম্নি তার ঝুলি হইতে এক টুকরা লাল সালু বাহির কবিয়া তাহাব হাত উঁচুতে নিশাণের মতন ঝুলাইয়া দেয়, ছেলে মেয়েরা হেসে কুটি কুটি হইয়া পড়ে

৩৪নং বাড়ীর ছেলে মেয়েদের হাত দেখা হইয়া গিয়াছে সবিতা দাঁড়াইয়াছিল ফকিব কিরূপ একটা ইঙ্গিত কবিল, ঐ ইঙ্গিতে সবিতার হাতখানা যেন ফকিরের কাছে আসিয়া লালমনপাখীর ন্যায় ডানার মতন মেলিয়া গেল

সবিতার মাসি তাব হাতের পাশে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর বিয়ে কোন্ মাসে, কবে ?"

সবিতা হাত গুটাইতেছিল ফকির সবিতার চাঁপার কলির মতন

আঙুলের একটীও ছুঁইল না, কেবল হাতের তালুখানি ঠিক রাখিতে ইঙ্গিত করিল।

হাতের তালু ঠিক কিন্তু ঈষৎ বাতাসে ফোটা গোলাপ যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপিতেছে নয়ান ফকির তার ঝুলি হইতে বাহির করিয়া নূতন তাজা একটী দূর্ব্বার আঙটী উঁচুতে হাত রাখিয়া সরু সূতায় ঝুলাইয়া দিল।

সবিতার হাত গুটাইয়া গেল, কান লাল, শরীরে ঘাম দিল সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাসিমা উহার অর্থ করিবার জন্য আঙটী হাতে লইয়া দেখিতে লাগিলেন "দেখি" "দেখি" বলিয়া এ, ও, সে আসিয়া জুটিল সবিতা নিশ্চল; সকলের মন অর্থ বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত

ফকির কথা কহিল—জিজ্ঞাসা করিল "সত্যি" সবিতা মন্ত্র-মুগ্ধের মতন উত্তর দিল "সত্যি"।

এ দিকে কেহ অর্থ করিল—বিবাহটা আঙটীর মতন পেঁচান। কেহ আঙটীর তাজা সবুজ রং দেখিয়া বলিল—"বরের রং নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম, স্বয়ং রামচন্দ্র আর কি?" একজন বলিল—"ও সীতা, দিদি, তোর কপালে বড় দুঃখু লেখে।"

এই গোলমালে ফকির সূতা গুটাইয়া আঙটী লইয়া অন্তর্ধান ফকির যেন অলক্ষিতে আকাশে উড়িয়া গেল।

সবিতার মহা ভাবনা—এ আঙটীর কথা ফকির কিরূপে জানিল।

ভাবনার বিষয় বটে।

---

সবিতার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে আশ্বিনের ছুটী, রামতরণ বাবু মেয়ে বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন, দেশে বিবাহ দিলে খরচ বড় বেশী আর একটী মেয়ে সম্মুখে, একটী ছেলে হইয়াছে তাঁহার মনের ভাব—কাজটা নিকাশ হইয়া যায় অথচ এদিকে সোডার বোতলের গুলির মতন টাকাটা তার বাক্সেই থাকিবে কিন্তু তা হয় কই ?

কমলার হাত অতি বেশী খোলা এত বেশী খোলা যে, হাতে সোণার চুড়ী জোড়া বা খুলিয়া কোন্ দিন কার কোন্ অভাব সে ঘুচাইয়া দেয়। তিনি কর্ত্তার অগোচরে অনেক আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব কলিকাতায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন বড় মেয়ের বিবাহ, মায়ের প্রাণ, খরচ তো হবেই

শুভ দিনে শুভ লগ্নে ঐ ৩৪নং বাড়ীতে সবিতার বিবাহ। ছেলে মেয়েগুলি সকাল বেলা হইতে খাইতেছে, খাওয়া দেখিতেছে, বাজনা শুনিতেছে, সিঁড়ি বাহিয়া উপর তলায় উঠিতেছে, নীচের তলায় নামিয়া আসিতেছে, আর ভাবিতেছে, আজ নয়ান ফকির আসিত যদি সেই দিন হইতে কিন্তু নয়ান ফকিরের কোন খোঁজ নাই সে আর পদ্ম বিলি করিতে বা হাত দেখিতে আসে না। কত ফকির বৈষ্ণব ভিক্ষা লইয়া যাইতেছে, নয়ান ফকির কই তো আসিল না

সেই এক দিন লিচু তলায় বাদ্য নাই, ভাগু নাই, সবিতার সখের বিবাহ হইয়াছিল, আজ ইংরেজী বাদ্যের কি তুমুল শব্দ ব্যাগ পাইপের কি মিষ্ট স্বর, সানাই কেমন সাহানার আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। সে ছিল দিন, আজ রাত্রি রাত্রিও রোসনাইয়ে দিনের মতন হইয়া গিয়াছে

বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ বাসর ঘরে বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ দিবার জন্য স্ত্রীলোক পুরুষ বহু কত লোকেই বরকে আশীর্ব্বাদ দিয়া যাইতেছে বরের মুখ তুলিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই বর কনের পুতুলের মতন মাথা পাতিয়া ধান দুর্ব্বা লইতেছে। মেয়ের জন্য বই, বাক্স, আয়না, চিরুণী, রুমাল, গ্লাস, গহনা, থালা, রেকাব ও পানদানের অন্ত নাই। কনে হেট মাথায় আশীর্ব্বাদ লইতেছে

কোন্ দরজা দিয়া কেমন করিয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন বাবু বিজয় চন্দ্র গাঙ্গুলী বিজয় হরেন্দ্রের হাত টানিয়া তার আঙুলে পড়াইয়া দিতেছে—তার সেই হারাণ দুর্ব্বার আঙটী হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া চমকিয়া—"বা তুমি কোথেকে" ?

বিজয় বা তুমি বা এখানে কোথেকে ?

সবিতা ঘোমটা হইতে আড় চোখে দেখিল—সেই দুর্ব্বার আঙটী—লিচু তলার

সবিতা অবাক্

বিজয়। চিন্‌তে পারলেন না আমি সেই নয়ান ফকির। আপনি শুনেছি অতি মিঠা বেহালা বাজাইতে জানেন এই নিন আমার ক্ষুদ্র উপহার—এই বেহালাটী

বেহালা দামী, উহার পিঠে রূপার পাতায় ক্ষোদাই সেই

কেহ ব'সে, মলছেন ক'সে

বাহুলীনের কাণ। কবিতাটী।

মাসিমা, অনীলা, সুশীলা, সবিতার স্কুলের সখী হিমানী, হেমপ্রভা, বনলতা প্রভৃতি বিস্ময়ে কৌতুকে চিত্রপুত্তলিবৎ

কেমন করিয়া বিজয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া হরেন্দ্রের সঙ্গে সবিতার বিবাহ হইল, সে বিধিলিপি এখন এখানে পাঠ করিবার সময় নয়

বিজয় যখন ধান দুর্ব্বার আশীর্ব্বাদ মাথায় দেয়, সবিতা তখন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত হইয়া বিজয়ের চরণ ধুলি লইল অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিল –এ তো ফকির নয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজা স্বয়ং প্রজাপতি

হরেন্দ্র যখন আবার ডাকিল "বিজয়", তখন সাক্ষাৎ প্রজাপতি অন্তর্ধান করিয়াছেন

---

# অথবা।

অঞ্জলি  তারপর বি, এ পাস করা গেল

শান্তপ্রকৃতি  বি, এ পাস কর্‌বার তোর কি খুব দরকার ছিল ?

অঞ্জলি  বি, এ র খুব দরকার ছিল না, কিন্তু বিদ্যার কিছু দরকার ছিল

শান্ত  বি, এ না হয়েও তো বিদ্যা শিখ্‌তে পারতে

অঞ্জলি  পারতেম, কিন্তু গয়নার উপর মেয়েদের যেমন লোভ, উপাধির উপর আমার তেমন একটা লোভ ছিল

শান্ত  কোন মেয়ে স্কুলে মিস্‌ট্রেস হবার ইচ্ছা আছে নাকি ?

অঞ্জলি  না, দিদি, মোটেই না  ও বড় জ্বালা  মিস্‌ট্রেস আমাদের মধ্যে এখনও ভাল মানায় নাই  আমরাও অনেক সময়ে বিদ্যার দেমাকে ধরাকে সরা দেখি ; আবার ওদিকে পুরুষেরাও আমাদেরে অনেক সময় ভাল চোকে দেখেন না, দেখতে চানও না  কে সাধ ক'রে সম্পাদক মহাশয়দের কলমের খোঁচা খেতে যায় ? আর এক মহা উৎপাত ইনস্পেকট্রেসদের উদ্ভট উদ্ভট শিক্ষা দিবার নিত্য নূতন আদেশ—হাড় জ্বালাতন  যার ইচ্ছা যাউক, আমার পা তো ওদিকে মোটেই সরে না

শান্ত  তবে উপাধির বোঝা বইতে গেলি কেন্‌ ?

অঞ্জলি  বলেছি, ওতে আমার কেমন একটা লোভ ছিল।

শান্ত  লোভ ছিল, ক্ষোভ মিটেছে, এখন তবে উত্তম কিছু লাভ করবার চেষ্টা দেখ্‌  নামটী তো স্বধু অঞ্জলি নয়, উহার আগায় প্রেম টুকুন আছে  এমন সুন্দর নামটী তোর সার্থক হোক্‌

প্রেমাঞ্জলি  যদি সার্থক করবার ইচ্ছা না থাকে

শান্ত এত গুণ, এত রূপ. এদিকে যৌবনটা তো বইয়েই কেটে গেল, ও দিকে জীবনটাও কি বৃথায় বয়ে যাবে?

অঞ্জলি। কেন, এম্নি থাকলে কি সার্থক করা যায় না?

শান্ত না, বোন্, তা যায় না কলাবধূটী সার্থক তখন, যখন মুকুটের মতন ওর ফুল হয়; যখন ওতে সুন্দর সুমিষ্ট ফল ধবে নিষ্ফলা থেকে জগতেব কি উপকার হবে, বল্?

অঞ্জলি বিফলে যেতে চাই না, বাঁধাও পড়তে চাই না মন আছে, পরের চিন্তা কর্‌তে চাই; হাত আছে, পরের জন্য খাট্‌তে চাই

শান্ত খেটে খেটে হয়রাণ হবি, বোন্, সোয়াস্তি পাবি না হাট্‌বি কিন্তু পথ ফুরাবে না, পান্থশালা মিল্‌বে না

এমনি সময়ে একটী শিশু আসিয়া "মা" বলিয়া শান্তপ্রকৃতিব কোল জুড়িয়া বসিল। মা কাহারো সঙ্গে কথা কহিতে থাকিলে শিশুরা তাহা সহিতে পারে না শিশু তাহাব নিজের কথাই শুনাইবে, অন্যের কথা মাকে শুনিতে দিবে না, অন্যকেও শুনাইতে দিবে না—এই তাদেব স্বভাব শান্ত কিছু কহিতে লইলেই শিশুটী মার মুখের উপর মুখ রাখিতেছে, মাব পেছনের চুল সামনে আনিতেছে, সামনের চুল পেছনে নিতেছে মা ক'টী চুমো দিলেন; শিশু চুপ করিয়া রহিল শান্ত আবার বলিলেন, "হেটে হেটে পান্থশালা পাবার পথ ভিন্ন"

অঞ্জলি ভাবিতে লাগিল—সম্মুখে এই যে শিশু, মার কোল জুড়িয়া বসিয়া আছে, তবে কি শ্রান্ত পথিকের ইহাই পান্থশালা? অঞ্জলি আপন ভাবেব বাতাসে পালের নৌকাব মতন চলিয়াছে; বন্দরের কথা ভাবিবার তার অবসর নাই অঞ্জলি বলিল—"হাটিয়াই সুখ, খাটিয়াই শান্তি"

শিশুটী অঞ্জলিকে একটী ছোট্ট চুমো দিয়া চলিয়া গেল।

শান্ত। তবে, কি কর্‌তে চাস্?

অঞ্জলি তাহার সঙ্গের ছোট একটী বাক্স হইতে কতকগুলি ফুল বাহির করিল বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছিল শান্ত সে ফুলগুলি লইয়া নাকের কাছে ধরিলেন, বলিলেন, 'আমি মনে করেছিলাম সত্যিকার ফুল, কে করেছেরে ? তুই ? আঃ, কি সুন্দর

অঞ্জলি এই ফুলগুলির কি দাম হতে পারে ?

শান্ত ফুলের কি দাম, সে কথা পরে যার আঙুলে এ ফুল গড়েছে তার দাম অনেক।

শান্ত অঞ্জলির হাত খানি লইয়া আপন ওঠে গালে, কপালে ছোঁয়াইতে লাগিলেন।

অঞ্জলি। তবে দেখ্‌ছি, দিদি, তোমার এ ফুল পছন্দ হয়েছে।

"আচ্ছা, এটি দেখ তো" বলিয়া অঞ্জলি একটী জেকেট বাহির করিয়া দিল দিব্যি ছাট, দিব্যি ঠাঁট

শান্ত। আর কি আছে ঝুলীতে

অঞ্জলি তার বাক্স হইতে এক খানি চিত্র, তিনটী পুতুল এবং কালো মক্‌মলের উপর রেশমী ফুল-তোলা কয়েকটী মটো বাহির করিয়া দিল

শান্ত ভাল দোকান সাজালি, দেখ্‌চি যা, তোর গাহেক জুটবে আমি তোর একজন খদ্দের থাকলেম

অঞ্জলি। দোকান তবে চলবে, দিদি কেমন ?

শান্ত চল্‌বে বই কি, তবে কিনা দোকানের মালিক অবধির খদ্দের না জুটলে হয়। জুটেই যে আছে তাঁকে কিছু বলেছিস্ কি ?

অঞ্জলি কি আর বলবো, তুমিই বলবে, তিনি যেন আর কোথাও চেষ্টা করেন।

শান্ত। তা, বলবো এখন ; সব বের করলি, গান বাজনার তো কোন বিদ্যে দেখালি না

অঞ্জলি তা তো জানই দিদি, ঐ খানেই বিধাতা আমায় বঞ্চিত করেছেন। ছা বল্‌তে মা বেড়িয়ে আসে, মা বল্‌তে ধা উঠে পড়ে; হাতের আঙুল হারমোনি'মের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বেঙের মতন থপ্ থপ্ করতে থাকে কালো বল্‌তে সাদায়, সাদা বল্‌তে কালোয় কি গেরো!

শান্ত। তুই দেখ্‌চি, সাদা কালো কাউরি ন'স বুঝা গেছে; কালাচাঁদও তোমায় পাবেন না; ফরসা অপূর্ব্ব মাষ্টারও তোমায় পাবেন না

অঞ্জলি হাসিতে লাগিল

চৌরঙ্গীর একখানি বাড়ীতে দু'জনে ঐ উপরের কথা গুলি হইতেছিল মিসেস্ শান্তপ্রকৃতি বারিষ্টার মিষ্টার ঘোষের স্ত্রী। বয়স অনুমান চল্লিশ সাজসজ্জায় যা তাঁর নাই তাই বলবো তাঁর পায় শ্লিপার নাই, তিনি কেদারায় বসিয়া নাই; তাঁর পরিধানে গাউন নাই; তাঁর চোকে সোণার চসমা নাই, একটী শুদ্ধ শান্ত স্ত্রীলোক ঘরের মেজেয় বসিয়া অঞ্জলি তাঁরই পাশে ইহাঁর হাতেও বালা বা চুড়ী কিছুই নাই সাহেবি ঢংএর বাড়ীতে এ বাঙ্গালী বিড়ম্বনা কেন? বিশেষজ্ঞেরা বলেন—এটী একটী নূতন হাওয়া আমরা যতদূর জানি—এ দুইখানি মূর্ত্তি কোন হাওয়ায় গড়ে নাই, প্রকৃতি অনেক দিনে এই সরল সহজ আকৃতি দু'খানি নির্ম্মাইয়াছেন

অঞ্জলি শান্তপ্রকৃতির পায়ের ধূলা লইয়া চলিয়া গেল শান্তপ্রকৃতি ভাবিতে লাগিলেন—মেয়েটা কি তবে খাটিবে আর খাটিবে—মিষ্টার ঘোষ বলেন, কালাচাঁদ বাবু এম এ; লোকটার বিদ্যে আছে বুদ্ধি নেই

---

( ২ )

অঞ্জলি। আপনি কতক্ষণ ?

কালাচাঁদ বাবু হবে দু' দশ মিনিট কাজে খুব ব্যস্ত ছিলে, কেমন ?

অঞ্জলি। কাজ আবার কি ?

কালাচাঁদ ঠিক কথা, তোমার আবার কাজ কি ? শুঁই সেলাই করে ; আঙুল ফুল গড়ে ; তুলি ছবি আঁকে ; তুমি তো কিছুই কর না।

অঞ্জলি তাতেও তো দিন যত পয়সা হওয়া উচিত তা হয় না। ক'টী মেয়েকে কিছু কিছু দিতে হয়, কুলুতে পারি না

কালাচাঁদ মিসেস্ ঘোষ বল্লেন, তিনি তোমার বেসাতির একজন খদ্দের হয়েছেন আমি তাঁকে তা হতে দেব না। তুমি যা তৈয়ার করবে, সব আমি কিনে নেব, এই কথা থাক্‌লো কিন্তু

অঞ্জলি। তা হ'লে তো আমার আর ভাবনাই থাক্‌লো না।

কালাচাঁদ ভাবনা থেকে কাজই বা কি ? সব ভাবনা আমায় সঁপে দিলেই তো হয়

অঞ্জলি। যার যার ভাবনা তার তার ভাবলে ভাল হয় না কি ?

কালাচাঁদ ভাল তো হয়ই না, তোমার উপাধির পেছনে বরং একটা d যোগ

অঞ্জলি। আপনার উপাধির পেছনে তো d যোগ হয়েই আছে। সকলে তো তাই বলে

কালাচাঁদ। সকলের উপর ফেল কেন ? তুমিও তো তাই মনে কর। আমি তো mad হয়েই আছি আর ক'দিন রাখ্‌বে, তাই ভাবচি।

অঞ্জলি কি ছাই বলেন, দেখ আপনাব মস্ত উপাধি, আপনি মস্ত বক্তা, মস্ত লেথক, আপনার মস্ত বইব দোকান, মনোহারী দোকান মস্ত তার সঙ্গে আমি জিনিষ বেচি, আপনি কিনুন, সেই তো বেস্ আপনারও কিছু হবে, আমাবও কিছু হবে

কালাচাঁদ না, তা হয়ে টয়ে কাজ নেই এক লাক টাকা কোম্পানির কাগজে আজে ; দোকানেও লাকের উপর খাট্‌চে এক মেয়ে, তা বিয়ে দিলেই ফুবালো

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবাব পূর্ব্বে অবশ্য-কর্ত্তব্য কাজ ছুটী করা হইয়াছে—মৃত পত্নীর সচিত্র জীবন-চরিত প্রকাশ এবং তাঁর চিতায় মঠ—একথা কালাচাঁদ বাবুর মনে আসিলেও তথন তিনি মুখে কিছু বলিলেন না

এই কথাবার্ত্তার সময়ে মাষ্টার অপূর্ব্ব কান্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন আলোক দেখিলে আঁধারেব যে দশা, কালাচাঁদ বাবুব ঠিক সেই দশা তিনি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না অপূর্ব্ব বাবুকে বসিতে বলিয়া, অঞ্জলির নিকট বেথাপ্পা বিদায় লইয়া, কালো ভুড়ীসহ বিপত্নীক কালাচাঁদ বাবু কামরা হইতে বাহিব হইয়া পড়িলেন

অপূর্ব্ব ভালো আছো তো ?

অঞ্জলি। ভালই আছি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

অপূর্ব্ব তুমি বসো, আমি তো বসতেই এসেছি কথা আছে

অঞ্জলি বলুন

অপূর্ব্ব কি ঠিক করলে, ভেবে কিছু দেখেছ কি ?

অঞ্জলি আপনাব ধর্ম্মেও তা হয় না, আমাব ধর্ম্মেও তা হয় না

অপূর্ব্ব আমি যদি মুসলমান হই

অঞ্জলি কেন, কার জন্য ?

অপূর্ব্ব তো'মা'র জন্য

অঞ্জলি। ধর্ম্ম হতে কি আমি বড় ? আমি আপনাকে ছোট হতে দেব কেন ?

অপূর্ব্ব তোমাকে ছেড়ে তো আমার বড় হবার উপায় নেই মিসেস্ ঘোষ তোমাকে সব বলেছেন, এখনও বিবেচনা করে দেখ

অঞ্জলি। দেখুন, আমি কতবার বলেচি—আমি আপনার, আমার সব আপনার। আমি তেমন মেয়ে নই, এ হৃদয়ে আপনি বই আর কারো স্থান নেই পৃথিবীর এপারে এম্নি দূরে দূরে কাটিয়ে দেব, ও পারের কথা কিছু জানি নে—ক্ষমা কর্‌বেন।

অঞ্জলি চোকের জল মুছিতে লাগিল

অপূর্ব্ব আমার জন্য তুমি হয়ে ছিলে, তোমার জন্য আমি হয়ে ছিলাম দীর্ঘ দশ বছরের এই তপস্যা,—কেন, কি হতে কি হলো ভাবতে বড় লাগে অঞ্জলি তবে এই শেষ দেখা।

অঞ্জলি তা কেন হবে, নিঠুর, নিত্যই যেন তোমার দেখা পাই, চোকের পূজার অধিকার হ'তে বঞ্চিত করবে কেন ?

অপূর্ব্ব কি আর বলবো তোমাকে, মন তো এখানেই পড়ে থাকে দেহটা বয়ে নিয়ে যাই, এই যা।

অপূর্ব্ব বাবু যাইতে যাইতে দেরী করিয়া, অনেক বার উঠিয়া বসিয়া, আবার অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন

অঞ্জলি ঐ শূন্য কামরায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—খাটিব, আর খাটিব, আমার জন্য পান্থশালা নয়, কিন্তু জীবনের বোঝা ক্রমেই যে বড় ভারি বোধ হচ্ছে, ঠাকুর.

অঞ্জলির বাড়ীর ফটকের দু'পাশে দু টা ঝাউ গাছ সাঁ সাঁ করিতেছিল।

কে যেন ঐ ঝাউ গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় হতাশ জনের হাজার হাজার দীর্ঘ নিশ্বাস ঝুলাইয়া দিয়াছে। সে নিশ্বাসের বিরামও নাই বিশ্রামও নাই।

---

( ৩ )

শান্ত। আজ কি বেসাতি এনেছিস্ অঞ্জি ?

অঞ্জলি। কিছু না, দিদি।

শান্ত। বেসাতি আনিস নাই, বাক্সটি তো এনেছিস মানুষের মন আর স্ত্রীলোকের বাক্স, তা কি কখনো খালি থাকে ?

অঞ্জলি খোকা আমাকে সে দিন একটি চুমো দিয়েছিল, তার জন্য একটা হুমো পাখী এনেছি।

অঞ্জলি ঐ পাখী বাহির করিয়া দিল। খোকা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, পাখীটা ধরে, কি ধরে না।

শান্ত। হুমো পাখী কি এই রকম ? বাঃ! বেশ্ তো

অঞ্জলি কি রকম, কে জানে ? আমি তো কখনও দেখি নি, কেউ কখনো হয়ত দেখে নাই, মন গড়া গড়েছি অ খোকা

খোকা আসিয়া পাখীটা লইল, অঞ্জলিকে একটা চুমো দিয়ে বলিল—"অঞ্জি মাসী, আমি আর একটা হুমো পাবো কিন্তু"

হুমো লইয়া খোকা হুট্ করিয়া ছুট্ দিল

শান্ত কেবল হুমোই ঐ বাক্সে ?

অঞ্জলি হুমোর চাইতেও অদ্ভুত হুকুম আছে ওর মধ্যে, এই নেও সে একখানি পত্র বাহির করিয়া দিল

পত্রখানি কালাচাঁদ বাবুর লেখা, অঞ্জলির প্রতি

তিনি লিখিয়াছেন—তাঁর সব তিনি অঞ্জলিকে উইল করিয়া দিতে প্রস্তুত। উইল যদি তিনি বদ্‌লিয়া ফেলেন—এ ভয় যদি করা হয়, তবে তিনি সব দানপত্র করিয়া দিবেন। পত্রের একস্থানে লেখা—"আমি যে একটু বক্তৃতা কর্ত্তে পারি, সে শক্তি অঞ্জলি নামে একটা গেল্‌ভানিক বেটারী হতে আমার গলায় এসে পৌছে আমি যে একটু লিখতে প্যারি, তা অঞ্জলির নামে মুঞ্জরিত হয়ে উঠে একজন বক্তার গলা মাটি করবে? একজন লেখকের কলম কাণা করাবে? এই কি তোমার ইচ্ছা? না, তা হতেই পাবে না তোমার হাতে দ্রব্যজাত, আমার হাতে দোকান পাট এস এক সঙ্গে বেবসা করি কিছু দিন হলো—আমি বাত্তযন্ত্রের একটা বিভাগ খুলেছি তোমার গলা সাধবার, বাজনা শেখ্‌বার খুব স্থবিধা হবে মূল কথ তোমার গলায় আমার কোকিলের স্থর শুনতেই হবে, হারমোনিয়ে তোমার হাত পাকিয়ে নিতেই হবে"

শান্ত। বুড়ো বিপত্নীক—old widower দেখ্‌ছি, নিশ্চয় ক্ষেপেছে।

অঞ্জলি এই ক্ষেপাকে নিয়ে মহা মুস্কিলেই পড়া গেছে. সময় নেই, অসময় নেই, কখন "মিস্ গুপ্ত," "অ অঞ্জি" ব'লে হুপ্ ক'রে এসে পড়ে, তার ঠিক নেই লোকে যে কত কি বলে তাতেও তাঁর স্থবুদ্ধি গজায় না!

শান্ত। মিষ্টার ঘোষকে সব বল্‌বো, এর একটা কিছু করতে। তুই এক কাজ কর, মুশৌরী চলে যা, তোর এক বোন ওখানে আছে, তার কাছে মুশৌরী অবধি পত্র পৌছুতে পারে, তা এত তাড়াতাড়ি যখন খুসি পৌছুতে পারবে না।

অঞ্জলি "তা তো হবার নয়" বলে আর একখানি পত্র বাহির করিয়া দিল

পত্র অপূর্ব্ব কান্তির তিনি লিখিয়াছেন—"স্ত্রীর বড অসুখ, আমি যেতে পাবলাম না, তুমি একবাব এসে দেখে যেও " ঐ পত্রের কোণায় মিনুও লিখিছেন "অসুখ বড় বেড়েছে "

শান্ত দেখে যাওয়া, তা এক দিন দেখ্‌তে যেও তারপব মুশৌরী চলে যেতে বাধা কি ?

অঞ্জলি বাধা কিছু নেই ও, বাধা কিছু আছে ও তাঁর ওখানে আর কেউ নেই, মিনুকে কে বা দেখে, কে বা সেবা করে ? জান তো, দিদি, মিনুতে আমাতে এক সঙ্গে কলেজে পড়েছি, ও আমাকে কত ভাল বাসে, আমিও ওকে বড় ভালবাসি।

শান্ত ওর যায়গাই তো তোর হতো ; কথাও তো প্রায় পাকা হয়েছিল তা, মাষ্টার মিনুকেই বিয়ে ক'রে ফেল্লেন সেবা কর্ত্তে যেতে চাস্, তা বেশ, হুঁ .

অঞ্জলি "হুঁ" ব'লে হাস্‌লে যে

শান্ত বলি কি, অগ্নি ক'রে কই মাছ ভাজা হয়ে কাজ কি ? মিষ্টার ঘোষ সব জানেন। তিনি এক দিন বল্লেন, "অঞ্জি ওকি করছে, অতুল বেশ্ ছোকরা, বারিষ্টার নতুন, তা হোক, ওব খুব পসাব হবে। অতুল অঞ্জিকে খুব ভালবাসে, ওকে কেন অঞ্জি বিয়ে ক'রে ফেলে না ?"

অঞ্জলি। তা তিনি বল্‌তে পারেন। কিন্তু এঁকে বিয়ে কব্‌লে, তিনি তো আব আমার মন থেকে মুছে যাবেন না বাইরে ইনি ভিতরে তিনি, এ যে মহা পাপ

শান্ত অমন তো আজ কাল অনেকেরই হচ্ছে রঁজেন আলোর যদি এখন গুণ থাক্‌তো, তা হলে ও আলো দিয়ে পরখ কর্ত্তে পারা যেতো, মিষ্টার অমুক চলেছেন তাঁর স্ত্রীর হাত ধ'রে ; স্ত্রীর মনের কোণে গুড়িসুড়ি মেরে বসে আছেন, মিষ্টার অমুক মিসেস অমুক চলেছেন তাঁর স্বামীর

সাথে সাথে, স্বামীর মানস-সরে হাঁসের মতন ভেসে বেড়াচ্ছেন কুমারী অমুক শরীরের পাপের চাইতে মনের পাপ বড় ভারি মিষ্টার ঘোষ কিছু দিন হলো এক মামলায় বাজসাই গেছিলেন, তিনি সেখান থেকে আমায় লিখেছিলেন তোকে সে পত্র দেখাই নেই, ভুলে

শান্ত পত্র খানি আনিয়া অঞ্জলিকে পড়িতে দিলেন।

"এখানে এসে মিস্ সুতানের অনেক কথা শুনলাম, আগেও কিছু কিছু শুনেছিলাম কলকাতার বাইরের লোকে ঢের কথা জানে; আমরা যা জানি না মিস্ সুতান নাকি একটী প্রফেসারকে বিয়ে করবেন ব'লে কথা দিয়ে তার কাছ থেকে ক'বছরে অনেক জিনিষ পত্তর নিয়েছেন, তারপর আমরা চুরট ধরিয়ে দেশলাইর কাঠিটী যেমি হেলায় ফেলে দি, বেচারীকে তেম্নি ফেলে দিয়েছেন হাঁদা কাঁলাচাদের কাছ থেকেও অনেক আদায় করেছেন, তারপর এখন চেপে পড়েছেন এক বিপত্নীক ডাক্তারের ঘাড়ে চিঠি পত্রের জাল বুনে মাকড়সার মতন ডাক্তার মাছিটীর মুণ্ডপাত করবার চেষ্টায় আছেন ডাক্তার তার পূর্ব্ব কথা সব জানে, সে সহজে পা দেবার পাত্র নয় মিস্‌টীকে তোমাদের শুধ্‌রে দেওয়া উচিত এর একটা কিছু না করলে ক্রমে এরূপ দৃষ্টান্ত বেড়ে যাবে, তখন বড্ড নিন্দার কথা হবে।"

অঞ্জলি। মিস সুতান তো নয়, মিস্ সয়তান। ওদের কথা ছেড়ে দেও, দিদি; দু'এক জনের জন্য সব শুদ্ধ দোষী হতে পারে না কত বড় ঘরের মেয়েদেরে দেখেছি, কথা দিয়েছেন, বরের দিক থেকে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে; মেয়েরা বিয়ে করেন নি; কত কাল পরে সুযোগ হয়ে উঠলে, যাঁকে কথা দিয়েছিলেন তাঁকেই বিয়ে করেছেন।

শান্ত। তুই যা বল্লি আমিও মিষ্টার ঘোষকে তাই বলেছি। পাকও

আছে, চন্ননও আছে পাঁক না ঘাটলেই হলো, চন্ননেব দিকটা দেখলেই তো বেশ্

অঞ্জলি অন্যে যা ইচ্ছে করুক্ গে আমি সে মেয়ে নই

শান্ত তবে তো তোর আর বিয়ে হয় না

অঞ্জলি তা না হয়, নাই বা হলো কত মেয়ে তো বিধবা হয়ে সেই পরকালের ভরসায় স্বামীর জন্য কাটিয়ে দেয় হিন্দুর ঘবে তো কত শত শত আমি মনে কববো—স্বামী ছিলেন, মরে গেছেন, তাঁর স্মৃতি আছে, তাঁর সবই আছে আমার মনের মধ্যে।

শান্ত যদি তিনি মুসলমান হয়ে বিয়ে কর্ত্তে চান, শুন্‌ছি তাতেও তিনি রাজি আছেন, তা হলে ?

অঞ্জলি তাতেও আমি তাঁকে বিয়ে কর্ব্বো না, তা হলে তিনি নিজে ছোট হবেন, ধর্ম্মকে ঠকাবেন, আমি তাঁকে তা হতে দেব কেন ? দশরথের তিন স্ত্রী ছিল , তাই বলে আমাদের মধ্যে তিন স্ত্রী হতে পারে না দ্রৌপদীব পঞ্চ স্বামী ছিল , তাই বলে পঞ্চ স্বামী নিয়ে এখন কেউ সতী হতে পারেন না কি সৎ কি অসৎ শাস্ত্রে বচন আছে ; কিন্তু সৎ অসতেব পরখ করে মন

শান্ত। তাই রে তাই

শান্ত প্রেমাঞ্জলিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তার মুখের দিকে অনিমেষ তাকাইয়া রহিলেন—অঞ্জলির চোকে যেন শত ধ্রুব তারা জ্বলিতেছে, অঞ্জলির ললাটে যেন অনন্ত যুগের নীহারিকা তেমনি অটল। অঞ্জলির অধরে যেন কল্প বৃক্ষের চির-সুরভি পারিজাত ফুটিয়া রহিয়াছে।

অঞ্জলি যখন শান্তপ্রকৃতির বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইল, তখন সে অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না।

মনে মনে উভয়ের কি যেন একটা নূতন শাস্ত্র সংহিতা রচিত হইয়া গেল। অঞ্জলি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল

---

## ( ৪ )

মিষ্টার ঘোষ কালাচাঁদ বাবুকে ডাকিয়া কি সব বলিয়া দিয়াছেন হাতিয়ার পাতি হারাইলে ছুতর মিস্ত্রি যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া যায়, কালাচাঁদ বাবুর দশা তেমনি হইয়াছে

অঞ্জলি এখন মুশৌরীতে মুশৌরীর পোষ্টাফিসে কালাচাঁদ বাবুর পত্রের উপর কোন দিন কোন শিলমোহর পড়িল না

কেবল অঞ্জলি মুশৌরীতে নয় অপূর্ব্ব বাবু এখানে, মিনু এখানে অপূর্ব্ব বাবু স্থান পরিবর্ত্তন জন্ম স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছেন অঞ্জলির দিদির বাড়ীর পাশের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে তাঁরা

মিনু কোন দিন বল পায়, কোন দিন বল পায় না অঞ্জলি অধিক সময় মিনুর কাছেই থাকে সে ঔষধ ঢালিয়া দেয়, তবে মিনু খায়; সে পথ্য আনে, তবে মিনু পথ্যে মুখ দেয় উঠিতে অঞ্জলি, বসিতে অঞ্জলি। অঞ্জলি যেন কি এক মোহমন্ত্রে মিনুকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

অপূর্ব্ব বাবুর নিকট অঞ্জলি আকাশের চাঁদ, দেখা যায়, ধরা যায় না

স্বামীর মনের নিরালা কথা স্ত্রীর নিকট কিছুতেই গোপন থাকে না জলের ভিতর চাপিয়া ধরিলে শূন্য কলসী আরও জোরে ভাসিয়া উঠে। মিনু সব জানে এক এক দিন সে যখন রোগের যাতনায় এলিয়ে পড়ে তার মনে হয়—তার রাজত্ব সে অঞ্জলির জন্য রাখিয়া যাইতেছে তার চোক জলে ভরিয়া আসে। অঞ্জলির দৃষ্টি তা এড়াইতে পারে না সে

মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলে, "বোন্, ও কি ছাই ভাবছিস্, সেরে উঠ্‌বি, আমি সাধ ক'রে হাত নেড়া বেখেছি, তোর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক "

মিনুব মন প্রবোধ পাইত না সে জানিত—এক জন বন্ধুর সেবা করিতে আসিয়া বন্ধু, বন্ধুর মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন, শেষে বন্ধুর পত্নীকে বিবাহ করিয়া তার সমস্ত সম্পত্তি লুঠিয়া লইয়াছিলেন মিনু এখন ভাবে, এখানে উহার উল্টো হবে কিন্তু অঞ্জলির সেবা সে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে না, অঞ্জলির প্রতি তার ভালবাসার অবধি নাই, কোন অবিশ্বাস নাই

একটী সুস্থ লোকের সখের সেবা করা সহজ, কিন্তু একটী চিররুগ্ন লোকের ছত্রিশ রকম মেজাজ যোগাইয়া চলা বড় কঠিন মিনুর সেবায় অঞ্জলির আলস্য বা অবসাদ নাই মিনু বহু পুণ্যে অপূর্ব্ব বাবুর মতন স্বামী পাইয়াছে স্ত্রীর মতন স্বামীর সেবা করা বিধাতা অঞ্জলির ভাগ্যে লেখেন নাই। মিনুকে সেবা করিয়া অঞ্জলি স্বামী সেবার সার্থকতা করিতে চায় লক্ষ্মীর সেবায় নারায়ণের সেবা চুষ কাগজ লিখিবার জন্য নয়, পরের উপর কালীটুকু শুষিয়াই তার সুখ

একমাস কাটিয়া গেল। মিনু ধীরে ধীরে বল পাইতে লাগিল এখন তিন জনে পথে এক সাথে হাটিতে বাহির হন

দু'মাস কাটিয়া গেল মিনু এখন পাহাড়ের পথে উঠিতে পারে

তিন মাস পার হইল, মিনু স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের স্বস্তি ফিরিয়া পাই যাছে। দুর্ভাবনার দুরন্ত পিশাচটা আর তার মনের ভিতর আনাগোনা করে না

শীতে যখন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে তখন বসন্তে আরও সুস্থ হইবার ভরসা বসন্ত মিনুর সমস্ত শরীর ভরিয়া স্বাস্থ্য ঢালিয়া দিয়া গেল;

কিন্তু যা লইয়া গেল, পৃথিবীতে তো আর তা ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই অপূর্ব্ববাবু, স্ত্রীর স্বাস্থ্যের [illegible] আসিয়া তিন দিনের জ্বরে নিজে প্রাণ হারাইলেন মৃণালিনী বিধবা

অঞ্জলি এখন অনেক সময় কলিকাতায় শান্তপ্রকৃতির বাড়ীতেই থাকে, সেই নেড়া হাত, থানের কাপড়, একাহার—অঞ্জলি অধবা!

—o—

# শ্রীরাম চাকলাদার।

রংপুরের বাবু কমলাপ্রসন্ন বসু খুব বড় উকীল। সকাল বেলা বৈঠক খানায় বসিয়াছেন মোক্তার মোয়াক্কেল জমিদার তালুকদার, বেঙ্কার ব্যবসায়ী অনেক নথীর পর নথী দেখিয়া মোকদ্দমার বর্ণনা লিখিতে, নূতন মোকদ্দমার বিবরণ শুনিতে কমলাবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মহুরেরও দিনের কাজ কারার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এত কাজের মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে কমলাবাবুর তলব আসিল কমলাবাবু মোয়াক্কেলদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন

যে কামরায় কমলাবাবু শয়ন করেন উহার খাটের উপর গৃহিণী জগৎমণি বসিয়া আছেন মেজের উপর দূরে একটী ভদ্র মহিলা—বয়স অনুমান ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, কোলে একটী বালিকা, একটী বালক মাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জগৎমণি বলিলেন "এ সময়ে ডেকেছি যে, (মহিলাটীর দিকে দেখাইয়া) ইনি অতি বিপদে পড়ে এসেছেন, আজই একটা কিছু না করলে এঁর সব যায়"

মহিলাটী একখানি কাগজ বাহির করিয়া জগৎমণির হাতে দিলেন জগৎমণি উহা স্বামীর হাতে পৌছাইলেন। কমলাবাবুর কাগজখানির সমস্তটা পড়িবার প্রয়োজন হইল না তিনি অতি কোমল স্বরে বলিলেন —"মা, আপনি সন্ধ্যার পর আসিবেন, কাজটী আজ না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না, সময় আছে, আমি সব ঠিক করিয়া দিব আপনার কোন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া আসিবেন—যিনি সব জানেন"

মহিলাটী অনুচ্চে জগৎমণিকে বলিলেন—"আমার আপনার বলিতে তো কেউ নাই"

মহিলাটী চোকের জল মুছিলেন

কমলাবাবু বলিলেন "যিনি আপনাকে এথা এখানে লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া আসিলেই হইবে তিনি আপনার কে ?"

উত্তর "কেউ না, তাঁহাকে আমি দাদাম'শায় বলে ডাকি।"

"তাঁহাকেই তবে নিয়ে আস্‌বেন" বলিয়া কমলাবাবু আপনার কাজে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

---

## ( ২ )

ঐ মহিলাটীর নাম শ্রীমতী শরৎকামিনী দত্ত, দাদাম'শায়ের নাম শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বসু দীনবন্ধুবাবু বৃদ্ধ বৃদ্ধ সন্ধ্যার পরেই শ্রীমতী শরৎকামিনীকে লইয়া কমলাবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়াছেন

শরৎকামিনী ভিতরে জগৎমণির সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন বৈঠকখানায় কমলাবাবু এবং দীনবন্ধুবাবু . ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য কমলা বাবু তাঁহার একজন প্রধান এবং প্রতাপশালী মোয়াক্কেল শ্রীরাম চাকলাদারকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন তিন জনে কথা।

দাদামহাশয় আরম্ভ করিলেন—"শরতের স্বামী পাবনার প্রতাপপুরের দত্ত বংশের ; দত্ত বংশ অতি সম্ভ্রান্ত বংশ স্বামীর নাম সুরেন্দ্র নাথ। তাহার পিতা ৺মহেন্দ্র নাথ মহেন্দ্র নাথের পিতা ৺উপেন্দ্র নাথ উপেন্দ্র নাথের অল্প কিছু সম্পত্তি ছিল মহেন্দ্র নাথ নিজ ক্ষমতায় বহু সম্পত্তি করেন এই সম্পত্তির আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি

নগদ সম্পত্তিও যথেষ্ট রাখিয়া যান মহেন্দ্র নাথ তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—জীবেন্দ্র নাথ, জিতেন্দ্র নাথ ও সুরেন্দ্র নাথ সুরেন্দ্র নাথ শেষ পক্ষের পুত্র—পিতার মৃত্যুকালে অতি শিশু জ্যেষ্ঠ দুই ভাই সম্পত্তি সংরক্ষণ করিতেন এবং করিতেছেন মাতার প্ররোচনায়ই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, এই জীবেন্দ্র ও জিতেন্দ্র সুরেন্দ্রের সম্পত্তি সমস্ত হস্তগত করিয়া লইল সুরেন্দ্রের অনুকূলে তাহার পিতা ব্যাঙ্কে যে কয়েক হাজার টাকা আমানত করিয়াছিলেন, তাহাও তাহারা চক্রান্ত করিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না ইহার পরই সুরেন্দ্র নিরুদ্দেশ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এখন তাহার ঐ বৈমাত্রেয় ভাইদের হাতে এই মেয়েটীর খোরাক পোষাক অবধি বন্ধ ঘটনা এই—তাহারা জাল দলিল মূলে সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের নামে করিয়া লইতেছে এখন শরতের কর্ত্তব্য কি, তাহার উপদেশ চাই সম্পত্তির আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। ১৬।১৭ হাজার টাকা যাহার বার্ষিক আয় হইতে পারে এখন সে পথে দাঁড়াইয়াছে ”

কথা সমাপ্ত না হইতেই জগৎমণি স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—“শরৎ বল্‌ছেন সুরেন্দ্র বর্ম্মায় যেয়ে মারা গেছে—এইরূপ এক দরখাস্ত আদালতে দাখিল ক’রে নাবালকের পক্ষে পাপিষ্ঠেরা অছি হইবার চেষ্টা কর্‌ছে ”

কমলাবাবু ফিরিয়া আসিয়া বসিলে দাদামহাশয় বলিলেন—“অছি শরৎকে করিয়া দেন এই অনুরোধ ”

শ্রীরাম চাকলাদার বলিলেন—‘বাঙ্গালায় বর্ম্মায় ব্যাপার, সুরেন্দ্রকে মারিয়া ফেলিয়াছে, ইহাও হইতে পারে। কামিনীকাঞ্চনের লোভে মানুষে না করিতে পারে এমন কাজ নাই।’

কমলাবাবু বিনা বাক্যেই ভিতরে চলিয়া গেলেন শরৎ সব কথা

শুনিতেছিলেন কমলাবাবু ফিরিয়া আসিয়া চাকলাদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এ অবস্থায় কি বলেন ?"

রংপুরে শ্রীরাম চাকলাদারের প্রতাপ অসীম কোন জমিদার তাঁর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না ছেলেরা দুর্ব্বার আঙুটীতে করিয়া এরণ্ডের কসে ফুঁ দিয়া যেমন বেলুন উড়াইয়া দেয়, চাকলাদার মহাশয় তেমনি কত সাহেবসুবাকে ফুঁয়ে উড়াইয়া দিয়াছেন ইঁহার নায়েব মুন্সী, পাইক, সর্দ্দারদের শিক্ষার কথা বলিব কি, হাতী ঘোড়াগুলিও অতিশয় বুদ্ধিমান পেয়ার হাতী এবং দেলবর ঘোড়া যদি চতুষ্পদ না হইয়া দ্বিপদ হইত তবে তাহারা ভুড়ি ভাসাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, জজের এজলাসে বক্তৃতা করিয়া, বৃংহতি এবং হ্রেষার জোড়ে যে দাঙ্গা হাঙ্গামার দুই একটা মোকদ্দমা জিতিতে না পারিত তা নয়

চাকলাদার বলিলেন "বাঘ নয়, মহিষ নয়, সাপ নয়, সিংহ নয়, পাপেরত মানুষের সঙ্গে লড়িতে হইবে। সিংহ বাঘের দাঁত আছে, নখর আছে, মহিষের সিং আছে, সাপের বিষ আছে; দুই গুলি কি দশ গুলি, এক লাঠি কি দুই লাঠির ওয়াস্তা মানুষ যখন দুষ্কার্য্যের পথে যায়, তখন সে বাঘ, মহিষ, সাপ ও সিংহের নানা মূর্ত্তি ধরিয়া চলে, একটা ঠেকাইলে আর একটা ঠেকান দায় এই সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বহু পরিশ্রমের কাজ, বহু চালাক চতুর লোকের কাজ, বহু টাকার কাজ

কমলাবাবু। সুরেন্দ্রের স্ত্রীর হাতে কি কিছুই নাই ?

দাদামহাশয় শরতের গহেনা পত্র যা ছিল তাহাও উহারা পাকে চক্রে লইয়া গিয়াছে।

কমলা ইনি এখন আছেন কোথায় ?

দাদা আমার ওখানেই আছেন। আমার অবস্থা তো আপনার

অবিদিত নয় কি করিব, আমার যখন চলিতেছে, উহারও চলিবে দুই বেলা বই তো নয় তবে ছেলে মেয়েদের দুধ পত্র—

চাকলাদার আজ কাল তো দেশে হিতৈষী লোকের খুব উজাই দেখা যাইতেছে ইহাঁর এই অবস্থা লিখিয়া সাধারণের কাছে চাঁদা চাইলে হয় না ?

কমলা আপনারও ভাল ভরসা! চাঁদা তার চাইতে আপন আপন চাঁদিতে গন্ধ তৈল মাখিলে হিতৈষীদের মাথা অনেক ঠাণ্ডা থাকিবে সম্প্রতি খুব কম দুইটী হাজার টাকা চাই এই বিধবার ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত চাই আইনের কথা এক, টাকার কথা আর তালুম খুঁজিলে নজীর মিলে, সমস্ত সহর নিঙরাইলেও একটী পয়সা পাওয়া দুষ্কর

টাকার কথা আর অধিক দূর চলিতে পারিল না। কমলাবাবু কাল যা হয় একটা করিবেন বলিয়া উঁহাদিগকে বিদায় দিলেন

---

## ( ৩ )

সপ্তাহের চেষ্টায়ও অর্থের কোন সংস্থান হইল না মোকদ্দমা জিতিয়া দিলে তাঁহাকে সম্পত্তির আয়ের এক দশমাংশ দেওয়া যাইবে- এ সর্ত্তেও কেহ সম্মত হইতে চাহিল না; নাবালক পুত্র আছে। কমলা প্রসন্নবাবু শরতের এবং তাহার পুত্র কন্যার জন্য মাসিক কিছু সাহায্য দিতে সম্মত হইলেন

চোরের চোক চারিদিকে তাহাদের চরের বন্দোবস্তও চমৎকার জীবেন্দ্র ও জিতেন্দ্র সংবাদ পাইয়াছে—শরৎকামিনী মোকদ্দমার আয়োজন করিতেছেন। ঘুষের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। বাখরগঞ্জ থাকিতে জাল

করিবার লোকেরও অভাব নাই  সুরেন্দ্রের নামে বহু জাল তমঃসুক, জাল দাখিলা, জাল পত্তনি পত্র, তাহার উপর জাল ডিক্রি—জুয়াচুরি র জালে তাহারা সমস্ত বেড়িয়া ফেলিতে লাগিল

শরৎকামিনী এসব শুনে আর কাঁদে  জীবেন্দ্রের স্ত্রী বিনাইয়া তাহাকে এক পত্র লিখিয়াছেন—উহার মর্ম্ম এই :—বোনটী আমার, ওখানে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাও কেন, এখানে এস, এখানে সুখে থাকিতে পারিবে  খোকা খুকীদের জন্য প্রাণটা বড় কাঁদে  তারা না জানি কত কষ্টে আছে  তুমি যাঁকে দাদাম'শায় বল, তাঁর অবস্থা তো জান, তিনি কুলাবেন কোথা হইতে  তাঁর ভার বাড়াইও না। তোমার পত্র পাইলেই আসার খরচ পাঠাইয়া দিব।

শরৎ পত্র তার দাদামহাশয়কে দিল, দাদামহাশয় উহা কমলাবাবুকে দিলেন  কমলাবাবুর সন্দেহ হইল এ পত্র জাল

পত্র পাইবার পর চতুর্থ দিনে শরতের নামে একখানি রেজেষ্টারী পত্র আসিল  শরৎ মনে করিল তাহার জা টাকা পাঠাইয়াছেন, পত্র খুলিয়া দেখিল, পাঁচ শত টাকার অর্দ্ধ নোট, কোন পত্র নাই, ঐ টাকায় কি করিতে হইবে তাহাও নাই  এক টুকরা ছোট কাগজে কেবল এই লেখা আছে—"ওঁ নম নারায়ণায়"  খামের উপরে প্রেরকের নাম রাধা প্রসাদ বল  প্রেরণের স্থান কমিল্লা

এই টাকার কথা দাদামহাশয় কমলাবাবুকে বলিলেন, টাকা কমলা বাবুর নিকট রাখিলেন। কমলা বাবু ভাবিলেন কেহ সুরেন্দ্রের পিতার নিকট এই টাকা ধারিতেন, এতদিন শোধ করিতে পারেন নাই—লোক ভাল—এখন দিয়া দায় মুক্ত হইলেন  ক'দিন পরে পাঁচ শত টাকার অপর অর্দ্ধ নোট আসিল

মানুষের পেটে আর বুদ্ধি কত, টাকার পেটেই বুদ্ধি। চাকলাদার

মহাশয় বুদ্ধিদাতা, পরামর্শদাতা কমলাবাবু পাঁচ শত টাকায় পঞ্চাশ রকম বুদ্ধি জুটিয়া আসিল যে উকিল আগে কাছে বেঁসিতেন না, তিনি পরামর্শের মধ্যে ঘনাইয়া আসিলেন প্রতি কথায় কন্‌সলটেসন। মোক্তারের আনাগোনা দুবেলা শরতের শ্বশুরের সম্পত্তি ঢাকা, পাবনা এবং রংপুর জেলায় তিন জেলায় তদ্বিরের জন্য লোক ছুটিল মোকদ্দমার আয়োজন পুরা দমে চলিল।

তোপের মুখে গোলা, মোকদ্দমার মুখে টাকা; উড়িতে আর কতক্ষণ লাগে? দুই সপ্তাহ পরে পাঁচ শত টাকার পাঁচ টাকাও রহিল না

তৃতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রাম হইতে শরতের নামে হাজার টাকা আসিল। কমলা বাবুর অনুমান মিথ্যা ইহা নিশ্চয়ই নারায়ণের কাজ

অগ্নিবাণ ছাড়িলে বরুণবাণ তার ঔষধ জীবেন্দ্র ও জিতেন্দ্র যে আগুণ জ্বালাইয়াছে তাহার উপর টাকার বৃষ্টি হইতে লাগিল। ঢাকা, পাবনা ও রংপুরে আদালতের যে সকল '৮১' আর 'জ'কার আদির সহায় হইয়াছিলেন তাহারা 'ধ'কার আদির গুণে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন আদালতের সেরেস্তা অনেকটা অনুকূল হইয়া উঠিল। কিন্তু জাল তমঃসুক বহু

কমলাবাবু বলিলেন আগে সম্পত্তির উদ্ধার, ঋণের কথা পরে দেখা যাইবে। শ্রীরাম চাকলাদার মহাশয়েরও ঐ মত

---

## ( ৪ )

আজ মোকদ্দমা দায়েরের দিন প্রথম সবজজ আদালত—রংপুর। রংপুর রংপুরই বটে রং বেরংএর কত লোক আদালতে উপস্থিত

কমলাবাবু বর্ণনা পত্র হাতে বিচারক মহাশয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক

বলিতে লাগিলেন—"আমি হুজুরের সমক্ষে এই উপস্থিত বাদী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরীর পক্ষে—

আদালতে যাহারা বসিয়া ছিল তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা ঝড় বাতাসে পালের নৌকার মতন ঝুঁকিয়া পড়িল জীবেন্দ্র ও জিতেন্দ্র বজ্রাহতের ন্যায় ; তাহাদের উকীল মোক্তারের মুখে তখন অবাধে যবের ছাতু পিষা যাইতে পারে।

কমলাবাবু বলিতে লাগিলেন "বাদী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরীর পক্ষে আমি এই বর্ণনা পত্র দাখিল করিতেছি।"

বিচারক বিবাদীর বর্ণনা দাখিল করিবার জন্য এক মাস সময় দিলেন

সুরেন্দ্রকে দেখিবার জন্য আদালতের বারান্দায় লোকের দল ভাঙ্গিয়া পড়িল কেননা পুর্ব্বেই রটিয়াছে সুরেন্দ্র মৃত এই কি প্রকৃত সুরেন্দ্র, কি জাল সুরেন্দ্র—জটলায় জেদ চলিল, জেদে খুন জখম হইবার উপক্রম

কমলাবাবু কাছারীতে আসিবার কিছু পূর্ব্বে সুরেন্দ্র বর্ম্মা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বরাবর কোর্টে এখনও সতী লক্ষ্মী শরতের বৈধব্য ঘুচে নাই—কমলাবাবু সুরেন্দ্রকে লইয়া দাদামহাশয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন রংপুর এক সহরে পাঁচ সহর বাড়ী দূরে গাড়ীতে পৌঁছিতেও দেরী হইল

শরতের আনন্দ সাবিত্রীর আনন্দ তুল্য ; সে এখন সমস্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া সুরেন্দ্রের সঙ্গে সীতার মতন বনে যাইতে পারে।

সুরেন্দ্র, আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে শরতের হাতে সোণার শাঁখা পরাইয়া দিল এই শাঁখা সে বর্ম্মায় পাইয়াছে, তাঁর স্ত্রীকে পরাইবার জন্য। কে দিয়াছে তা সে জানে না

কমলাবাবুর আনন্দ, দাদামহাশয়ের আনন্দ, জগৎমণির আনন্দ। এই সময়ে চাকলাদার মহাশয় অনুপস্থিত তিনি একজন কুচক্রী ব্যক্তিকে বেলুনে চড়াইবার চেষ্টায় বিব্রত অন্যত্র

---

## ( ৫ )

জালে এখন জেলে যাইবার দশা। এখন আপোষ ভিন্ন উপায় নাই। জীবেন্দ্র এবং জিতেন্দ্র কমলাবাবুর বাড়ীতে হাটিয়া হাটিয়া হয়রাণ—চোখের জল কত ফেলিবে, কত মুছিবে.

এক টানে পা পোষে পা পরিষ্কার হয় না, এক কথায় আপোষ অসম্ভব উকীল মোক্তারের মুন্সিদার গোলক ধাঁধায় পড়িলে উহা হইতে নিষ্কৃতি সহজ নয় এদিকে আপোষ তো পেরাক নয়, লোহার ইস্ক্রু—কষিতে হয়। দুইটী ভাইর পক্ষে ইস্ক্রু কষিবার পথ রুদ্ধ—কারণ জেল অতি কাছে, জেলের দুয়ার খোলা

মহেন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর অস্থাবর সম্পত্তির যে তালিকা হয় তাহাতে জীবেন্দ্র ও জিতেন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল সে তালিকাপত্র কমলাবাবুর হাতে সে তালিকা পত্র কোন্ এক সূত্রে "বিপত্তে মধুসূদন" স্বয়ং নারায়ণ কমলাবাবুকে দিয়া গিয়াছেন নারায়ণ না দিলে উহা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না দুই ভাইদের উকীল, সব হাল দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন

আপোষে সুরেন্দ্র নাথের ষোল আনা উদ্ধার হইল—অস্থাবর সম্পত্তি সহ

সত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ, অলঙ্কার পত্র প্রচুর সুরেন্দ্র আর বৈমাত্র ভাইদের সঙ্গে একত্র থাকা

সঙ্গত মনে করিলেন না, তাহাব বাড়ীব অংশ জিতেন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্রকে লিখিয়া দিলেন দেবেন্দ্রকে সে বড় ভালবাসে

সুরেন্দ্র শরৎকে লইয়া ময়মনসিংহে বাড়ী করিল বাড়ীতে বর্ম্মার একটা দারুশ্রী গড়িয়া তুলিল, অনেকগুলি কাঠের ঘব, ঘরগুলি অতি সুন্দর—দ্বিতল দাদামহাশয় এখন সুরেন্দ্রের পরিবারভুক্ত কমলা বাবুকে এবং জগৎমণিকে তাহাবা ভুলিয়া যায় নাই তীর্থ দর্শনেব ন্যায় তাহাবা স্বামী স্ত্রী দুই জনে কমলাবাবু এবং জগৎমণিকে প্রতি বৎসব দেখিয়া আসে

শবতের এক খেদ বহিয়াছে—কোন্ মহাপুরুষ তিনি—নরই হউন আর নারায়ণই হউন কোন্ মহাপুরুষ এমন অযাচিত ভাবে অর্থ দিয়া তাহার উপকাব করিলেন শবৎ তাঁহাকে একবার তাঁহাবে চক্ষে দেখিতে পারিল না শবৎ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিল :—

যিনি বিপদ কালে আমাকে দেড় হাজার টাকা দিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, আমার স্বামীকে তিনিই আনিয়া দিয়া আমাকে চির বৈধব্য হইতে বাঁচাইয়াছেন, তিনি একবার আসিয়া দেখা দিন্ তাঁহার ঋণ শোধ করিবার আমার সাধ্য নাই, বাসনা—তাঁহার চরণ-ধুলি লইয়া জীবন সার্থক করি।

মাস গেল, বৎসর গেল, নররূপী নারায়ণ আর দেখা দিলেন না

শরৎকামিনী "রামনিবাস" নাম দিয়া এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠিত দেবতা রাম-সীতা নিত্য পূজা হয়, নিত্য ভোগ হয়, বহু দরিদ্র অন্ধ আতুর অন্ন পায়

বৎসরের কোন এক মাসে দেখা যায়, অতি গরীবের বেশে একটী দিব্য কান্তি পুরুষ দরিদ্রের সঙ্গে বসিয়া রাম-সীতার প্রসাদ খাইতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন—ইনিই শ্রীরাম চাকলাদার

# আমিনা।

## ( ১ )

গৌবাঙ্গীর মাঠ দিনেব বেলা দেখিতে যেন সসীম সবুজ মহাসাগর। বাত্রির বেলা উহাব কূল কিনারা দেখা যায় না বলিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে ঐ বিশাল প্রান্তর, মনের মধ্যে অপার জলধির এক ভীষণ ভাব জাগাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে ঝাউবনে সোঁ সোঁ শব্দ মহাসমুদ্রেব তরঙ্গ-ভঙ্গ-তুল্য বিনিদ্র এবং বিরাম হীন। লহরে লহরে কাশফুল শুভ্র ফেণার ন্যায় প্রতীয়মান হয় সময়ে সময়ে দুই একটী নিশাচর পক্ষীর কলধ্বনি শুনিলে মৎস্য-কন্যাদেব বিরহ বিলাপ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

আজ শনিবাব, অমাবস্যা। দ্বিপ্রহর বাত্রে দশ পনর জন লোক গৌবাঙ্গীর মাঠের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া বসিয়াছে আকাশে অনন্ত নক্ষত্র বিশ্ব-প্রহরীর অযুত হস্তে অগণ্য প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে। পাছে বা নক্ষত্র সকল তাহাদেব বাক্যালাপ শুনিয়া সাক্ষীস্বরূপ অবতীর্ণ হয়, এই ভয়ে কেহই আকাশের দিকে তাকাইতেছে না, সকলের দৃষ্টিই মাটির দিকে। মাটির দিকে মুখ রাখিয়া সকলে মণ্ডলাকারে বসিয়া উপস্থিত রজনীর অভিযান স্থির করিতেছে কেহ তামাক খাইতেছে, কেহ কেহ বা চুরট ফুঁকিতেছে

সাদত আইজকা তা হৈলে শ্যাম-ঠাকুরের বাড়ীব তালাওতে মাছ ধবতি হবি

দিয়ানৎ। গেল দিনই তো তানারা সে সলা ঠিক করচাল।

মেহেরউল্লা এই কয়টা জানে কাম কাবাব হবি?

সমশের আরও আইবার নাকছে

দেলবর। আমি কই কি মিঞা, চুরীও কওতি হবি

সাদত চুরী, কি মিঞা ?

দেলবর শ্যামঠাকুরের লেড়কীলারে, জামাইবাড়ী থাইকা গেল শনিবার আইচে। কত গয়না, গয়না গতরঅ লইয়াই যুগ যায়।

মনসুর নারে মিঞা, না ডাকাইতেরা কিয়েব লাইগা চুরীর বদনাম লইব ?

রোস্তম ক্যান, ভাই সায়েব, যে গাঞ্জা খায় সে কি আর তামুক খায় না ?

মিয়াজান আইচ্ছা জবাবটা দিচস্ তুই কই থিকারে রোস্তম ? জেল থাইটা আইসা না কইছিলি আর এ কামে মাথা দিবি না।

রোস্তম হয় মিঞা, পরের ঘরে টাকা দেখ্‌লে এম্‌বাই বুঝি থাকুন যায়

মনসুর মিঞা দেলবর, চুরী যে করবা, তা তো সব গয়না। থুইবা লইয়া কই ? ধরা পড়বার লায়েক যা কামাব বাড়ী, পড় ধরা

দেলবর। ক্যান, থাইলতদার মোক্তার বাবুই তো আছে। তার কাছে থুইলেই হবো

মিঞাজান না, ওশালার বাড়ী আর না ওশালা আমাগরে পাঁচটা টেকাও এক থোকে দেয় না। আমাগোর রস খাইয়া খাইয়া, শালা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভীমঅ'ইঠা কলাগাছের মত ফুলতাছে

মনসুর তবে আইজ রাইতেই ঐ শালার বাড়ী লোট

সাদত। না মিঞা, পাইল ভাঙতি নাই শুণা নেখে আজ রাইত শ্যামঠাকুরের বাড়ী। আইজ ঠাকুর ছালায় ছালায় টাকা আইনা রাক্‌চে নাও নাঠি, সগ্‌গল ঠিক ঠাওর কইরা থুইচস নি ?

মনসুর নাও, নাঠি, বইঠা সগ্‌গল ঠিক মাল পাইলেই যমুনা পারি বাইতেই

মনসুর শ্যামঠাকুরের বাড়ীর লাগে বহুৎ নোকের বাড়ী, দাবার দেয় যদি

সাদত আল্লার নাম লইয়া মের দে

ডাকাতেরা তিনটা মশাল জ্বালিয়া আবার নিবাইল উহারা ওইরূপ জ্বালায় ও নিবায় দূর গ্রামান্তরের লোকের বিশ্বাস ওখানে ভূতে আগুণ জ্বালায় এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য উহাদের এই কাজ ভূতের ভয়ে কেহ এদিকে পা দেয় না

ডাকাতের দল ওখান হইতে উঠিয়া কিছু দূরে একটা বটগাছের তলায় গেল, নেঙট পড়িল, মুখে কালী মাখিল, গালপাট্টা বাঁধিল, দা, কুড়াল, তালা ভাঙ্গিবার কল, লোহর সিন্ধুক খুলিবার যন্ত্র সব গুছাইয়া লইল আর সঙ্গে লইল বড় বড় ঠ্যাং সহিত দুই খণ্ড পচা মাংস। সাদত সব লোক গণিয়া বাখিল

রাত্রি তখন ১টা ডাকাতের দল শ্যামঠাকুরের বাড়ী চড়াও করিল

---

## (২)

শ্যামঠাকুর মস্ত ধনী ব্যবসায়ে পুরোহিত কিন্তু চাল, কলা ও দক্ষিণায় এত টাকা হয় নাই। কারবার কর্জ্জ দাদন। টাকা কর্জ্জ দেন খাতক হইতে যখন আনেন তখন তাহার বক্ত সহিত শুষিয়া আনেন সুদ প্রতি টাকায় প্রতিদিন এক আনা, দুই আনাও আছে হাজার দশহাজারী খাতক অনেক ঘরে বন্ধকী গয়নার অন্ত নাই জমি

বেহানেব তমঃস্থক বহু  সেগুলি তো কাগজ  যখন ঐ সকল কাগজ আদালতে পরশুবামেব কুডাল হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার ঘা শামলানো উকীল মোক্তাবেব কর্ম নয়  পাক' জালিয়াতের হাতে উহাব অনেক খৎ শাং দেওয়া

রাত্রি গভীর  শ্যামঠাকুবেব বাড়ী জনপ্রাণিও জাগিয়া নাই। ডাকাতের দল প্রবেশ কবিবা মাত্র একটা কুকুর মহা শব্দে ছুটিয়া আসিল একজন ডাকাত একখণ্ড মাংস ফেলিয়া দিল  কুকুব ঐ দিকে দৌড়িল আবও একটা কুকুর আসিল  আর এক টুকবা ফেলিয়া দিল  ঐ দুইটা কুত্তা যখন এক এক খণ্ড মাংস লইয়া নিঃশব্দে চিবাইতেছিল তখন শ্যামঠাকুবেব মালকোঠাব দবজা ভাঙ্গা পডিয়াছে

ডাকাতদের বিকট চীৎকাব, মশালের আলোক এবং ঠক্‌ঠক্ শব্দে তখন বাড়ীব প্রায় সব লোক জাগিয়াছে  শ্যামঠাকুরেব নড়িবার শক্তি নাই, কথা কহিবাব সাধ্য নাই  একজন ডাকাত তার মুখে কাপড় দিয়া মুখ মাটির দিকে ঠাসিয়া ধবিয়াছে  বাড়ীর একজন লোকও সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পাবিতেছে না  ডাকাতেরা লোহার সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিয়াছে, টাকাব তোড়া মাথায় মাথায় বহিয়া লইয়া চলিয়াছে

শ্যামঠাকুরের বিবাহিতা কন্যা স্থমিত্রা এক কামবায় মার সঙ্গে নিদ্রা যাইতেছিল  কলরবে মা জাগিয়াছেন  তিনি স্থমিত্রাকে জাগাইয়া পলাইবাব চেষ্টা করিতেছেন  চেষ্টা করিতে, প্রস্তুত হইতে পাঁচ পলক নিমেষের মধ্যে একজন ডাকাত আসিয়া, বাঘ যেরূপ শিকার লইয়া পলায়, তেমনি বেগে স্থমিত্রাকে ধরিয়া লইয়া ছুটিল  স্থমিত্রার মা তখনও বাহির হইতে পাবেন নাই  আর একজন ডাকাত হাঁকিয়া বলিল—"ডরাইবান না মা, বাইর হৈয়া গেলেই পরমাদ"

স্থমিত্রার মা যেমন ছিলেন তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিলেন

আঙ্গিনাব একদিকে একথান ছনের হবিষ্য ঘর। ডাকাতেরা জানে—অনেক সময় এই সকল তুচ্ছ ঘবে গৃহস্থ মূল্যবান জিনিষ শিকায় পাতিলে লুকাইয়া রাখে এক ডাকাত মশাল লইয়া খুঁজিতে শিকায় আগুন লাগিয়া ঘরে আগুন ধরিল

এই সময়ে ডাকাতি শেষ করিবার ধ্বনি হইল যে সিন্ধুক খুলিতেছিল সে থামিয়া গেল, যে মাথায় লইবার জন্য টাকার তোড়া ধবিয়াছিল সে টাকার তোড়া রাখিয়া দিল

শ্যামঠাকুরের স্ত্রী ঘরে আগুণ দেখিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"বাবা সকল, সকল লইয়াও গেলা, শেষে পোড়াইয়াও মারলা।"

আলি আলি, জয়কালী,
হাতে মে তরোয়ার,
পীঠ মে ঢাল, রে,—রে,—রে,—

সঙ্গে ডাকাতের দল তখন ডাক ভাঙ্গিয়া পালাইতেছে

কি ভীষণ গর্জ্জন, এক জনের গলায় যেন দশটা বাঘ ডাকিতেছে। এই ডাকের অর্থ এই—ডাকাতেরা যেন অনেক কেহ যেন অগ্রসর না হয়

আবার—আলি আলি

আবার জয়কালী,

আবার রে,—রে,—রে,

অন্দর মহলেব দুইজন ডাকাতের একজনের কাণে সুমিত্রার মার কথা পৌছিয়াছিল। সে আর তিন জনকে ডাকিয়া আনিয়া আগুণ নিবাইয়া দিল

অপেক্ষা করিবার আর সময় নাই ডাকাতের দল মশাল ফেলিয়া ঘোর আঁধার পশ্চাতে রাখিয়া নির্ব্বাপিত আলেয়ার মতন অন্তর্হিত হইল

---

একটা বন্দরে যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে, একটা বাজারে যেন আগুন লাগিয়াছিল  শ্যামঠাকুরের বাড়ীর সেই দশা  উঠানে কত কাপড় আলু থালু পড়িয়া আছে, ঘরের মধ্যে কত বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গা, কত কাগজ পত্র ছড়ান। এখানে ওখানে মশালের ছাই  বাড়ীর মানুষগুলি ঝড়ে-পড়া কাকের মতন বেহাল  কর্ত্তা, কর্ত্রী, বউ, ঝি, দাস, দাসী সকলেই বিষণ্ণ—সুমিত্রাকে ডাকাতে লইয়া গিয়াছে

কুড়ি হাজার, নয় ত্রিশ হাজার টাকা ডাকাতে লইয়াছে  এ ক্ষতিতেও বা মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। কিন্তু কন্যা ডাকাতের হাতে, পিতা মাতার সান্ত্বনার পথ কি? কন্যা জামাতার নিকট জবাব কি? ইজ্জত রক্ষার উপায় কি? ইঁহাদের মনে কোনই শান্তি নাই  ইহাঁরা যেন ছেঁড়া কলার পাতার মতন হতশ্রী

পুলিশে ডাকাতির ইজাহার হইয়াছে। পুলিশ আসিয়া তদারক করিল; কোন্ কোন্ জিনিষ ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা হইল  লোকজনের জবানবন্দী হইয়া গেল  সব যেন একটা কলে চলিয়াছে  শ্যামঠাকুর কি শ্যামঠাকুরের বাড়ীর লোক রক্ত-মাংসের শরীরে যে কিছু সাহায্য করিয়াছে এরূপ বোধ হইল না

পুলিশ বিশেষ কোন [illegible] পাইল না  জিনিষ পত্র টাকা কড়িতে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি  গুরুতর ঘটনা—মেয়ে চুরী।

বড় দারোগা দিনে ফকির সাজিয়া ডাকাতির অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান। রাত্রে ছোট দারগা আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে, আজ এ বাড়ী, কাল ও বাড়ী অতিথি হইয়া তত্ত্ব লন। কখনও বা ইঁহারা

বাজরা মাথায় হাটুরিয়াদের সঙ্গে হাট করিতে যান। কিন্তু কোন উপায়ে ডাকাতির কুল কিনারা করা গেল না।

ডাকাতির পরদিন রাত্রি এক প্রহরের সময় সুমিত্রা খিরকী দুয়ার দিয়া চুপে চুপে চোরের মতন মার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—একাকী মা তো আকাশের চাঁদ পাইলেন। সুমিত্রার হাতে গহনার পুটলী—পাঁচশত টাকার গহনা। একগাছি মালা বাদে আর সব গহনা ঠিক আছে। বিষাদে শ্যামঠাকুরের বাড়ী আঁধার হইয়া গিয়াছিল, সুমিত্রার আগমনে উহা দীপান্বিতার মতন আলোকিত হইয়া উঠিল।

ডাকাতের হাতে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—ব্রাহ্মণের বিবাহিতা মেয়ে। কিরূপে মান সম্ভ্রম ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইবে, বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজন। সুমিত্রা যে ফিরিয়া আসিয়াছে—সে সংবাদ মা ও বাপ ভিন্ন কেহ জানিল না, তাঁহারা আর কাহাকেও জানাইলেন না। সুমিত্রা এক গুপ্ত ঘরে বন্দিনীর ন্যায় গুপ্ত থাকিল।

সুমিত্রা এইমাত্র বলিয়াছে আধা রাত্রি ও একদিন তার চোক বাঁধা ছিল। তাহাকে ফল মূল খাইতে দিত, কে দিত তা সে দেখে নাই। চোক্ বাঁধিয়া তাহাকে কে বাড়ীর নিকট রাখিয়া যায়। পথ চিনিয়া সে একাকী বাড়ী আসিয়াছে।

---

## ( ৪ )

শ্যামঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদ বিহারী এম এ কলিকাতায় ল পড়ে এবং হাই কোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীলের আর্টিকেল ক্লার্ক। এই ডাকাতির টেলিগ্রাম পাইয়া সে বাড়ী আসিয়াছে। সে যে দিন বিকালে বাড়ী আসিয়াছে সুমিত্রাও সেই দিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়াছে।

পুত্রের আগমন এবং কন্যার উদ্ধার —একই দিনে উভয় ঘটনার সংযোগে পিতা মাতা এই বিপত্তির মধ্যে অনেকটা শান্তি পাইয়াছেন।

সুমিত্রা বান্দনী সে ঘর হইতে বাহির হয় না চন্দ্র সূর্য্য তাহাকে দেখিতে পায় না মাছির বাক্‌শক্তি না থাকিলেও সে টেলিগ্রাফের হরকরা, লাল সাইকেলে চড়িয়া গ্রামের ঘরে ঘরে তাড়িতবার্ত্তা বহন করে। কোন্ শ্বেত মাছিতে সংবাদ দিয়াছে - সুমিত্রা বাড়ী ফিরিয়াছে, সে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিল, ডাকাতেরা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া, অপমান করিয়া, কেবল মাত্র প্রাণটী রাখিয়া তাহাকে বাড়ীর নিকট মাঠে ফেলিয়া গিয়াছিল ; ঠাকুর বাড়ীর এক রাখাল তাহাকে সেখান হইতে তুলিয়া আনিয়াছে এই সংবাদ শাখায় পল্লবে, মূলে, উপমূলে, শিবপুর সরকারী বাগানের বটগাছ অপেক্ষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে

সুমিত্রার স্বামী-গৃহে সংবাদ পৌছিয়াছে। স্বামী ভবানীপ্রসাদের মনের ভাবের বর্ণনা অনাবশ্যক শ্বশুর তারিণীপ্রসাদ, জাতি কুল আচারের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন সামাজিক লোক শ্যামঠাকুরের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহারা এই ঘটনায় প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ পাইয়াছে সুমিত্রা সম্বন্ধে জনবাদের অন্ত নাই বিনোদ কাহার মুখ বন্ধ করিবে ? কিন্তু এই বিপত্তিতে সেই একমাত্র মধুসূদন

বিনোদ কলিকাতার প্রসিদ্ধ উকীলের আর্টিকেল ক্লার্ক সেই সূত্রে বহু বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের সঙ্গে পরিচিত। তাহার প্রকৃতি মধুর, ইংরেজী বলিবার শক্তি অসাধারণ এবং অতি সুন্দর সে যখন কথা বলে তখন মনে হয় যেন সদ্যঃ প্রস্ফুটিত যুঁইফুল শুভ্র সৌন্দর্য্য এবং সুবাস ছড়াইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। রূপে ও গুণে সে ঐ সকল উন্নতিশীল সমাজের মহিলাগণের অতিশয় প্রিয় পাত্র আপন গৃহ পরিবারে হইতে না

পারিলেও বিনোদ মহিলাগণের মুক্ত ভাবের পক্ষপাতী। সুমিত্রা অন্তঃপুরিকা ; তাহার উপর বর্ত্তমান অবস্থানুসারে একবারে বন্দিনী বিনোদ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে

বিনোদের মহিলা রাজ্য তো অন্তঃপুর অন্তঃপুরেই সে বাল্যে লালিত পালিত হইয়াছে এস্থানে অবগুণ্ঠনেরই রাজত্ব, মূক বধির অঙ্গনাগণেরই এস্থান বিখ্যাত বিদ্যালয় বিনোদের মতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুর হস্তসঙ্কেত এবং চুম্‌কারের চিড়িয়াখানা ছোট দুই ভ্রাতৃ-বধূ—তাহারা বালিকা এবং চক্ষুর অন্তরালে গ্রামের গৃহিণী এবং বধূগণ—যাঁহারা কৌতূহল-বশে বা সমবেদনা দেখাইবার জন্য সমবেত হইতেছেন, তাঁহারা বিনোদের সঙ্গে আকারে ইঙ্গিতে কথা কহেন বিনোদ ভরসা করিয়াছিল, ইহাঁদের নিকট হইতে সুমিত্রার অপবাদ খণ্ডনের সহায়তা পাইবে কিন্তু সে দিকে ভরসা অল্প। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল—তাঁহারা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণের প্রায়শ্চিত্ত বিধি এবং প্রায়শ্চিত্ত বিবেক লইয়া ব্যস্ত

বিনোদের সমক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের অবগুণ্ঠন নির্ব্বাকতা এবং অনুচ্চ-ভাষিতা তাহার চিন্তার একটা দিক্ খুলিয়া দিয়াছে কলিকাতার ঐ মুক্ত পরিবারের মুক্ত ভাব, আর এই পল্লীগ্রামে বদ্ধ পরিবারের এই বন্দী ভাব সেখানে সবই দেখা, সবই জানা, এখানে সবই যেন অজ্ঞাত, সবই যেন অগোচর অগোচর অজ্ঞাতের অন্তরালে যে একটা অসীম অনন্ত রহিয়াছে, যাহা বুঝা যায় অথচ বুঝা যায় না, দেখা যায় অথচ দেখা যায় না, অতৃপ্তিতে তৃপ্তি, তৃপ্তিতে অতৃপ্তি, অনন্তের কি এক আভাস, পল্লীর লতা গুল্মের পা ধুইয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় কত শান্ত, কত সুন্দর। এই অন্তঃপুরের এই অন্তরালের, এই মায়াপুরীর মোহ বিনোদকে পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের মুক্ত মমতার মন্ত্রণা ব্যতীত তো তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নাই

বিনোদ ভাষার মোহিনী মূর্ত্তি ধরিল কি সুমিষ্ট তার কথা কথায় কথায় যেন বেল বকুল, যুঁই জাতি মাতৃভাষায় তাহার মুখ হইতে ফুটিয়া পড়িতেছে সে দূরে দাঁড়াইয়া একদিন সমবেত বধূগণ সমীপে এমনই আকুল মিনতি জানাইল, বধূগণ সুমিত্রাকে পূর্ব্বের ন্যায় বরণ করিয়া লইতে আর আপত্তি জানাইতে পারিলেন না পল্লব ধরিয়া সে শাখা নুয়াইয়া ফেলিল গৃহিণীগণ বধূগণের অনুসরণ করিলেন সুমিত্রা পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল, অন্তঃপুরে সে মুক্তি পাইল।

কিন্তু সুমিত্রার শ্বশুর বাড়ী ভবানী প্রসাদ যাহা শুনিয়াছে তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, তার স্ত্রী সুমিত্রা নিষ্পাপ পিতা তারিণী প্রসাদ সহজ পাত্র নহেন দস্যুগণ চল্লিশ হাজার নিয়াছে, তিনি আর দশ হাজার ডাকাতি করিবার চেষ্টায় আছেন

বিনোদ সুমিত্রার শ্বশুর বাড়ী গেল, তাঐ মহাশয়কে রাজি করিবার জন্য অনেক যত্ন করিল, সফল হইল না

এদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কয়েক জন ডাকাত ধৃত হইয়াছে উহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ঐ স্ত্রীলোক আপন নির্দ্দোষতা দেখাইবার জন্য সুমিত্রাকে সাক্ষী মানিয়াছে তারিণী প্রসাদ বিনোদকে এই সাক্ষ্যের ফল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন

এই কথার পর বিনোদের আর অন্য বিনয় অনুনয়, অনুরোধ উপরোধের পথ থাকিল না

---

## ( ৫ )

একমাস পরে পুলিশ ৪ জন আসামী চালান দিয়াছে বোস্তম, রহিম এবং কিফাতুল্লা এই তিন জন ■ বোস্তমের স্ত্রী আমিনা এক জন

রোস্তম বিশাল পুরুষ যেমি তার হাতের গড়ন, তেমি তার পায়ের গোছা, সিনা কত বড়, গলা ষাঁড়ের মতন, চোকে কেমন তেজ, মাথা কত মস্ত দাড়ী ঘন ও খাট ছাটা মোছ যেন দুইটা বড় বড় খণ্ড ৎ লেজে লেজে জুড়িয়া তাহার নাকের নীচে মুখের এপাশে ওপাশে ঝুলিয়া আছে রোস্তম ৫½ ফুট আমিনা ৫ ফুট—কালো কুচ্ কুচে তার শরীর, কালো কুচ কুচে তার চুল, ঘন ও দীর্ঘ। চোক আকর্ণ বিস্তৃত। ধসমের উপ-যুক্ত জরু

ডেপুটী মেজিষ্টেটের কোর্টে আসামীরা কোন জবাব দিল না কতক-গুলি সাফাই সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। আমিনার পক্ষে অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে সুমিত্রা সাক্ষ্য দিল ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা সেসনসে সোপর্দ্দ করিলেন

সেসনসে সুমিত্রার চূড়ান্ত সাক্ষ্যের উপর দুইটী ব্রাহ্মণ পরিবারের মান সম্ভ্রম ঝুলিতে লাগিল

---

## ( ৬ )

সেসনস কোর্টে জুরীর বিচার বহু সাক্ষী বহু সামগ্রী সেনাক্ত মোকদ্দমা অল্প দিনে শেষ হইবার নয়, অল্প দিনে শেষ হইলও না আসামীদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ডাকাত আদালতে দর্শক ধরে না।

ডাকাতির আস্কারা সম্বন্ধে তদারককারী পুলিশের উক্তি এই :—

'আমি নানা ছদ্ম বেশে এই ডাকাতির তদারক করি একদিন কয়েক জন রাখালের সঙ্গ লইয়াছিলাম। এক রাখাল আর এক রাখালকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"তুই ঐ দানা কৈ পাই চলি " উত্তর—"ক্ষেতের বাতরঅ" আমি দানার খোজ লইলাম, দানা রাখালের নিকট হইতে

আদায় করিলাম দানা কামরাঙ্গা দানা একটী খুঁজিতে দুইটী বাহির হইয়া পড়িল রাখালের দ্বারা স্থা ঠিক করিয়া লইলাম, ঐ দুই দানার ঠাঁই লক্ষ্য করিয়া চলিলাম, ক্রমে দানাগুলি পথ দেখাইয়া চলিল। রহমানের বাড়ী আসিয়া শেষ দানা আমি সুযোগ মত রহমানের বাড়ী ঘেরাও করিলাম ওদারকে বাহির হইল—আমিনা ঐ রাত্রে তার বাপ রহমানের বাড়ী ছিল

রহমানের স্ত্রী আমিনার মা বলিল —'আমিনা নিশা রাত্রে একটা মাইয়া আনচিল, একদিন রাখচিল, আমার কলা গুলা সব ওরে খাওয়াইচিল তাঁর বাদে কি করচিল জানি না '

পুলিশ দানা গুলি সেনাক্ত করিল

সুমিত্রার সাক্ষ্য—'আমি ডাকাতির রাত্রে মার ঘরে মার সাথে ঘুমাইয়া ছিলাম মা আমাকে জাগাইয়া চিল্লাইয়া কইলেন ডাকাত পড়চে, শিগ্‌গির চল, পলাই আমার চোকে তখনও ঘুম আমি চইমকা যেম্নি খাবাই লাম অম্নি একজন আমারে সাপটাইয়া ধৈরা তার বুকের উপর তুইলা দোড় দিল আমার মাথা তার পীঠের দিকে, আমি তার পীঠে এক কামড় মারচিলাম তারপর আমার জ্ঞান আচিল না পরের দিন সকালে আমি জাগলাম। আমার চোক বাঁধা আছিল আমারে এক ঘরে রাখচিল আমি কোন বেটাছাইলার শব্দ শুনি নাই মাইয়া লোকের কথা শুনচি তারা আমারে বিচা কলা খাইবার দিচিল ' উকীলের প্রশ্নের উত্তরে—'যখন আমারে ধইরা বুকের উপর তুলচিল তখন তারে মাইয়া লোক বৈইলা মনে হৈচিল আমি যখন হেচড়পেচড় করতাছিলাম তখন তার চুল খুইলা গেচিল চুল মাইয়া লোকের মত লম্বা '

মালার দানা সেনাক্তে বলিল—'এই মালার দানা আমার ওর সব গুলা দানায় এক একটা ছোট ■ খোদা আছে।'

জজ, জুরী উকীল মোক্তার ও অনেকে দেখিলেন সুন্দর ছোট ছোট ভ ভর'নী'র ভ

আমিনার স্বপক্ষে উক্তি ঃ 'আগের নাইতে আমার খসম একজনের সাও সলা করচা' ওরা সুমিত্তিরারে ( সুমিত্রা ) চুরী কববো আমার বাপ শ্যাম ঠাকুরের বাড়ী চাকর আছাল আমি বাপজানের সঙ্গে ঠাকুর বাড়ী যাইতাম সুমিত্তিরারে কোলে কাখে লইতাম ওরে আমি খুব পেয়ার করতাম, ও আমারে পেয়ার করতো শুইনা আমি মন করলাম আমি ডাকাতিতে জামু এম্নি জামু যে, আমারে কেউ চিনবার না পারে ওরা যেম্নুম ঠাকুর বাড়ীতে ঢোকে আমি সেম্নুম ঢুকচিলাম। আমি গাল পাট্টা বাঁইধা মালকোচা মাইরা গেচিলাম। সুমিত্তিরারে লইয়া আমি পলাইচিলাম বাপজানের বাড়ী আমাগোর বাড়ী থনে আধ পবের পথ আমি সুমিত্তিরারে বাপজানের বাড়ী লইয়া থুইচিলাম। বামুনের মাইয়া, তারে কলা খাওয়াইয়া রাখচিলাম চিনবার না পারে, কইয়া না দেয়, এর লইগা চোক বাইন্ধা থুইচিলাম। পর দিন নাইতে ওর বাড়ীর কাছে ছাইড়া দিচিলাম '

প্রশ্নের উত্তরে 'আমার খসমেরে সলা করতে শুন্‌চি ডাকাতিতে গেছাল কিনা কইবার পারমু না তার আর একবার জেল হৈচাল। জেল খাইটা আইয়া কইচাল আর এ কামে যাইবো না '

প্রশ্নের উত্তরে—'সুমিত্তিরা আমার পীঠে কামড় মারচাল '

দাঁত বসিয়াছিল, দাগ ছিল ; জজ ও জুরী দাগ দেখিয়া লইলেন

আমিনা যে নির্দোষ, জজ এবং জুরী কাহারও সন্দেহ থাকিল না। ৪ জনের মধ্যে কিফাতুল্লার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হইল না রোস্তম ও রহিমের জেল হইল আমিনা মুক্তি পাইল আমিনা যখন আদালতের বাহিরে আসিল তখন তাহাকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় কত। স্বামীর

জেলে তাহার দারুণ ব্যথিত চিত্ত জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল

অনেক লোক ডাকাত্নী দেখিবার জন্য আমিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল বলি, এমন ডাকাত্নী স্বর্গে থাকিলে স্বর্গেরও শোভা বাড়ে

---

( ৭ )

সুমিত্রার যে জাতি যায় নাই ইহা সকলেই প্রবোধ পাইয়াছেন কিন্তু মুসলমানী স্পর্শ, মুসলমান গৃহে বাস, উহার প্রায়শ্চিত্ত চাই

পণ্ডিতের হাতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, ইনি পাতি দেন তো তিনি দেন না, তিনি দেন তো উনি দেন না তারিণী ভট্টাচার্য্য তখনও দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছেন

বিনোদ আপনার গ্রাম, অপর গ্রাম, তারিণী ভট্টাচার্য্যের গ্রাম হাটিয়া হাটিয়া হয়রাণ এ পাতি তো নয়—পয়সার ফিকির বিনোদ সে অঞ্চলের জমিদার—আপনাদের জমিদার 'মহারাজার' শরণাপন্ন হইল মহারাজা ব্রাহ্মণ, সৎসাহসী, বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিমান তিনি এই সঙ্কটে সহায় হইলেন

মহারাজা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্য সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকের এক সভা আহ্বান করিলেন মুসলমান প্রজাদিগকে সভায় থাকিতে বলিলেন তিনি আমিনাকে পর্দার আড়ালে উপস্থিত থাকিতে হুকুম দিয়াছিলেন আমিনা আসিল না, বলিয়া পাঠাইল সে পর্দানসিন মুসলমানী, খসম জেলে, সে রাজসভায় উপস্থিত হইবে না, মহারাজ অন্য সময়ে তলব দিলে সে মহারাজের আদেশ তামিল করিবে

মহারাজা তাহাকে আর তলব দিলেন না

মহারাজা সমবেত সভায় বলিলেন—"মুসলমানী স্পর্শদোষ এবং মুসলমান গৃহে বাস সুমিত্রার দৈব, উহার প্রায়শ্চিত্ত ও দৈব হওয়া উচিত ব্রাহ্মণগণ দেবতা, তাঁহারা প্রসন্ন হইলেই সুমিত্রার দৈব প্রায়শ্চিত্ত হয় সুমিত্রার যদি অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া থাকে সে অপরাধ আমি গ্রহণ করিলাম "

মহারাজার এই উক্তির পর কেহ দ্বিমত করিতে সাহসী হইল না

মহারাজা আমিনা সম্বন্ধে বলিলেন—"আমার জমিদারীতে কোনো হিন্দু নারীর আমিনার তুল্য সাহস আছে কিনা জানি না এমন যার প্রাণ, এমন যার ভালবাসা এবং উপকার-বুদ্ধি তার গৃহবাস, তার স্পর্শ কি দোষের ? এমন ডাকাত্নী এমন মুসলমানী ধন্য আমার মাটি আমিনার পায়ের ধূলায় ধন্য হইয়াছে আমিনা তাহার আপন মহিমাগুণে জাতি-ধর্ম্ম এবং নারীধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া সকলের বরণীয়া এবং সর্ব্বত্র চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবে "

আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকে একটু অগ্রসর হইয়া একটী সংকীর্ণ দুয়ারের মধ্য দিয়া দেখিলাম—ভিতরের দিকে প্রাচীর-আঁটা আঙ্গিনায় কয়েকটী লোক কথাবার্ত্তা বলিতেছে উঁকি ঝুঁকি দিতে দেখিয়া এক জন বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বৃদ্ধের পায়ে খরম, গায়ে গৈরিক বস্ত্র, কান্তি গৌর, শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং শুভ্র তিনি বলিলেন—"এই দিকে আসুন্ " আসুন বলিয়া আমাদের জুতার দিকে তাকাইতে লাগিলেন আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম এক জন ভৃত্য আসিয়া জুতা যথাস্থানে রাখিয়া দিল বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে ঐ আঙ্গিনায় লইয়া গেলেন

---

## ( ২ )

রামনিবাসের সম্মুখের আঙ্গিনা যেমন পাথরে বাঁধা, ইহাও তেমনি মধ্য স্থানে একটী সমাধি উহার চারিদিকে ছোট বড় ফুলের গাছ। অদূরে বসিয়া কয়েক জন লোক রক্ত চন্দন ঘসিতেছে সম্মুখে অনেক গুলি তামার টাট

বৃদ্ধ বলিলেন—"দু'বৎসর হইল রামশরণ বাবুর স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার আদেশ মত আজ কুমারী পূজা আপনারা স্নান আহার করুন্ যে জন্য আসিয়াছেন ক্রমে তাহা দেখিতে পাইবেন।"

এক জন ভৃত্য তৈল, তোয়ালিয়া এবং তিন খানি কোঁচান নূতন ধুতি আনিয়া দিল তৈল মাখা হইলে আমাদিগকে ঐ আঙ্গিনার পাশের পুকুরে লইয়া গেল পুকুরটী ছোট হইলেও অতি সুন্দর স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, ঐ সমাধির চারি পাশে নানা রং-এর শাড়ী-পরা বার হইতে চৌদ্দ বৎসরের কুমারীসকল এক এক আসনে

বসিয়াছে প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী দীপ ও ধুনচী ধূপের সুগন্ধ শুভ্র শিখা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে যেন কাহার উদ্দেশে উড়িয়া যাইতেছে। সূর্য্যের আলোকে এবং এই সুন্দরী বালিকাদের পাশে বসিয়া দীপগুলি অতি মলিন দেখাইতেছে

বৃদ্ধ আসিয়া প্রত্যেক কুমারীর পায়ের তলে ভক্তি সহকারে সদ্যঃ রক্তচন্দন-মাখা এক এক খানি টাট পাতিলেন, তাহাদের কপালে রক্তচন্দন মাখাইলেন, প্রত্যেকের পায়ে স্থলপদ্মের অঞ্জলি দিলেন। প্রত্যেকে এক একটি ফুলের তোড়া পাইল সঙ্কোচে অনেক কুমারীর মুখ স্থলপদ্মের মতন লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ সাতবার সমাধি প্রদক্ষিণ করিলেন, কুমারীদিগকে একবার একজন ভৃত্য একখানা খাতা ও একটী কৌটা লইয়া আসিল। বৃদ্ধ কৌটা হইতে কতকগুলি সোণার অঙ্গুরী বাহির করিয়া খাতা দেখিয়া ১০।১২টী কুমারীর হাতে পরাইয়া দিলেন। কৌটায় অনেক সাইজের অঙ্গুরী ছিল; বাছিয়া বাছিয়া দিলেন, প্রত্যেকের আঙ্গুলেই উত্তম মানাইল আমি একটী অঙ্গুরী বাছিয়া লইয়া দেখিলাম—ছাপে ক্ষোদা "সেবা"। বৃদ্ধের দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন—"সব কথা পরে হইবে " এই বলিয়া তিনি সমাধির সম্মুখে সাতবার এবং কুমারীদের সম্মুখে একবার প্রণত হইলেন, বার বার মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা।"

বৃদ্ধকে অন্য কোন মন্ত্র পড়িতে শুনিলাম না ইহাই সম্ভবতঃ কুমারী পূজার একমাত্র মন্ত্র একজন বৃদ্ধ একটী সোণার কৌটা লইয়া আসিল। টাটের রক্তচন্দন তখন শুকাইয়া গিয়াছে বৃদ্ধ প্রত্যেক টাট হইতে চন্দন-রেণুগুলি ঐ কৌটায় তুলিয়া লইলেন কৌটার উপর এক টুকরা কাগজে লিখিলেন—"দ্বিতীয় বর্ষ ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩১৯।"

ইহার পর সব কুমারী আসন ছাড়িয়া উঠিল, রামনিবাসের উপরের তলায় ভোজনার্থ চলিয়া গেল আমরা জলযোগের জন্য যাহা পাইলাম তাহা প্রচুর ও উপাদেয় অনুমান করিলাম কুমারী ভোজন কুমারী পূজার অনুরূপই হইয়াছে কুমারীগণ আহার করিয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল আমাদের মধ্যাহ্নের আহার অতি উত্তম হইল আমাদের জন্য একটী কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল আমরা সেখানে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম বৃদ্ধ একবার আসিয়া বলিয়া গেলেন "মাঝিকে খাবার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে"

জিতেন ও পরেশ ঘুমাইয়া পড়িল আমার নিদ্রা আসিল না

---

## ( ৩ )

যখন ৩।৪ দণ্ড বেলা আছে তখন আর দু'জন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন বৃদ্ধ আমাদের পাঁচ জনকে লইয়া উপর-তলায় গেলেন, দুয়ার জানালা খুলিয়া দিলেন ঘরটী অতি প্রশস্ত ঘরের সমস্ত আয়োজনপত্র অতি পুরাতন পুরাতন খাটের পুরাতন পায়া দড়ি ও বাঁশ দিয়া বাঁধা দেয়ালে একটী বাজা-ঘড়ী—উহার মেহগনির বার্ণিস চটিয়া গিয়াছে এক দিকের তাকে সারি সারি চটী জুতা ছোট বড় অনেক—কত কালের, কলিকাতার ও কটকের বাঙ্গলার ও বিলাতের হাফ বুট, ফুল বুট সারি সারি সাজানো আছে। অন্য দিকে কতকগুলি ঢাল, তলোয়ার, তীর, তূণ ও সড়কী এক পাশের একটী আলমারীতে কতকগুলি শিশি ১,২,৩ করিয়া নম্বর দেওয়া শিশির মধ্যে কিছু কিছু ধুলা। একটী সোণার কৌটায় এক গাছি চুল এবং একটী সোণার তার একটী বাক্‌সে কতকগুলি শুকনো ফুল। দেয়ালে রামশরণ

বাবুর একখানি তৈল-চিত্র—সুগঠিত সুপুরুষ, বার্দ্ধক্যেও পৌরুষ-চিহ্নের অপচয় হয় নাই।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে বৃদ্ধ আমাদিগকে ছাতে লইয়া গেলেন প্রশস্ত ছাতে সুপ্রশস্ত একখানি আর্শি পাতা আমরা পাঁচজনে পাশে দাঁড়াইয়া মুখ দেখিতে লাগিলাম আর্শির স্থানে স্থানে যেন রামশরণ বাবুর মুখ দেখা যাইতে লাগিল পরেশের এবং অপর দু'টী বাবুর মুখে খুব ভয়ের চিহ্ন অদূরে গাছের পর গাছের সারি, মাথার উপর ঘন পল্লবিত অশ্বত্থের শাখা আকাশ ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে আমরা নামিয়া নীচে আসিব, এমি সময় মচ্ মচ্ করিয়া জুতা পায়ে কে একজন যেন বীর দর্পে ছাতে উঠিয়া আসিল দৈত্যের মতন অশ্বত্থের শাখাটা সজোড়ে নড়িয়া উঠিল। একটা অগ্নিমুখ তীর ছাত হইতে নক্ষত্রবেগে পূবের আকাশে ছুটিয়া গেল। পরেশ তখন কাঁপিতে ছিল। আমি তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। এই সময়ে নাকিসুরে শুনা গেল :—

শঙ্করী ( অস্পষ্ট ) উড়িবে

( অস্পষ্ট ) নখে তুলে লবে—

( অস্পষ্ট ) মা আমার যখন যাবেগো প্রাণ

কৃপা করে ( অস্পষ্ট ) রাঙ্গা চরণ দুখানি

অশ্বত্থের ডালটা আবার নড়িয়া উঠিল অল্পক্ষণ পরেই ঐরূপ সুরে শুনা গেল—"শেষের সে দিনে ( অস্পষ্ট ) উঠিবে পুলকে জাগিয়া" তারপর কাতর কান্না। অবশেষে—

ধ্বনি—মা—মা—মা—

উত্তর—বাবা—বাবা—বাবা

কাকা—কাকা—কাকা

বাবা ও কাকা শব্দের স্বর ভিন্ন হইয়াও এক এবং অতি মধুর মা—মা—মা অতি সকরুণ

আবার ডাক নড়িয়া উঠিল আবার জুতার শব্দ হইতে লাগিল আবার তীর ছুটিল ছাতে দাঁড়াইতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। আমরা শুকনো গলায় বৃদ্ধকে বলিলাম—"নীচে লইয়া চলুন" বৃদ্ধ দোতালায় সেই কামরায় লইয়া গেলেন কামরায় বাতি জ্বলিতেছিল। আমরা উপস্থিত হইবামাত্র বাতি নিবিয়া গেল বৃদ্ধ আমাদিগকে পাশের একটা ঘরে লইয়া গেলেন সে ঘরে বাতি ছিল বাতিতে ভয় গেল না, সকলে আড়ষ্ট কি আশ্চর্য্য, বড় কামরার মেজেতে দেখিলাম রামশরণ বাবু দাঁড়াইয়া—তাঁর একহাতে সোণার তার, আর এক হাতে কালো চুল আঁধারে কালো চুল ও সোণার তার দেখিতেছি কি করিয়া? কিন্তু দেখিতেছি

রামশরণ বাবু চুলে ও তারে হাত ফের করিতেছেন আর যেন নিবিষ্ট হইয়া পরীক্ষা করিতেছেন—সোণার তার সুন্দর, না কালো চুল সুন্দর তৎপর কিছু দেখা গেল না অল্পক্ষণ পরে একটা আলমারীর কপাট খুলিয়া গেল, একটা শিশির কর্ক খুলিবার শব্দ হইল খস্ খস্ শব্দ—যেন কিছু মাখার মতন কয়েকটা শব্দ শুনা গেল—'ধুলি' 'চন্দন' 'পদচিহ্ন'

রামশরণ বাবুর বাবড়ী চুল। আবার তাকে দেখা গেল কাচের চুড়ি-পরা রোগে শীর্ণ একখানি হাত, রামশরণ বাবুর মুখের উপরের আলু থালু বাবড়ীর গোচ্ছা সরাইয়া দিতেছে সহসা ধ্বনি হইল—মা, মা, মা উত্তর—বাবা—বাবা—বাবা, কাকা—কাকা এই যে আমি

পরেশ ও অপর দু'টী বাবু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জিতেন না পড়িলেও প্রায় সংজ্ঞাহীন হঠাৎ ঐ বড় কামরার বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল

এদিকে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাঁহার হাতের কমণ্ডলু হইতে তিন জনের চোকে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন কিছুক্ষণ পরে উহাদের চৈতন্য হইল ওদিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ধপ্ করিয়া একটা ঝুড়ি আসিয়া মেজেতে পড়িল। এগিয়ে যাইয়া দেখিলাম—কার্ত্তিক মাস, কিন্তু ঝুড়িভরা পাকা আম আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম কলিকাতায় হোসেন খাঁ এবং চটসাইর অনেক বৈঠকে অ-দিনে অ বেলায় বেদানা সন্দেশ ইত্যাদি আনিয়া দিবার কথা শুনিয়াছিলাম? আমার উহা মনে পড়িয়া গেল; তারা তবুও মানুষ, এ যে ছায়া ছায়াই বা কি করিয়া বলিব? আমি ঐ আমগুলির কয়েকটা পরেশ, জিতেন ও অপর দু'টী বাবুকে দিলাম বৃদ্ধ নীরব। তিনি সকলকে তাড়াতাড়ি নীচে আমাদের শুইবার ঘরে লইয়া গেলেন, বলিলেন, "কোন ভয় নাই"

রাত্রিতে পরেশ প্রভৃতির আহার হইল না, তাহারা ঘুমাইয়া রহিল রাত্রি যখন দশটা, তখন বৃদ্ধ আমাকে ডাকিলেন আহার প্রস্তুত খাইতে বসিয়া এই ভৌতিক কাণ্ড সম্বন্ধে বৃদ্ধকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম তিনি সবগুলি প্রশ্ন শুনিয়া রামনিবাসের অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু তখন সব কথা বলিবার সময় হইল না

আহার করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুইলাম বৃদ্ধ বলিয়া গেলেন—'ঘরের বাতিটা যেন জ্বালানো থাকে, নিবাইবেন না'

আমার একবত্তিও ঘুম হইল না মাঝে মাঝে শুনিতে লাগিলাম—'মা-মা মা, কাকা,—কাকা, বাবা-বাবা এই যে আমি' অনেকবার এইরূপ শুনিয়া ঘড়ী খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম প্রত্যেক পনর মিনিট পর পর এইরূপ ধ্বনি হইতেছে

তখন দশমীর চন্দ্র অস্ত গিয়াছে আঁধারে এদিকে ওদিকে মা মা কাতর কান্নায় যেন আকাশ ছাইয়া ফেলিল, বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল।

এমন করুণ, এমন মধুর মা মা ধ্বনি আমি আর শুনি নাই সে ধ্বনি ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌছিল, আমাকে আকুল করিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম পাছে আমার কান্নায় উহারা জাগিয়া উঠে এই আশঙ্কায় বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম।

---

## ( ৪ )

বালিশে মাথা রাখিবার পর আমার একটু তন্দ্রার মতন হইল, ভাল ঘুম হইল না। ভোরে পাখীর প্রথম কলরবেই সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অতি মিষ্ট বাতাস বহিতেছিল আমি গ্রামখানি দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম

গত রাত্রিতে বিজয়া গিয়াছে। বহুরাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিয়া লোকগুলি তখন ঘুমাইয়াছিল পথে অধিক লোক দেখিলাম না। অত্রপুর গ্রাম উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক ঘর লোকের বসতি মিশ্রিরপাড়া নামে একটী পাড়া আছে, ঐ পাড়ায় পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত কয়েক ঘর মিশ্র তিন চারি পুরুষ হইল বাস করিতেছেন

গ্রামখানি বেড়াইয়া রামনিবাসের দিকে আসিতেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছেন তিনি আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আসুন মহাশয়, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

বৃদ্ধের নাম উমেদচাঁদ মিশ্র, বয়স অনুমান সত্তর পঁচাত্তর হইবে বৃদ্ধ হইলেও দৃঢ়কায় এবং বলিষ্ঠ। মিশ্রঠাকুর আমাকে ডাকিয়া রাম-নিবাস ভবনের উপর তলায় পূর্বের বারান্দায় লইয়া গেলেন; একটী কুঠরীর তালা খুলিয়া আমাকে তাঁর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন।

ঘরখানি ছোট হইলেও অতি সুন্দর সাজান। একটী গ্ল্যাসকেস আলমারীতে নানা রঙ্গের শাড়ী ভাঁজ করা ঝুলান আছে অনেকগুলি ফুল ও ফল কুলঙ্গিতে শুকাইয়া আছে একদিকের দেয়ালে লাল চন্দন মাখা কাগজে যুগল পদচিহ্ন আয়নাব মতন আঁটা। এই সব দেখিতেছিলাম, এম্নি সময়ে মিশ্রঠাকুব একটী লোহাব সিন্ধুক খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'আপনার চাদবখানি সাদা, কোটটী সাদা, ধুতি, জুতা, লাঠী সব সাদা, ছাতাটীও সাদা দেখিয়াছি সাদা চুল এবং দাড়ি গোঁফে এই সব সাদ অতি সুন্দর মানাইয়াছে আপনার মনটীও সাদা হইবে বলিয়া আপনার প্রতি আমার কেমন একটা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তাই আপনাকে এই দলিলখানি পড়িতে দিলাম। পড়ুন্, যা বলি শুনুন।"

কাগজখানি রামশরণ বাবুব উইল—উমের চাঁদ মিশ্রের বরাবরে রামশরণ মিশ্রের স্বকৃত স্থাবব সম্পত্তির আয় বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা। এই কুড়ি হাজার টাকা তিনি এক সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়া মিশ্রঠাকুবকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এক্সিকিউটার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন উহাতে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের কথা আছে, তার মধ্যে রামশরণের শ্মশান-ভস্ম স্থাপন করিয়া যে সমাধি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে সেই সমাধির সম্মুখে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন কুমারী পূজা ও কুমারী-ভোজন প্রধান। আমি উইলখানি পড়িয়া বলিলাম—"এখন কি জিজ্ঞাসা করিবার করুন্ "

তিনি উত্তর না দিয়া সম্মুখের দেয়ালে একটী বড় কুলুঙ্গীর মুখের পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন শারদীয় প্রভাতে স্নিগ্ধ সেফালি সুরভি উজ্জ্বল ঊষার ন্যায় একখানি দৃশ্যপট উদঘাটিত হইল কুলুঙ্গীতে একটী বালিকার তৈল-চিত্র ওহো কি চক্ষু! এ তো চিত্র, চাহনে জানি কত শান্ত,

শীতল এবং উজ্জ্বলই" না ছিল! কি ভ্রূ! কুঞ্চনে কোপের ছলে বুঝিবা রূপের বামধনুক প্রকাশ করিত, কিবা অধর! স্পন্দনে কিবা দিকপ্লাবী প্রফুল্ল মাধুরীই ছড়াইয়া দিত। কিবা গ্রীবা! হেলনে না জানি উহার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাই দেখা যাইত কৃষ্ণ কুঞ্চিত চিকুর! সরল পবিত্র মুখশ্রী—'মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা, প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লা-বণ্যমিহোচ্যতে' বালিকা উপবিষ্টা, তাহার ঘন তরঙ্গায়িত কেশদাম বাম অংশ আচ্ছাদন করিয়া শ্লথভাবে বাম দেহার্দ্ধে এলাইয়া পড়িয়াছে শিশির পুষ্পাধিক সুকুমার বামবাহু ফুলধনুর আকারে ঈষৎ বক্রভাবে ক্রোড়ে ন্যস্ত তিনটী অঙ্গুলি পরিধেয়ে আচ্ছাদিত, দুইটী চম্পক কলিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রুদ্ধ কক্ষটী বদ্ধ আঁধার হইয়াও এই চিত্রের গুণে যেন কোন দীপের প্রতীক্ষা করে না

আমি একদৃষ্টে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নির্ব্বাক নিস্পন্দ এই মুখখানি নিরীক্ষণ করিতেছি; বৃদ্ধ সাজি হইতে ফুলগুলি কখন এই চিত্রের চারিদিকে সাজাইয়া দিয়াছেন আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই পুজিত পুত চিত্র চিত্র হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এখনও উইলের প্রবেট নেন নি" তিনি বলিলেন—"সব বল্‌ছি শুনুন্!"

বাঙ্গালা দেশে ক পুরুষ বাস করাতে বৃদ্ধের ভাষা বাঙ্গলাই হইয়া গিয়াছে আমি তাঁহার ভাবার সঙ্গে ভাষা মিশাইয়া সমস্ত সবিস্তার লিখিয়া দিলাম

---

## ( ৫ )

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় যখন সরফরাজ খাঁ শাসনকর্ত্তা তখন আমার পিতামহ ৺রামবক্স মিশ্র অযোধ্যার ওনাও

জেলা হইতে আসিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন ঐ যে মিশ্রপাড়া দেখিয়া আসিলেন ঐ পাড়ায় আমাদের আরও অনেকে আছেন আমার পিতামহের শরীরে খুব বল ছিল। তিনি তীর নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তৎসময়ে ঢাকা প্রবাসী বিখ্যাত পঞ্জাবী তিরন্দাজ রহিমুল্লা খাঁকে আমার পিতামহের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইত আমার পিতার নাম রামরাম মিশ্র আমার এক ভাই ছিলেন রামভজন বাবু। রামশরণ রায় তাঁহার পুত্র, আমার ভ্রাতষ্পুত্র। বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া আমাদের উপাধি মিশ্র হইতে বাবুতে, বাবু হইতে রায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহারেও দেখিতেছেন, আমরা প্রায় বাঙ্গালি হইয়া গিয়াছি। আমি অকৃতদার রামশরণ ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন তীর নিক্ষেপে দক্ষতা বংশানুগত ঐ তীর নিক্ষেপের অভিনয় গত রাত্রে দেখিয়াছেন তাঁহার ন্যায় সুকণ্ঠ অধিক দেখা যাইত না রামশরণ বিবাহ করিয়াছিলেন দশ বৎসর হইল তাঁহার স্ত্রী ৭ বৎসরের একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পিতা এই কন্যাটিকে পাঁচ বৎসর মাতার ন্যায় পালন করিয়াছিলেন মেয়েটীর নাম ছিল কুসুম মা কুসুমের শরীর শেষের দিকে এক খল রোগে এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট হাতে চুড়ী সহিত না। আমি খুলিয়া রাখিতে বলিলে সে সোণার চুরী খুলিয়া ফেলিল। কাচের চুড়ী দু'গাছি খুলিল না আমি বলিলাম—'মা, এই কাচের চুড়ীও তোমায় বড় লাগে, খুলে ফেলে দেও' মা আমায় বলিলেন—না জ্যেঠা, তা কি হয়, সোণাদিদি দিয়াছে, খুলিয়া ফেলিলে, চাকরাণী বলিয়া তাকে তুচ্ছ করিলাম ভাবিয়া সে দুঃখ করিবে, ক' দিনই বা আছি, হাতে পরি এই কাচের চুড়ী-পরা শীর্ণ হাত কাল আপনি দেখিয়াছেন বার বছর বয়সে স্বর্গের পারিজাত হঠাৎ স্বর্গে চলিয়া গেল

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'এই ছবি কি সেই কন্যার ?' তিনি বলিতে লাগিলেন—"সব বল্‌ছি শুনিয়া যান কন্যাটীর মৃত্যুতে রামশরণ একবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল তার দিন যায় তো রাত যায় না, রাত যায় তো দিন যায় না মনকে শান্ত করিবার জন্য,—অগ্রপুরের যে সকল মেয়ে কুসুমের সঙ্গে খেলা করিতে আসিত, মনকে শান্ত করিবার জন্য তাদেরে নিয়ে সে কিছুদিন পরে এক পাঠশালা খুলিল কয়েক বছরে তাদের উপর তার বেশ মায়া জন্মিয়া গেল

"গ্রামে ভবদেব বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এখনও বাস করেন বল্‌লে হয় বাচস্পতি গ্রাম সম্পর্কে রামের বড় ভাই। তার একমাত্র মেয়ে রামশরণের নিকট আসিয়া পড়িত একদিন এই মেয়েটী রামশরণের নিকট কুসুমের একখানি ফটো চাহিল তার নিকট মেয়ের একখানি মাত্র ফটো ছিল, সে সেখানি ইহাকে দিয়া ফেলিল মেয়েটী ফটো হাতে লইয়া আয়নায় আপন মুখ দেখার মতন দেখিতে লাগিল ফটোখানি দেখিয়া রামশরণ কাঁদিতেছিল এই সময় আচম্বিতে শব্দ হইল—'আমি স্বর্গে বেশ আছি, তুমি কেঁদ না, তোমার মেয়ে আমি এই মেয়েটীর মধ্যে রহিলাম, আমি এই মেয়ে, এই মেয়েই আমি; আমাকে মনে করিয়া তুমি এই মেয়েটীকে স্নেহ করিও, তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকিবে' সত্যই এই মেয়েটীকে স্নেহ করিয়া রামশরণের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'এই ছবি কি কুসুমের ?' বৃদ্ধ বলিলেন—"ব্যস্ত হইবেন না শুনিয়া যান মেয়েটী রামশরণের নিকট আসিত, খুব মন দিয়া পড়িত রামশরণও এই ফুলের মতন মেয়েটীকে ফুলের মতন করিয়া তুলিতে খুব যত্ন করিতে লাগিল সে সময়ে সময়ে বিলাইয়া দিবার জন্য এই মেয়েটীকে ফুল ফল, মিঠাই মণ্ডা এবং ইলিশ

মাছের আঁইশের মতন চক্‌চকে সিকি দু'আনি দিত। মেয়েটী একে ওকে তাকে সব বিলাইয়া দিয়া বড় খুসী হইত মেয়েটী দান করিত হাতে, শোভা বাড়িত তার মুখের

"দেখেছেন তো রামের ছবি, কত জোয়ান, কিরূপ পালোয়ান কিছু দিন পরে সে অসুস্থ হইয়া পড়িল শরীর রুগ্ন, মনও বড় বিষণ্ণ জানেন, শুকনো বাঁশের বাঁশি ভিজাইয়া নিলে উহা হইতে অতি মিষ্ট সুর বাহির হয়। এই মেয়ের প্রতি স্নেহে ভিজিয়া রামের ঐ শুকনো মন হইতে কত ছন্দ, কত কবিতা, কত গান বাহির হইতে লাগিল সেই হইতে এই মেয়েটীকে উদ্দেশ্য করিয়া সে রামপ্রসাদের ন্যায় মা নামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল কাল যে কুমারীপূজার সময় বাগান দেখেছেন, রাম ইহার পর ঐ ফুলের বাগান তৈয়ার করে বাগানে কত ফুল, কত জাতি, কত রং, কত গন্ধ। এই ফুল সব ঐ মেয়ের জন্য রাম পারে তো পথময় ফুল ছড়াইয়া রাখে, আর ঐ মেয়েটী তার পদ্মের মতন পা দুখানি ঐ সব ফুলের উপর ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসে আপন হাতে সে, কত ফুলের কত রকমের মালা গাঁথিয়া, কত রকম করিয়া মেয়েকে সাজাইত রাম কখনও কখনও গাইত 'চন্দনে লেপিয়া পাও, পদচিহ্ন রেখে যাও ' ইহারই দুই একটী শব্দ কাল রাত্রে শুনিয়াছেন গাইত কেবল তাই নয়, মেয়েটীর রাঙ্গা পায় রক্ত চন্দন লেপিয়া সে ঐ চন্দন আপন গায় ও মাথায় মাখিত (দেয়ালের পদচিহ্নের দিকে নির্দেশ করিয়া) ঐ পদচিহ্ন ঐ মেয়ের আপনি ভাবছেন—মানুষ ঐ মেয়ে; মানুষ নয় গো, মানুষ নয় ঐ মেয়ে যিনি আদি কাল হইতে আছেন—মেয়ে রূপে, মায়া রূপে, স্নেহ রূপে— সে ঐ মেয়ে।

"রামশরণের তখন বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান হঠাৎ তাহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হইল সে মেয়ে হারা, মা-হারা মার শ্রাদ্ধের দিনে মেয়েটী

বলিল—'দেখ, এই আমি মা হয়ে এই ঘরে রহিলাম ' এই মেয়ের সখীদের কারও নাম ছিল পদধূলি, কারও নাম যমুনা, কারও নাম সরস্বতী কাল রাত্রে শিশিগুলিতে যে ধুলা দেখেছেন, ঐ সব নামওয়ারী ঐ সব মেয়েদের পায়ের ধূলা যে চুলগাছি দেখিয়াছেন, ঐ চুল কোন্ মেয়ের, খাতায় তাহা লেখা নাই উহার সঙ্গে একগাছি সোণার তার আছে তাহাও আপনি দেখিয়াছেন।

"ভবদেব বাচস্পতি উদাসীনের মতন লোক তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান, তিনি বৎসরের অনেক সময় প্রয়াগে থাকেন মেয়েটীর বয়স হইয়াছে কিন্তু নানা বাধায় বিবাহ হয় নাই মেয়েটী এক বর্ষাকালে তার মা বাপের সঙ্গে প্রয়াগে চলিয়া গেল সে চক্ষের আড়াল হইল বলিয়া রামশরণ অতি কাতর হইয়া পড়িল উভয়ে পত্র চলিত "

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইহাদের পত্র আপনার নিকট আছে?' তিনি বলিলেন—'অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি, দিতেছি, দেখুন।'

আমি অনেকগুলি পত্র পড়িলাম একখানিতে দেখিলাম রামশরণ বাবু দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—'মা, মাখন জিনিষটা সাদা মার্ব্বল হইয়া গেলেও পাথর তো বটে, তোর মন বড় কঠোর হইয়া গিয়াছে।' বালি-কাটী এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া উত্তরে লিখিয়াছে—'কাকা, আমি সেই মাখনই আছি, শীঘ্র আপনার সঙ্গে দেখা হইবে।' একটী অদ্ভুত ব্যাপার এই—'আমি মাখনই আছি, শীঘ্র আপনার সঙ্গে দেখা হইবে' ছত্রের তলে কুশুমের হাতে ঠিক ভাঙ্গা ভাঙ্গা লেখা—'বাবা ইহাকে নিঠুর মনে করিও না, আমিও যেমি তোমার মেয়ে, এও তেমি তোমার মেয়ে ' মিশ্র ঠাকুরও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া এই ভৌতিক লেখা বুঝাইয়া দিলেন তিনি বলিলেন—"রামশরণের দু'হাতে দু'টী সোণার কবচ ছিল দাহের পূর্ব্বে আমি খুলিয়া ঘরে আনিয়া লোহার সিন্দুকে রাখিয়া

দিয়াছিলাম এবং পরে কৌতূহলবশতঃ কবচের ভিতর কি, খুলিয়া দেখিয়াছিলাম ”

এই দুইটী কবচ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া বৃদ্ধ আমাকে দেখাইলেন এক কবচে লাল সাটিনে মোড়া একগাছি চুল ও কিছু ধুলা, অপর কবচের ভিতর একখানি পত্র— কুসুমের লেখা বালিকার লেখার মতন অক্ষর। বাচস্পতির মেয়ের পত্রে বাচস্পতির মেয়ের লেখার তলে কুসুমের লেখার মতন হুবহু প্রয়াগ হইতে প্রেরিত বাচস্পতির মেয়ের পত্রের ভিতর কিরূপে মৃত কুসুমের লেখা আসিল ভাবিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না

---

( ৬ )

বৃদ্ধ তৎপর বলিতে লাগিলেন, “মেয়েটী প্রয়াগ হইতে আর ফিরিল না রামশরণ তখন অতি বিষণ্ণ মনে কখনও আকাশের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিত—এই মনে করিয়া, বুঝি বা সে কোন কাজে চাঁদের দেশে চলিয়া গিয়াছে, এখনই হয়ত নামিয়া আসিবে। কখনও সে মাটির দিকে এক দৃষ্টে দেখিত মেয়েটী বুঝি বা মাটি ছ’ফাঁক করিয়া উঠিবে। কখনও ভাবিত—সে আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়া আছে ঐ সকল তারা কাছে দেখিবার জন্য ছাতে সে প্রকাণ্ড আর্শি পাতিয়াছিল। তাহা আপনি কাল দেখিয়াছেন

“ভাবনায় ভাবনায় রাম অতি অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে এক খানা অতি পরিপাটি শাড়ী কিনিয়া রাখিয়াছিল ; ভাবিত, হায়। তাহা আর তাহাকে পরান হই না (দেয়ালে ছ’গাছ চুড়ীর দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ ছ’গাছা সোণার চুড়ী গড়াইয়া রাখিয়াছিল, ভাবিত, হায়!

তাহা আর তার হাতে উঠিল না মেয়েটী পদ্মের মতন মস্ত গোলাপ ফুল বড় ভালবাসিত আপন হাতে যত্ন করিয়া রাম একটী গোলাপের গাছে বড় ফুল ফুটিবার মতন সার দিয়াছিল। শরীর দুর্ব্বল হইলেও লাঠীভর দিয়া সে বাগানে যাইয়া দেখিত, গোলাপের কুঁড়ি হইয়াছে, ফুল ফুটিবে ভাবিত, হায় তাহাকে আর সে ফুল দেওয়া হইবে না ফুলটী ফুটিল রাম অতি কষ্টে বাগানে যাইয়া সে ফুল তুলিয়া আনিল, শাড়ীর উপর রাখিল সাড়ীতে আলতার রং দিতেছে, তার কাছে সোণার চুড়ী রাখিল সোণা ঝক্ ঝক্ করিতেছে মেয়েটী তাকে ক'টী ফুল দিয়াছিল, রাম রূপার কৌটায় তা রাখিয়াছিল সে ফুল ও কৌটা কাল রাত্রে আপনি দেখিয়াছেন। এই সমস্ত সম্মুখে লইয়া সে যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল, মেয়ে ঐ শাড়ী ও চুড়ী পরিয়া, ঐ মস্ত গোলাপ হাতে তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, রাম উচ্চ গলায় কি আনন্দ ও কি আশায় তার সত্য মেয়ে, তার সত্য মার নিকট এক স্তব পাঠ করিতে লাগিল, তার দু'নয়নে জল পড়িতেছিল সে স্তব পড়িতে লাগিল :—

যদি বল যাও যাও, মা, যাব কার কাছে
সুধা মাখা 'মেরা নাম আর কার আছে।
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব
বাজন নূপুর হয়ে মা, চরণে বাজিব
চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়া থুই নাম, পা দেগো তায়
শঙ্করী হইয়া মা গো, গগনে উড়িবে
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে।
নখাঘাতে মা আমার যখন যাবে গো পরাণি
কৃপা ক'রে দিও মাগো, রাঙ্গা চরণ দু'খানি

*যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে*
*অন্তকালে জিহ্বা যেন মা গা বলে ডাকে*

"এই স্তবেরই কয়েকটা ভাঙ্গা কথা কাল রাত্রে শুনিয়াছিলেন রাম কাঁদিল আর গাইল আমি তখন বাহিরে দাঁড়াইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমিও কাঁদিতে লাগিলাম সে আবার গাইল ঃ—

*ভেঙ্গে গেছে সে আনন্দের হাট,*
*শূন্য পড়ে আছে আনন্দের মাঠ,*
*শেষের সে দিনে অসাড় এ দেহ*
*রহিবে মাটিতে পড়িয়া*
*স্নেহ স্বরূপিণী ছুঁয়ো মা উহারে,*
*অমৃত পরশে পলকে সে শব*
*উঠিবে পুলকে জাগিয়া।*

"স্তব সত্য, গান সত্য কিন্তু কই তার মেয়ে, কই তার মা ভুল, ?ব ভুল রাম মেয়েটীকে না দেখিয়া আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসুমের চিত্র করাইতে চাহিল হায়, ফটো তার কাছে নাই প্রয়াগে লিখিল, উত্তর পাইল না কিছুদিন পরে ( এই চিত্রের দিকে দেখাইয়া ) আপন হাতে অতি যত্নে ফটো অনুযায়ী সে এই তৈলচিত্র তৈয়ার করাইল এই খানে প্রতিষ্ঠা করিল নিত্য এমনি ফুলে সাজান হয়। শুবে বুঝিয়াছেন, ঐ মেয়ের নাম সেবা বাচস্পতির মেয়ের নামে সেবাশ্রম আঙ্‌টীতে সেবার নাম ক্ষোদা দেখিয়াছেন

দিনের পর দিন গেল মাসের পর মাস গেল। মেয়েটী আর আসিল না। রামশরণ তখন শয্যা নিয়াছে। আমাকে ডাকিয়া লইয়া সে এক উইল করিল এই সেই উইল মিতাক্ষরা মতে স্বকৃত

সম্পত্তির উইল পৈতৃক সম্পত্তির মালিক আমিও যত দিন আছি তত দিন আছি তারপর মনে করিয়াছি, সেবাশ্রমে সব দিয়া একদিকে চলিয়া যাইব শুনিয়াছি ঢাকায় একদল পরোপকারী লোক আছেন, তাঁহাদের কেহ অছি হইতে পারেন না কি ?"

আমি বলিলাম—'তা পরে বলিতেছি। রামশরণ বাবুর শেষটা কি হইল ?'

বৃদ্ধ বলিলেন—"এক দিন বড় গরম, দুপর বেলায় সেই মরণ-বিছানায় শুইয়া কাতরে করযোড়ে ক্ষীণ স্বরে বাম বলিতে লাগিল—'মা আমার, জননী আমার, অতীতের স্মৃতি আমার, বর্ত্তমানের বিশ্বাস আমার, ভবিষ্যতের ভরসা আমার, কবে আসিবি মা, কবে দিবি মা, তোর রাঙ্গা চরণ তরী—পারের তরী' এই বলিয়া কাহাকে যেন ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল হাত অবশ হইয়া পড়িয়া গেল ওঠ যেন কাহাকে ডাকিতে চাহিল ওঠে ডাক আর ফুটিল না চোক যেন কাহাকে দেখিতে চাহিল, চোকের পলক আর পড়িল না। সব শেষ।

---

## ( ৭ )

"আমরা তাহাকে লইয়া শ্মশানে গেলাম শেষ শয্যা করিয়া তাহাকে চিতায় তুলিয়া দিলাম। কাঠ সাজাইলাম। হায়, হায়, সে আমার মুখানল করিবে, না আমি তার মুখাগ্নি করিতে যাইতেছি।

"এমনি সময় কোথা হইতে, আকাশ হইতে কি পাতাল হইতে আচম্বিতে শ্মশানে সেবা উপস্থিত আলু থালু তার চুল, আলু থালু তার শাড়ী। তার বাতাসে সেখানে যেন একটা ঢেউ খেলিল ঐ ঢেউ লাগিয়া শোয়া রামশরণ উঠিয়া বসিল।

"ঐ বুঝি তার শেষ গান সত্য সে চোখ চাহিল—সেই হাসি হাসি মুখ মুখ হইতে আচম্বিতে শব্দ বাহির হইল মা'

"এ কি কাণ্ড . ভয়ে আমরা সব আড়ষ্ট হইয়া সরিয়া প'ড়িলাম আবার তাহার মুখ হইতে তিন বার—মা, মা, মা সাধা স্বরে মা নাম, —যে নামে পাথর গলে, বোবায় বলে, সেই মা নাম

"রাম সেবার দিকে হাত বাড়াইল সেবা 'কাকা' ব'লে যেই তাকে ছুইল, রাম অমনি চিতায় পড়িয়া গেল এইবার সব শেষ

"শ্মশান বন্ধুরা কাঠে আগুণ দিল, চিতা জ্বলিয়া উঠিল ক'ঘণ্টার মধ্যে ছাইর দেহ ছাই হইয়া গেল

"মেয়েটী কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল কেহ তাহা দেখিতে পাইল না

"বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, যাহারা এখনও ঐ শ্মশানে মরা পুড়িতে যায় তাহারা এখনও কখন কখন শুনিতে পায়—সেই চিতার ধারে সেই চিনা স্বরে

কে ডাকিতেছে ঃ—মা, মা, মা,

কে উত্তর দিতেছে ঃ—কাকা, কাকা, কাকা, বাবা, বাবা, বাবা

"দাহ কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, একখানি পত্রে লেখা আছে—

'জেঠা, সেবা যদি ফিরিয়া আইসে তাহা হইলে দশ হাজার টাকায় তাহাকে একখান বাড়ী করিয়া দিও, ফুলের বাগান ফলের বাগান শুদ্ধ। ঐ উইলের সঙ্গে এই আমার চরম পত্র "

"কত খুঁজিলাম সেবার আর সন্ধান পাইলাম না এখন এই অমরাণ পুরীতে এই অনন্ত ধ্বনি লইয়া আমি একা আছি অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধ্বনি ঐ শ্মশানে, অতৃপ্ত স্নেহের অনন্ত তরঙ্গ এই

বাসনিবাসে কাণে ধ্বনি, প্রাণে ধ্বনি আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে, এ ধ্বনি অনন্ত কালের জন্য যেন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এ ধ্বনি কখন্ কোন্ ফুলটী ফুটিবার, কখন্ কোন্ গন্ধটুকু পাইবার, কোন্ পাখীটি গাইবার, কখন্ কোন্ তারাটী ফুটিবার, কাহার চিত্তের কোন্ আবেগ, কোন্ নদীর কোন্ কল্লোল, কোন্ বাতাসের কোন্ হিল্লোলের, কেনইবা কতটা সময় ব্যবধানের প্রতীক্ষা করে, কেমন করিয়া বলিব। কেমন করিয়া বলিব, কতটুকু শীতাতপে এ স্নেহ কোণে চাবি পড়ে "

বৃদ্ধ ও আমি নীরব যে কক্ষে রামশরণ বাবুর চিত্র সেই কক্ষ হইতে উচ্চ ধ্বনি আসিতে লাগিল মা, মা, মা আর এই কক্ষে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সেবার সেই বাঁধুলি-বিনিন্দিত চিত্রিত অধর স্পন্দিত হইতেছে আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, সকরুণ উত্তর আসিতেছে—কাকা, কাকা, কাকা এই যে আমি

---

[ সৌরভ হইতে পুনর্মুদ্রিত ]

# দেল্‌জান।

নসিবন   আমি কি করবো, মাইয়া, তোর ভাইজান যে নারাজ

দেল্‌জান আনমনে দাঁড়াইয়া ছিল   কথার ঐ সুরটা যেন তাহার নিকট তার ভাইবৌর মতন বোধ হইল। একটু হুঁস হইলে সে দেখিল, মা সম্মুখে বসিয়া আছেন   মা আবার বলিলেন—"আমি কি করবো, মাইয়া, তোর ভাইজান যে নারাজ "

আর এক ঘরের বারান্দায় বসিয়া রহমান তামাক খাইতেছিল, কুদিয়া আসিয়া বলিল "ফের যদি তুই ওর কাছে এই রকম কথা বল্‌বি, তা হলে তোর সঙ্গে আমার একটা বুঝ আছে, নারাজ কি, আমার দেলে কয়, ওর কাল্লাটা কুত্তারে দিয়া খাওয়াই

মা চুপ্‌, মেয়ে চুপ্‌—সন্ধ্যার একটু আগ— ছেলে মেয়েগুলি উঠানে খেলা করিতেছিল, তাহারা চুপ্‌ হইয়া গেল   বৌ সাঁজের বাতি ঘরে ঘরে একটী একটী করিয়া চুপে চুপে দিয়া আসিল   রাত্রিটা যেন অতি চুপে চুপে ইহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল

রহমান রণ ভাওয়ালের মস্ত গেরস্ত; পাটের পয়সায় পাঁচ বছরের মধ্যে ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে তিনটী আঙ্গিনা। শোবার ঘর, খাবার ঘর, গোয়াল ঘর অনেকগুলি, সব গুলি টীনের এবং বড় বড় পাটের পাটরাণীর মতন ঘোমটা টানিয়া ভারি দেমাকে দাঁড়াইয়া আছে।

দাইলে যখন সম্বরা পড়িয়াছে তখন শরা চাপা দিলে হাড়ির ভিতরের বক্‌ বক্‌ থামিবে কেন? নসিবন বিবি রহমানের শক্ত কথার শক্ত চাপান খাইয়াও আপন ঘরে আপন বিছানায় বসিয়া আপন মনে বক্‌ বক্‌ করিতে লাগিল

দেল্‌জান যেখানে ছিল সেহ খানেই—আজ কালকার দিনেব শাড়ী পরা ছবির মতন দাঁড়াইয়া রহিল তার বড় বড় চোক্‌ দুটী, কয়েক ফোটা জলেব ছিটা দিয়া জানাইযা দিল—সে কাঁদিতেছে।

বুড়ী চুপে চুপে বাহিব হইয়া দেল্‌জানকে ঘবে লইয়া আসিল—চুপে চুপে উহার কাণে কি সব বলিতে লাগিল

দেল্‌জান চুপ্‌, চুপ্‌; ঐ ভাইজানেব খবমেব আওয়াজ—আস্‌তাছে, চুপ্‌ চুপ্‌, শুনবো

---

## (২)

বণ-ভাওয়ালের পীবপুব অতি বড় গ্রাম। উহার উত্তর পাড়ায় রহমানের বাড়ী; দক্ষিণ পাড়ায় দুলাল মুনসীব বাড়ী। গ্রাম খানা দেখ্‌তে আধ খানা বালার মতন দক্ষিণ দিকে আবাদি জমি, স্থানে স্থানে গজারি ও পলাসের ছোট ছোট গড় উহার ভিতব দিয়া ধান ও পাটের ক্ষেত, সবুজ সাড়ীর মতন দেখাইতেছে ক্ষেত যেখানে গড়েব বাঁকে লুকাইয়া গিয়াছে, সে দিকে তাকাইলে মনে হয় যেন, কাজে ব্যস্ত মা জননী আঁচ-লের খোঁটখানি কোমরে গুঁজিয়া দিয়াছেন

এই ধানের ক্ষেত এবং পাট ইত্যাদির দৌলতে রহমান এবং দুলাল মুনসী দুই জনেই ধনী গৃহস্থ। গ্রামে একটী পাঠশালা আছে রহমান এই পাঠশালায় অল্প কিছু পড়িয়াছিল, দুলাল তাহার সঙ্গেই পড়িত দুলালের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, লেখা পড়ায় ক্রমে সে লায়েক হইয়া উঠিল; অন্য স্কুলে যাইয়া একটু ইংরেজী শিখিয়াছে কিছু দিন পবে গ্রামের পাঠশালার গুরু হইল এই হইতেই জাত-ভাইয়েরা তাহাকে মাষ্টার না বলিয়া মুন্সী বলে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সে দুলাল মাষ্টার নয়, একজন হিন্দু জমিদারের কর্ম্মচারী। দাড়ী রাখিত বলিয়াও তাহাকে মুসলমান বুঝা যাইত না অনেক হিন্দুও দাড়ী রাখে কেবল দাড়ী দেখিয়া হিন্দু মুসলমান ঠিক করা কঠিন কিন্তু চেহারা দেখিয়া কে হিন্দু, কে মুসলমান, অনেকটা চেনা যায় দুলাল মুন্সীকে কিন্তু হিন্দু বলিয়া ভ্রম হয় দুলালের কথা হিন্দুর, চাল চলন হিন্দুর সে দুই হাতে এমন নম্রভাবে সেলাম করে যে, উহা অনেক হিন্দুর পাঠাবলীর খাড়ার মতন উন্নত ভঙ্গীর নমস্কারকে লাঞ্ছিত করিয়া দেয়

এক সঙ্গে পড়িয়া দুলাল ও রহমানে খুব দোস্তি ছিল পিতা আবদুল সরকারের মৃত্যুর পর রহমান হইল মালিক এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ—পাকা গৃহস্থ ক্ষেত আর খামার, পাট আর পয়সা, তার দিন রাত্রির জপনা

'নাইলার মত কিরবি নাই, ধান থুইয়া নাইলা কর ভাই' নিজের খাবার মতন ধান বোনে, আর সব পাট পাটের এক এক খান জমি যেন চাঁদি রূপার চাদর এক ছটাক জমির জন্য রহমান জান দিতে পারে, জান নিতে পারে

একখানা পাটের জমি লইয়া দুলালের সঙ্গে রহমানের বিবাদ যে দুলাল না হইলে তার দিন চলিত না, পাখীর ছা পাড়, মাছ ধরা হইত না, এখন তার মনে হয় দুলালকে পাইলে সে পলো দিয়া চাপিয়া ধরে, কোচ দিয়া কেচিয়া দেয় আয়না হাত হইতে পড়িলে গুড়া গুড়া হইয়া যায় কুঁচা গুলি পাছে পায়ে বিঁধে, ঐ ভয় বড় বেশী, ঝাঁটাইয়া ফেলিলে তবে নিরাপদ রহমান দুলালকে একবারে দুনিয়া হইতে সরাইতে না পারুক, দেশ হইতে দূর করিবার ফিকিরে আছে।

দুলাল বাঁধা আছেন দেল্‌জানে দেল্‌জান তাহার নিকট পাঠশালায়

পড়িত ঐখানে স্নেহেব পত্তন দেলজান বড় হইল, স্নেহ প্রেমে পৌছিয়া ঝাঁকড়ায় ঝোলা মিঠা লাউএব মতন পাকিয়া উঠিল

দেল্‌জানেব দেহখানি নিজের কিন্তু জানটী দুলালের পাড়াগাঁয়েব মুসলমানের মেয়ে, মেয়েটী কিন্তু দেখতে বেশ্ অতি বেশ তাব চোক দু'টী রং-ভাওয়ালেব গড়ের মধ্যে এত সুন্দর দুটী চোক গড়িবাব কি প্রয়োজন ছিল, তা বিশ্বশিল্পীই জানেন

রহমান দুলালেব সঙ্গে দেল্‌জানের সাদি দেয়, দুলাল যদি ঐ পাটের জমি খান ছাড়ে দুলাল পাটের জমি ছাড়িল না ভরসায় ভরসায় দিন গেল দেলজান কিন্তু এই ভবসাব বাতাসে বর্ষার লতার মতন খুব বাড়িয়া উঠিল এমন বড় মেয়েকে এখন অন্যের কাছে বিয়ে দেওয়া দায়

বুড়ী নসিবন বিবি দুলালেব পক্ষে কিন্তু বেটা নারাজ সোয়ামী না থাকিলে বেটার নিকট অনেক সময়েই মায়ের মান থাকে না একদিকে বেটা আব একদিকে বেটী বিবি বড় ফাঁপড়ে পড়িয়াছে

---

( ৩ )

১৩০৫ সন, ২৪শে পৌষ শনিবাব ধান সব কাটা হইয়া গিয়াছে— মাঠ পরিষ্কার তখন হুমাগি খেলাব বড় ধুম পীরপুরের মাঠে বহু লোক জমিয়াছে মাঠের পাশ দিয়া পথ পথে একখানা ডুলি যাইতেছে বেহারা দুই জন, সঙ্গে লোক একজন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে কোন্ দিক্ দিয়া কতকগুলি পাইক আসিয়া বেহারা তাড়াইয়া ডুলি লইয়া পলাইল।

বেহারা এবং সঙ্গের লোকের দোহাই শুনিয়া খেলার মাঠ হইতে লোক আসিয়া জুটিল। ধর্ ধর্, মার্ মার্ রহমান খেলাব মাঠে ছিল,

দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল তাহার চাকর নেক্‌বর নেক্‌বর বলিল—'থেশী বড় বেরাম, দেলজান তার থেশীকে দেখিতে যাইতেছিল, বড় বিবিজান ডুলি আনাইয়া সঙ্গে আমাকে দিয়াছিলেন, পথে এখানে এই ডাকাতি '

রহমান সব শুনিয়া ভাওয়ালের মহিষের মত। ছুটিল তার বিশ্বাস হইয়াছে এ কাজ দুলালের, তার মার যোগ সাজস ইহার মধ্যে আছে সে গর্জ্জিয়া ছুটিয়াছে ধব্‌ ধব্‌, মাব্‌ মার্‌, তাব পাছে পাছে বহু লোক সব দক্ষিণ পাড়ার দিকে ছুটিল দুলালের বাড়ী ঘেরাও করিল দুলাল বাড়ী নাই বাড়ীতে জনানা ভিন্ন অন্য জন প্রাণী নাই, কেহ যে ডুলি লইয়া আসিয়াছে তাহার চিহ্নও নাই

জোড়ে বাঁকান বাঁশের এক দিকের আশ্রয় টুটিলে উহা যেমন অতি বেগে অপব দিকে ঝোঁকে, রহমানের বাগ দুলালের দিক হইতে ফস্‌কিয়া তার মার উপর, তার জরুর উপর আসিয়া পড়িল আজ পারে তো রহমান সমস্ত বাড়ী তোপে উড়াইয়া দেয়।

রহমান বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল "সে দিনই বল্‌ছিলাম তোর সঙ্গে আমার বুঝ আছে "

নসিবন আমি বাবা, কি জানি, থেশী যাইতে বল্‌চিল, আমি পাঠাইয়া দিচি, রণ-ভাওয়ালে জাননা চুরী, এ তো লাইগাই আছে দেখ্‌, কে নিল দেখ্‌, আমার দেল্‌জান .

বুড়ী কাঁদিতে লাগিল

রহমান ফুল্‌সন কই ? ওর চুলের মুঠি ধইরা আজ ধানের বাইলঝাড়া কর্‌মু

ফুলসলনকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না সে রহমানের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া আগেই পলাইয়াছে

রহমান। নাঙল বেঁকা না হইলে খেত চাষ হয় না, এ দুলালের কাম,

সোজা পথে হৈল না, এখন বেকা পথ দেখমু দুলাল কত বড় মর্দ্দ আমার নাম রহমান

---

( ৪ )

রহমান কি বল, সাদত ভূঁইয়া ?

সাদত বলমু বা কি, জেলার যে মাজিষ্টার, সেটা একটা গো বাথা ডেপুটী যেডা পাঠাইচে, সেডা ঢেব্ ঢেবা না, চৈতা ঢাকের মত টন্ টনা সলা তো দেওয়া যায়, শেষে যে চড়ক ঘুরাইবো

সহব খোজ পাইচি, দেলজানেরে নয়হাটা মহিম বোসের বাড়ী নিয়া থুইচে 'হিন্দুর বাড়ী, কেউ সন্দে' করবে' না'

রহমান বোসের পুতেরে আমি ভেরার ঠোষ বানাইয়া তবে ছাবমু

সাদত। না রে, না, শেষে গাও শুদ্ধা বাঁইধা লইবো।

বিকাল বেলা পরামর্শ, ঐ রাত্রেই মহিম বোসের বাড়ী ডাকাতি

ডাকাতের মুখে মুখোস, হাতে মশাল "গাজি" "গাজি" ঘোর চীৎকার গ্রামের লোক একজনও অগ্রসর হইল না। মহিমের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। মহিম তার ধানের গোলার তলে চৌদ্দ শ' টাকা পুতিয়া রাখিয়াছিল, সে মাইরপিটে চাবির গোছা ফেলিয়া দিল, ঐ চৌদ্দ শ' টাকার খোজ বলিল না সিন্ধুকে অতি অল্প টাকা পাওয়া গেল। তখন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার গহনা-গায় মহিমের স্ত্রী পলাইতেছে। এক ডাকাত তাহাকে ধরিয়া ফেলিল আর এক ডাকাত বলিল, 'যে কাম করতাচস আল্লায় এম্নিই সইব না, ওস্তাদের হুকুম নাই মাইয়া লোকের গায় হাত তুল্তে, দে ছাইড়া।'

ঐ ডাকাত মহিমের স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিল তখন প্রায় ভোর ডাকাতের দল, ধানের গোলায়, খড়ের গাদায়, এবং এ ঘরে সে ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

---

( ৫ )

পরের দিন মহিম বোস থানায় এজাহার দিতে গেল ছোট দারগা এজাহার লিখিতে যান তো, বড দারগা আসিয়া ইসারা দেন ; বড় দারগা যখন আরম্ভ করিতে যান, তখন চৌকিদার আসিয়া তাঁর কাণে কাণে কি কহিয়া যায় এজাহার লেখা হইয়া উঠে না

অবশেষে অনেক যাগ যজ্ঞ তপস্যার পর এজাহার লেখা হইল ছোট দারগা, বড় দারগা, চৌকীদার, পুলিশে পীরপুর ছাইয়া ফেলিল

দু'দিন পর ছোট পুলিশ সাহেব, তার পরদিন বড় পুলিশ সাহেব আসিলেন পুলিশের যাতায়াত লাগিয়াই থাকিল এক আসিতেছে, আর যাইতেছে পিপ্‌ড়াগুলি একে অন্যের সঙ্গে দেখা হইলে যেমন শুঁযো নাড়িয়া এক একটা কিছু বুঝায়, পুলিশগুলি যাতায়াতে ঐরূপ কত কি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া যাইতেছে

মহিম বোসের চৌদ্দশতের চারিশত টাকা মাটির তলে তখনও পোতা ছিল কি না,—পাখা ধরিয়া পিপড়ার মতন সব উড়িয়া গেল পুলিশ তবু তদারক ছাড়ে না, মহিম বোস ধনী বলিয়া খ্যাত থাক তোমার টাকা উদ্ধার, এখন পুলিশ পাছ ছাড়িলে রক্ষা

চার মাস পর পুলিশ শান্ত হইল, মহিম বোসের হাড় জুড়াইল

---

( ৬ )

রহমান আমি যা বলমু তাই তোর কর্ত্তে হবে এই দেখচস দাও, মুড়গীর মাফিক জব

দেল্‌জান। তা আমি পারমু না সে আমারে সাদি করচে

রহমান সাদি সে প্রমাণ কর্ত্তে পারবো না, যাতে সে প্রমাণ কর্ত্তে না পারে, তা আমি করমু

দেলজান সে আমার খসম, আমি তা পারমু না, গলায় ছুরী দিলেও পারমু না

রহমান দেখ্‌লি তো কেমন কইরা তোরে লইয়া আইলাম পারলো সে না রাখতে। "পারমু না," তবে জান্‌বি ছুলালের জান রাখমু না

দেল্‌জান তার আগে দেখবা দেলজান নিজের গলায় নিজে ছুরী দিচে

দেল্‌জান তার কোমড় হইতে একখান ছুরী বাহির করিতেই রহমান পলকে তাহা কাড়িয়া লইয়া নরম সুরে বলিল—"দেখ, বোন, তোরে এতদিন লালচি পালচি, আমার এক বোন তুই, তুই দুঃখে পরবি, তা কি আমার জানে সয় আমার কথা শোন, জেলায় যাইয়া এই ইজহার দিবি, দুলাল তোরে জোড় কইরা লইয়া গেছে। ইজহার পড়লেই দুলাল জমি ছাইড়া দিবে মাপক আপোষে মিটাইয়া ফেলমু

দেলজান কিছুতেই সম্মত না সে বলিল "সে আমারে কাবিন লেইখা দিচিল"

রহমান দিচিল, দিচিল কি, কাবিন, সে কি হৈল ?

দেল্‌জান। আমি ফাইরা ফালচি

রহমান ফাইরা ফাল্লি যদি তোরে তালাক দেয়, আর এক সাদি করে।

দেলজান তালাক দেয়, তুমি তো ভাইজান আছ, তোমার বাড়ীতে থাকলে তুমি কি এক মুঠ ভাত দিবা না?

রহমান যদি না দেই

দেলজান না দেও ভিক্ মাইঙা খামু লোকে কইবো, রহমান সরকারের বইন ভিক্ মাইঙা খায় তাতে কি তোমার খোস্নাম হইব?

রহমান কথায় আঁটিতে না পারিয়া বলিল, "দেখ, আমার কথা শোন্, একটা মামলা জুড়লেই জমিটা পাই মামলায় তার কিছু হইবো না হইলেও কিছু জরিমানা"

দেলজান চুপ করিয়া রহিল তখন মা ও বৌ আসিয়া তাহাকে বুঝাইল, দেলজান অগত্যা মামলা করিতে সম্মত হইল

---

## ( ৭ )

দেলজান জেলায় আসিয়া দুলালের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিল তখন ময়মনসিংহে ৩৬৬ ধারার মোকদ্দমার ভারি ধুম। দেলজানের পক্ষে বিনা পয়সায় বহু উকীল মোক্তার জুটিয়া গেল ডেপুটীর কোর্টে মোকদ্দমা তারিখের পর তারিখ পড়িতে লাগিল এখানেও তদ্বির তদারকের অন্ত নাই। প্রতি তারিখে ডেপুটীর এজলাসে লোকে লোকারণ্য

দুলাল একজন বিশিষ্ট উকীল নিযুক্ত করিল

কয়েক তারিখের পর ডেপুটী মোকদ্দমা সেসনসে অর্পণ করিলেন

স্ত্রীহরণ লইয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন, লাটের মজলিসে সোয়াল জবাব এই শ্রেণীর মোকদ্দমার শাস্তি বড় কড়া সেসনস্ বিচারে দুলালের পাঁচ বৎসরের জেল হইল

দেলজান যখন কাছারীতে হুকুম শুনিল তখন সে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল বলিতে লাগিল— 'ভাইজান, তুমি না বলচিলা তার কিছু হইবো না ?'

মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহমান তাহাকে বাসায় লইয়া আসিল

---

## ( ৮ )

রাত্রি বারোটা, দেলজান অত রাত্রে একজন লোক লইয়া দুলালের উকীলের বাসায় উপস্থিত হইয়া ডাকিতে লাগিল—"বাবু, আমি দেল্ জান " তিন ডাকে, স্ত্রীলোকের শব্দে, উকীলবাবু চমকিয়া উঠিলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—দেলজান।

উকীল কি জন্য এত রাতে ?

দেলজান আপনার পায় পড়ি, আপনি ওরে খালাস কইরা দেন আমি হাকিমকে বলমু আমি মিথ্যা সাক্ষী দিচি

উকীল। তা বল্লে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে তোমার জেল হবে

দেলজান জেল হয় হোক সে তো খালাস হবো

উকীল খালাস হবে না, তোমার জেল খাটি

দেলজান। আমার জেল হৈলে আমি তো তার খেজমত কর্ত্তে পারমু।

উকীল দুই জনকে দুই জেলে রাখবে

দেল্‌জান তবে বাবু কি হবো ?

তার পর সে পাগলের মত কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল

---

( ৯ )

পরদিন ■ * ডেপুটীবাবুর কাছারী লোকে লোকারণ্য। আজও ৩৬৬ ধারার মোকদ্দমা একজন বিশিষ্ট লোক আসামী উকীল মোক্তারের মহা ভোজ কেহ বলিতেছেন "* * বাবুকে উকীল না দিলে আর রক্ষা নাই " কোন টর্ণী বলিতেছেন 'বারিষ্টার না হলে হবে না " কেহ বলিতেছেন "ধুতি চাদরে বিলাতি ধক্ ঢাকা প'ড়ে গেছে, আনো তো আনো কল্‌কাতার লালমুখ—বাণীনাথের মক্তি নয় সূচিকাভরণ, এক বড়ীতেই বস্ " উকীল কিম্বা মোক্তার যখন বক্তৃতা করিতেন তখন দেখা যাইত, ডেপুটী বাবু নোট নিতেছেন একদিন ভুল ক্রমে তিনি নোট এজলাসে ফেলিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে দেখাগেল, সহস্র দুর্গানাম লেখার ভঙ্গিতে Tangail, Fairface, No conviction no promotion লেখা, আঁকা—একটী বানর একটী যুবতীর গলায় দড়ীদিয়া নাচাইতেছে। ডেপুটী বাবু এম, এ, বি এল। লোকে তাঁহাকে এই নোট পাওয়ার পর হইতে Tangail Fairface বলিয়া ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি সময় সময় ডাকে শিরোনামায় M A. B. L T, F উপাধিপুচ্ছ-শোভিত পত্র পাইতেন ফরিয়াদী পক্ষ, ডেপুটীবাবুর উক্তরূপ নোট লেখার অদ্ভুত প্রণালী, ৫২৬ক ধারা অনুসারে মোকদ্দামা হাইকোর্ট নাড়িয়া, অন্য এজলাসে তুলিয়া লইবার উত্তম উজুহাত করা যাইবে বলিয়া শাসাইতে লাগিল ঘরে ঠাঁই নাই, বারান্দায় ধরে না ডেপুটীবাবু তারিখ ফেলিয়া দিয়া টিফিনের পর সবে আসিয়া এজলাসে

বসিয়াছেন , অধিক লোক নাই ইতিমধ্যে শোনা গেল, "হাকিম সাহেব, একরার লন, একবার লন " হাকিম চাহিয়া দেখেন, দেল্‌জান ডকে কোথা দিয়া কোন্ পথে ওখানে সে উঠিয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই

দেল্‌জান বলিতে লাগিল—দুলালের বিরুদ্ধে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে হাকিম ও পেস্‌কার তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—ঐরূপ বলিলে তাহার জেল হইবে তাহাতেও সে একরার লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল

হাকিম অগত্যা তাহার একারার লিখিয়া লইলেন ইতিমধ্যে দুলালের উকীল আসিয়া দেল্‌জান পাগল হেতু দেখাইয়া উহাকে ১৯৩ ধারার দায় হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া গেলেন

দেল্‌জান এখানেও নিবৃত্ত হইল না সে উক্ত উকীলবাবুর দ্বারা ছোটলাট বাহাদুর সমীপে এক আবেদন করাইয়া প্রার্থনা করিল, ছোটলাট দয়া করিয়া যেন দুলালকে মুক্তি দেন কয়েক মাস পর সংবাদ আসিল, ছোটলাট বাহাদুর তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিলেন না

দেল্‌জান তখন পাগলের মতন হইয়া গিয়াছে কেবল বলে "তারে খালাস কৈরা দেও" "ভাইজান কৈচিল" সে কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না মুখে কেবল ঐ কথা।

---

## ( ১০ )

দুলাল নিরপরাধ, হাসিমুখে জেলে গিয়াছে তার মিষ্ট প্রকৃতি, মিষ্ট ব্যবহার লিখিতে পড়িতে জানে, দুলাল কর্ম্মঠ এবং বুদ্ধিমান জেলদারগা তাহাকে শ্রমসাধ্য কার্য্য দিলেন না ঐ জেলে তখন ডুবীর কাজ শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে দুলালকে ডুরীর কাজ শিখিতে দেওয়া হইল অল্প দিন মধ্যে সে ঐ কার্য্যে সুদক্ষ হইয়া

উঠিল তাহার গুণপণা দেখিয়া জেল-কর্তৃপক্ষ তাহাকে রংপুর পাঠাইয়া দিলেন রংপুর হইতে মির্জ্জাপুর ময়মনসিংহ-জেলে থাকা কালে দেলজান তাঁহার সঙ্গে দেখা করিত দেখা করিয়া আসিবার পর আবার যে পাগল সেই পাগল

সৎস্বভাব এবং সদাচরণের জন্য দুলালের দেড় বৎসর জেল দণ্ড কমিয়া গেল সাড়ে তিন বৎসর পর তাহার মুক্তি হইল

দুলালের দেলজান তখনও ঘোর পাগল দুলালকে যাইয়া বলিল—"তাকে খালাস কইরা আন"

দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল সে তখন বুঝিল এই সেই দেলজানের দুলাল

দেলজান যখন সুস্থ হইয়া গৃহ কর্ম্মে মন দিল, তখন সে একদিন স্বামীকে বলিল "খোদার ফজলে আমি তোমারে পাইলাম, ভাইরে তো পাইলাম না ভাই তো তেমি নারাজ তোমার কাছে আমার এই আরজ, ঐ জমি তুমি ভাইজানেরে লেইখা দেও"

দুলালকে দেশত্যাগী করিয়াও রহমান ঐ জমি দখল করিতে পারে নাই দুলালের প্রতি স্নেহশীল জমিদার রহমানকে সে জমি দখল করিতে দেন নাই।

দেলজান তাহার ভাইর জন্য জমি চাহিয়াছে যদি সে সর্ব্বস্ব চাহিত তবুও সে আপত্তি করিত না। তাহার হাত আছে, বুদ্ধি আছে, ডুরীর কাজে সে অতি সুদক্ষ দেলজান থাকিলে তাহার ভালবাসার বলে সে দুই দশ খান বাড়ী জমি করিতে পারে দুলাল বিনা আপত্তিতে প্রসন্ন চিত্তে ঐ জমি রহমানকে লিখিয়া দিল

---

( ১১ )

পূর্ণিমা তো সব স্থানেই হয় সব স্থানেই তো পূর্ণিমারাত্রে চাঁদ উঠে রণভাওয়ালে চাঁদ বুঝি আপনাকে দেখাইবার জন্য উঠে না, কি যেন দেখিবার জন্য উঠে শালবনের পাতায় পাতায় চাঁদের যেন কার পত্রের অন্বেষণ, ঝরণা গুলির ঝর্ ঝর্ শব্দে কার যেন সুরের অনুসন্ধান, বাইদগুলির আঁকে বাঁকে কার যেন পদানুসরণ। চাঁদের এই অন্বেষণ, অনুসন্ধান এবং অনুসরণের মধ্যে দেলজান এক পালকীতে, দুলাল আর এক পালকীতে চাঁদ যেন আরদালীর মতন পালকী বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে

উভয় পালকী রহমানের উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল রহমান বাহির হইয়া দেখিল—দুলাল ও দেলজান রহমানের মুখে কথাটী নাই

দেলজান একখানি কাগজ বাহির করিয়া রহমানের হাতে দিল—বলিল "এক মায়ের পেটের ভাইজান তুমি, আমার উপর খুসী হইয়া ঐ জমি তুমি লও এই তার দলিল পত্র।"

শব্দের মধ্যে কোন গন্ধ আছে কিনা জানি না হঠাৎ একটী গন্ধ পাইলে এমন হয়, কোথায় কোন্ দিনের কোন্ পুরাতন স্থান, পুরাতন স্মৃতি ঐ গন্ধে জাগাইয়া দেয় রহমানের প্রাণে দেলজানের ঐ কথায় তেমনি একটা স্মৃতি জাগাইয়া দিল। এই ছোট বোনটীকে সে কোলে কাখে করিয়া বড় করিয়াছে এই দুলাল ভিন্ন তার এরূপ বন্ধু আর একটীও ছিল না। আজ সেই দুলালও দেলজান সম্মুখে

রহমান, দেলজান ও দুলালের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল বলিল "ভাই তস্‌কিল মাপ কর, বোন তস্‌কিল মাপ কর"

বুড়ী [illegible] উপস্থিত, বউ ফুলসন আসিয়া উপস্থিত দেলজানের

পতিপ্রাণতা এবং ভ্রাতৃপ্রেম দেখিবার জন্য পূর্ণিমার চাঁদ যেন আজ তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল

এই আনন্দ মিলনের সময়ে রহমানের বাড়ীর এক উঁচু গাছের উঁচু ডালে বসিয়া চাঁদের আলোর সঙ্গে প্রেম ও শান্তির সুমিষ্ট সুর মিলাইয়া একটী পাখী মহা উল্লাসে ডাকিতে লাগিল :—

দুলা—লে, দুলা—লে, দুলা—লে,
দেল্—জানে, দেল্—জানে, দেল্—জানে

সম্পূর্ণ।